ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ বিংশ আইনের খোলাসা।

২৫ ধা। ৪ প্রং। আরজী দেওন ও দস্তক হওনবিনা অপরাধিদিগকে ধরিতে পোলীসের আমলাদিগের ক্ষমতা থাকিবার বিষয়।

৫ প্রং। পোলীসের আমলাদিগের আবশ্যক হওনবিনা কোন বাটী ঘরের মধ্যে যাইতে ক্ষম তা না থাকিবার বিষয়।

৬ প্রং। পোলীসের আমলার অপবাদিত ব্যক্তি জনানা মহালে কি ঘরে আছে ইহা জানিতে পাওনবিনা ভিতরের দরওয়াজা ভাঙ্গিতে ক্ষমতা না থাকিবার ও ভাঙ্গিতে হইলে প্রথম জনানা লোককে বাহির হইতে সংবাদ দিতে হইবার বিষয়।

৭ প্রং। দারোগা শরারতী করিয়া তাহার প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতার কার্য্য করিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার বিষয়।

৮ প্রং। যে প্রকারে জামিনী মঞ্জুর না করা যাইবেক তাহার বিষয়।

৯ প্রং। জামিনীর শরওয়ার বিষয়।

১০ প্রং। যাহারা আপনারদিগের প্রাণ ও ধন রক্ষাকরণের কালে অপরাধিদিগকে বধ কিম্বা জখমী করে তাহারা গ্রেফ্তার না হইবার বিষয়।

১১ প্রং। অতিআবশ্যক হইলে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে হাজির হইবার জামিনী সেওয়ায় আর হঙ্গামা ফসাদ না হইবার অর্থে জামিনী তলব হইবার বিষয়।

২৬ ধারা। এই ধারাতে ১৫ প্রকরণ ও ফৌজদারী আদালতে হুকুম না মাননের তদারক অর্থাৎ প্রতিফলের মোতালক হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। যাহারা ফৌজদারী আদালতে হুকুমনামা জারীহওনেতে দুঁদ্যামী করে তাহারা গ্রেফ্তার হইয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে চালান হইবার বিষয়।

ঐ। কোন২ প্রকারেতে নিকটের থানার দারোগাদিগের স্থানে সহায়তা লইবার বিষয়।

২ প্রং। নীচের লিখিত হুকুমের অনুসারে পূর্ব্বের কএক আইনের কএক ধারা শুধরা যাওনের বিষয়।

৩ প্রং। ভূম্যধিকারিদিগের দুঁদ্যামীকরণের জিলাভিন্ন অন্য২ জিলার ভূমি নিজামৎ আদাল তের সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে জব্দহওনের যোগ্য হইবার বিষয়।

৪ প্রং। পলাইয়া যাওয়া ব্যক্তিদিগের অন্য২ জিলার ভূমি তাহারদিগকে হাজির করাইবার কারণ ক্রোক করা যাইবার বিষয়।

৫ প্রং। কোন২ প্রকারেতে জরীমানার হুকুমদেওনের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহার বিষয়।

২৬ ধা। ৬ প্রকরণ। যাহারা ভূম্যধিকারী না হয় ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুম না মানে কিম্বা তাহাতে ধরা না দেয় তাহারদিগের অস্থাবর বস্তু ক্রোক করিবার বিষয়।

৭ প্রং। দারোগার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুম না পাওনপর্য্যন্ত অস্থাবর বস্তু স্থানান্তর না হইবার উপায় করিতে হইবার বিষয়।

৮ প্রং। বস্তু ক্রোক করা যাওনের মতের বিষয়।

৯ প্রং। ক্রোকহওয়া বস্তু সাবধানে রাখিবার ও যখন তাহার মালিক তাহা পাইতে পারে তখন তাহাকে ফিরিয়া দিবার বিষয়।

১০ প্রং। ইশ্‌তিহারী ব্যক্তি হাজির না হইলে কিম্বা পুনঃ২ হুকুমেতে ধরা না দিলে হাজির না হওয়া ব্যক্তির বস্তু জরীমানার টাকা উসুলের কারণ বিক্রয় হইবার বিষয়।

১১ প্রং। ঢুঁদ্যা কি ধরা না দেওয়া ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুর হইতে হওয়া ইশ্‌তিহারনামা জারীকরণের মতের বিষয়।

১২ প্রং। অপরাধী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হাজির না হইলে দারোগার যাহা করিতে হইবেক তাহার বিষয়।

১৩ প্রং। যে জমীদারআদির নিকটে অপরাধিদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিবার হুকুম যায় তাহারা দারোগাদিগের স্থানে সহায়তা চাহিলে তাহারদিগের সহায়তা করিতে হইবার বিষয়।

১৪ প্রং। দারোগারা অপরাধিদিগ্‌কে গ্রেফ্তারকরণের কালে জখমী কি বধ করিলে বেসুকর জা না যাইবার বিষয়।

১৫ প্রং। অপরাধিদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে যে ইনাম দিবার নিয়ম করা যায় তাহা যে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের অধিকারে অপরাধী গ্রেফ্তার হয় তাঁহার হজুরহইতে গ্রেফ্তারকরণিয়া পাইবার বিষয়।

২৭ ধারা। এই ধারাতে ৭ প্রকরণ ও বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে বাকীদারদিগের মাল আমওয়াল ক্রোকহওনের মোতালক হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। এই প্রকরণের লিখিত ধারা উক্ত কোন২ কথা শুধরা যাওনের বিষয়।

২ প্রং। বাকীদারেরা বাকী পাওনিয়ার সঙ্গে বরাবরী করিলে কি করিবার অনুমান হইলে হুকুমনামা পাঠান যাইবার বিষয়।

৩ প্রং। যে পেয়াদাকে পাঠান যায় সে ক্রোককরণিয়ার ক্রিয়া ও আচরণ দেখিবার বিষয়।

৪ প্রং। যে পেয়াদাকে পাঠান যায় তাহার সঙ্গে বরাবরী হইলে থানার দারোগা কি মুহরির কি জমাদার তাহার মদদ করিতে যাইবার বিষয়।

২৭ ধা। ৪ প্রকরণ। থানার কেবল দারোগা কি মুহরির কি জমাদারের বাটীর ভিতর তালাশ করিতে হই বার বিষয়।

৫ প্রং। এই প্রকরণের লিখিত প্রকারব্যতিরেকে থানার বরকন্দাজেরা ক্রোককরণিয়াদিগের সহা য়তা করিতে নিযুক্ত না হইবার বিষয়।

৬ প্রং। জমীদার ও নীলের চাসকরণিয়া কি অন্য লোকদিগ্‌কে কোন প্রজা কি অন্য ব্যক্তিকে পায় হাড়ি কি আর কিছু দিয়া কয়েদ রাখিতে কারণহওনের বিষয়।

৭ প্রং। যে পেয়াদা সরকারে মাহিয়ানা না পায় ও ক্রোককরণিয়ার মদদ করিতে মোকরর্ হয় তাহার তলবানার নিরূপণহওনের বিষয়।

২৮ ধারা। এই ধারাতে ৫ প্রকরণ ও আবকারীর মোতালক হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। দারোগারা শরাবআদি কি অন্য২ মাদক দ্রব্য বিক্রয় কি প্রস্তুতকরণিয়ারা সরকারের বাকী পাড়িলে তাহারদিগের মালআমাওয়াল ক্রোককরণেতে কালেকট্‌রসাহেবের কার্য্য কারকের সহায়তা করিবার বিষয়।

২ প্রং। দারোগারা এই প্রকরণের লিখিত বিষয়েতে আবকারীর কার্য্যকারকদিগের সহায়তা করিবার বিষয়।

৩ প্রং। যে২ প্রকারেতে কালেক্টরসাহেবের কার্য্যকারকদিগের কি পোলীসের আমলাদিগের বিশিষ্ট লোকের অন্দরের মধ্যে যাইতে ক্ষমতা থাকিবেক না তাহার বিষয়।

৪ প্রং। শরাবআদি বিক্রয়করণিয়ারা যে২ হুকুমমত কার্য্য করিবেক তাহার বিষয়।

৫ প্রং। শরাবআদি বিক্রয়করণিয়া কোন ব্যক্তি ঐ সকল নিয়মের অন্যমত করিলে দারোগা তাহার প্রতি যাহা করিবে তাহার বিষয়।

২৯ ধারা। এই ধারাতে ১২ প্রকরণ ও যে২ লোকেরা সরকারের তরফহইতে তেজা রতের কর্ম্ম করিতে কি নিমকপোখ্তানী কিম্বা আফীন তৈয়ার করিতে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের নামে ফৌজদারী আদালতহইতে হওয়া হুকুমনামা জারী হওনের বাবৎ হুকুম এবং পোলীসের দারোগারা ঐ সকল লোকের পক্ষে যাহা২ করিবেক তাহা লেখা যায়।

১ প্রকরণ। তেজারতের কুঠীর সাহেবের তাবে লোকের উপর জামিনীর যোগ্য অপরাধকরণের অপবাদ হইলে তাহারদিগের জামিন দিবার বিষয়।

২ প্রং। এমত২ মোকদ্দমাতে আসামীর হাজিরহওনের মতের বিষয়।

৩ প্রং। সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত তৈয়ার করিতে নিযুক্ত থাকা লোকদিগের নামে সফী না জারী করিবার হুকুমের ও তাহারদিগের স্থানে এই আইনের শেষের লিখিত ১৩ নম্বরের শরওয়ামতে মুচলকা লইবার বিষয়।

২৯ ধা। ৪ প্রকরণ। সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত তৈয়ার করিতে নিযুক্তথাকা লোকেরা জামিন না লওনের যোগ্য অপরাধ করিলে তাহারদিগের নামে দস্তক জারী করিবার বিষয়।

৫ প্রং। বিজোড়া নিমক ধরিবার নিমিত্তে পোলীসের দারোগাদিগের নিমক পোখ্তানীইত্যাদি মোখ্তারকার সাহেবদিগের সহকারিতা করিবার বিষয়।

৬ প্রং। দারোগারা বিজোড়া নিমক কি মিশালকরা নিমক দাখিলহওনের কি বিনাঅনুমতিতে নিমক তৈয়ারহওনের সম্বাদ দিবার বিষয়।

৭ প্রং। দারোগারা আপনহইতে নিমক গ্রেফ্তার করিতে না পারিবার বিষয়।

৮ প্রং। পোলীসের কোন দারোগা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হুকুম পাওন কি নিমকের কার্য্যকারকের তরফহইতে দরখাস্ত দাখিল হওনবিনা কোন নিমক ক্রোক করিলে যে শাস্তি পাইতে পারিবেক তাহার বিষয়।

৯ প্রং। পোলীসের দারোগাদিগের সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাসহওনের নিবারণ করণে অতিমনোযোগ রাখিবার বিষয়।

১০ প্রং। পোলীসের দারোগারা সরকারের বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাসহওনের খবর পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ক্রোক করিয়া তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে দিবার বিষয়।

১১ প্রং। বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাসকরণিয়াদিগের স্থানে মালগুজারীর কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের হজুরে হাজির হইবার কারণ জামিন লইবার বিষয়।

১২ প্রং। দারোগারা বিনাঅনুমতিতে পোস্তের চাসহওনেতে তাচ্ছল্য করিলে যে প্রতিফল পাইবেক তাহার বিষয়।

৩০ ধারা। এই ধারাতে ৬ প্রকরণ ও কেলাজাৎ অর্থাৎ গড়ের ও হেতিয়ারবন্দ লোকের ও লড়াইয়ের সরঞ্জামের ও সিপাহী ও লস্করী লোকের সাজ ও পোশাকের ও চাপরাসের ও সরেরাস্তার ও পাগল লোকদিগের বাবৎ ভিন্ন২ হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। পোলীসের দারোগাদিগের যাহা২ হওয়াতে হঙ্গামা ফসাদহইতে পারে তাহার সমাচার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে দিতে হইবার বিষয়।

২ প্রং। যাহারা সরকারের সিপাহীদিগের সাজ ও পোশাক পরে পোলীসের দারোগাদিগের তাহারদিগ্কে গ্রেফ্তার করিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবার বিষয়।

৩ প্রং। সরকারের কার্য্যে নিবিষ্ট না থাকনের সময়ে যাহারা সরকারের লস্করী লোকের পোশাক পরিতে না পারিবেক তাহারদিগের বিষয়।

৪ প্রং। যাহারা ফৌজের সাহেবদিগের কি মালী ও মুলকী কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের চাকর না হইয়া চাপরাস বান্ধে তাহারা গ্রেফ্তার হইবার বিষয়।

৩০ ধা। ৫ প্রং। সরে রাস্তার প্রতিবন্ধকতার খবর মাজিষ্ট্রেটসাহেবকে দিবার বিষয়।

৬ প্রং। পোলীসের দারোগারা যে সকল পাগলের পাগলামীতে হানিহওনের সম্ভাবনা হয় তাহারদিগের আত্মীয় স্বজনের হানি না হওনের তদবীর করিবার একরারনামা লিখিয়া না দিলে এমত২ পাগলকে গ্রেপ্তার করিয়া সদর মোকামে পাঠাইবার বিষয়।

৩১ ধারা। এই ধারাতে ৪ প্রকরণ ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ও বিলায়তী লোকদিগের মোতালক হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। দারোগারা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা দওরাতে যাওনের সময়ে তাঁহারদিগের হুকুমমত কার্য্যকরণেতে হাজির থাকিবার বিষয়।

২ প্রং। পোলীসের দারোগারা বিলায়তী যে কোন সাহেব এই প্রকরণের লিখিত সাহেবদিগের মধ্যে না হন তিনি তাহারদিগের থানার অধিকারে গিয়া বাস করিতে চাহিলে তাহার সম্বাদ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে দিবার বিষয়।

৩ প্রং। দারোগারা উপরের উক্ত সাহেবদিগকে নক্শা দেখাইবার বিষয়।

৪ প্রং। উপরের লিখিত কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে পাঠাইবার সময়ের বিষয়।

৩২ ধারা। এই ধারাতে ২ দুই প্রকরণ ও খাজানা চালান হওনের সময়ে যে সকল হুকুমমত কার্য্য করা যাইবেক তাহা লেখা যায়।

১ প্রকরণ। দারোগাদিগের সরকারী খাজানার নেগাহবানীর মদদ করিতে হইবার বিষয়।

২ প্রং। দারোগারা মহাজন ও পোতদারেরদের খাজানার নেগাহবানীর মদদ করিবার বিষয়।

৩৩ ধারা। এই ধারাতে ৩ প্রকরণ ও জমীদার ও সরবরাহকার লোকের মোতালক হুকুম লেখা যায়।

১ প্রকরণ। দারোগারা জমীদারদিগকে তাহারদিগের অপরাধের কর্ম্মহওনের সমাচার দিতে ও অপরাধিদিগকে গ্রেপ্তার ও হঙ্গামা ও ফসাদের নিবারণ করিতে হইবার কথা জানাইয়া দিবার বিষয়।

২ প্রং। মাজিষ্ট্রেটসাহেব পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে কোন২ আইনের নকল কি তাহার খোলাসা পাইবার বিষয়।

৩ প্রং। জমীদারপ্রভৃতি যাহারদিগের প্রতি আপন অধিকারের মধ্যে পোলীসের কর্ম্মের আঞ্জাম করিবার হুকুম থাকে তাহারদিগের নিকটে এই আইনের নকল পাঠাইবার ও তাহারা ইহার লিখিত হুকুমমত কার্য্য করিবার বিষয়।

৩৪ ধারা। শহর কি কসবাতে মোকররহওয়া পোলীসের কোতওয়াল ও অন্য আমলারা এই আ

ইনের

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ বিংশ আইনের খোলাসা।

ইনের যেং হুকুম কস্‌বা ও শহরের মোতালক পোলীসের কার্য্যের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার মতে কার্য্য করিবার বিষয়।

VOL. VI. 306.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ২১ একবিংশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৪ আইনের লিখিত কোন২ কথা শুধরিবার ও বিবরণ করিয়া লিখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈসপ্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ২৮ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ১৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৫ সালের ১৪ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ১৬ শহর জিহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৪ আইনেতে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে কোন২ জিনিস উপরের লিখিত আইনের ২ ধারার লিখনমতে এদেশে আমদানী হইতে হইলে তাহার উপর সরকারী কিছু মামুল তলব করা যাইবেক না ও ইঙ্গলণ্ড দেশেতে তেজারতের কারবারের বৃদ্ধি হইবার নিমিত্তে ইহা উত্তম ও উচিত বোধ হইল যে অন্য কোন২ জিনিসের উপরেও সরকারী কোন মামুল না লওয়া যায় ও সরকারী মামুল তহসীলের মোতালকে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত কোন২ কথা শুধরা ও বিবরণ করিয়া লেখা বিহিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈসপ্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে ঐ সকল দাঁড়া কলিকতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

আর যে২ জিনিসের সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৪ আইনের ৩ ধারাতে ঐ ধারার লিখিত জিনিসের উপর সরকারী কোন মামুল না লওয়া যাওনের অর্থে যে হুকুম লেখা যায় সেই হুকুম নীচের লিখিত সমস্ত জিনিসের সহিত ও ইঙ্গলণ্ডদেশের ও এর্লণ্ডের উৎপন্ন কি তৈয়ার করা অকৃত্রিম কি বানান ধাতুর মধ্যে আর২ যে সমস্ত জিনিস তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

তফসীল।

ছুরী ও কাঁচী ও ক্ষুরওগয়রহ্।
মেজের ও বাবরচীখানার বাসন।

পিতলের

পিতলের জিনিস।

কুলুপ ও ছোড়ান ও কব্‌জা।

দাঁড়ী ও পাল্লা ও বাটখারা।

জেবের ঘড়ী ও মেজের ঘড়ী ও দেওয়ালের ও জাহাজের ঘড়ী।

লোহার ও তামার মেখ।

বাসি ও করাত ও হাতুড়িওগয়রহ লোহার হেতিয়ার।

তামার ও লোহার চাদর।

লোহার ও পিতলের ও পোলাদের ও রুপার ও সোণার তার।

সীসার চাকী ও সীসার চাদর ও সীসার থান ও সীসার রোল।

জাহাজের জল উঠাইবার তামার পম্প।

দুরবীনওগয়রহ যন্ত্র।

দমকল।

টিনের বাসন।

ছিটাগুলী।

জাঁতা ও ধমকা অর্থাৎ যাহা দিয়া বাতাস দেয়।

কব্‌জাআদির মত পিতলের জিনিস।

৩ ধারা।

যেং দ্রব্য ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৪ আইনের ৪ ধারার প্রস্তাবিত জাহাজের সরঞ্জাম দ্রব্যজাতের মধ্যে ধরা যাইবেক তাহার ও সে নিমিত্তে তাহার উপর কিছু সরকারী মাসুল না লওয়া যাইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিত দ্রব্য ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৪ আইনের ৪ ধারার বয়ান করিয়া লেখা জাহাজের সরঞ্জাম দ্রব্যজাতের মধ্যে গণনা করা যাইবেক অতএব ঐ সকল দ্রব্য ঐ আইনের ঐ ধারার লিখিত প্রকারে আমদানী হইতে হইলে তাহার উপর কিছু সরকারী মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি।

তফসীল।

লঙ্গর।

কপী।

পম্প।

নিশানের কাপড়।

মাস্তুল ও মাস্তুলের কাষ্ঠ।

জাহাজের ঘণ্টা।.

সমস্ত প্রকার কানবিস।

তামার কড়া।

জাহাজের নঙ্গরের শিকল।

জাহাজের মেজের লোহার কব্‌জা।

জাহাজের হররকম কোম্পাস।
জাহাজের হররকম বিলায়তী রশী।
দেবদারুর হররকম কাষ্ঠ।
জাহাজের লঙ্গর উঠাইবার চরখীর সরঞ্জাম।
গ্লাস ঘড়ী।
জাহাজের ছোট লঙ্গর।
জাহাজের মুখে দিবার মূরত।
ভেড়ার চামড়া।
লোহার নীলম অর্থাৎ যাহা বোঝাই করিয়া জাহাজ ভারী করে।
জাহাজের লাণ্টান।
শনের ডুরী ও সূতালী।
বরনাল।
পাল সেলাই করিবার বিলায়তী সুঁই।
হররকম মাস্তুলের কাষ্ঠ।
আলকাতরা ও তার।
লোহার পালম অর্থাৎ যাহা দিয়া সেলাই করে।
রোলর আর্থাৎ যাহা লঙ্গরের হামারের নীচে থাকে।
রজিন।
রোদা ও কপীর পীন।
ভোড়ঙ্গ।
বিদর।
বিলায়তী তেল।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৫৭ ধারা রদহওনের কথা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৫৭ ধারা এই ধারানুসারে রদ হইল ইতি।

৫ ধারা।

যে সকল জিনিস ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের হিন্দুস্থানের মধ্যের শাসিত দেশের কোন বন্দরে আমদানী হইয়া পরে কলিকাতার বন্দরে কি নিজ কলিকাতা রাজধানীর

১ প্রথম প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে সকল জিনিস প্রথমতঃ ইঙ্গলণ্ডদেশের জাহাজেতে বোঝাই হইয়া ইঙ্গরেজ বাহাদুরের হিন্দুস্থানের মধ্যের শাসিত দেশের তাবে কোন বন্দরে আমদানী হইয়া পরে সমুদ্রপথে রওয়ানা হইয়া কলিকাতার বন্দরে কিম্বা কলিকাতা রাজধানীর মোতালক দেশের তাবে অন্য বন্দরে উঠান যায় সে সকল জিনিস প্রথমে যে বন্দরে আমদানী হইয়াছিল সেখানে তাহার উপর যে নিরূপিত মাসুলের যে টাকা লওয়া গিয়া থাকে তাহাহইতে যদি কলিকাতা রাজধানীর চলিত আইনানুসারে

নিরূপণহওয়া

তাবে কোন বন্দরে রওয়ানা হয় তাহার উপর কিছু মাসুল না লওয়া যাইবার কথা।

নিরূপণহওয়া মাসুলের টাকা অধিক না হয় তবে সে সকল জিনিস কলিকাতার বন্দরে কি কলিকাতা রাজধানীর তাবে অন্যং কোন বন্দরে পঁহুছিবার সময়ে আর কিছু মাসুল তাহার উপর লওয়া যাইবেক না কিন্তু শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের হিন্দুস্থানের মধ্যের শাসিত দেশসকলের তাবে কোন বন্দরে যে সকল জিনিসের মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তাহার মালিকের উচিত যে যদি ঐ সকল জিনিস কলিকাতার বন্দরে কিম্বা কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশের মধ্যের কোন বন্দরে লইয়া আইসে তবে ঐ বন্দরের পঞ্চোত্তরার কালেকুটরসাহেবকে যে স্থানে ঐ মাসুল দিয়া থাকে তথাকার কালেক্টরসাহেবের দস্তখতে তাহা তহসীলহওনের বেওরা লেখা এক সর্টিফিকট দেয় ইতি।

প্রথম যে বন্দরে জিনিস আমদানী হইয়াছিল সে খানকার লওয়া মাসুলহইতে কলিকাতার বন্দরের মোকররী মাসুল বেশী হইলে যৎকে তাহার সমান আর তত মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ সকল জিনিস প্রথমে যে বন্দরে আমদানী হইয়াছিল সেখানে তাহার উপর যে হারে মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তাহাহইতে যদি কলিকাতা রাজধানীর চলিত আইনানুসারে মোকররহওয়া মাসুলের হার বেশী হয় তবে আর যৎকে কলিকাতার রাজধানীর নিরূপিত মাসুলের সমান হয় আর তত মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

৬ ধারা।

শাসিত দেশের যে সে স্থানের উৎপন্ন নীলের সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার লিখিত হুকুম এই ধারানুসারে শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের হিন্দুস্থানের মধ্যের শাসিত দেশের যে সে স্থানের উৎপন্ন নীলের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৪ আইনের লিখিত কথা শুধরাযাওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১২ ধারাতে শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশের কিম্বা নেপাল দেশের উৎপন্ন কোনং জিনিসের উপর তাহা সমুদ্রপথে যাইতে হইলে শতকরা ২।।০ আড়াই টাকা করিয়া দ্বিতীয়বার মাসুল লওয়া যাইবার অর্থে যেং হুকুম লেখা যায় তাহা এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের ও ১০ ধারাতে কএক প্রকারেতে কিছু মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবার অর্থে যে হুকুম লেখা যায় তাহা নীচের লিখিত প্রকারেতে শুধরা যাইতেছে ইতি।

সমস্ত প্রকারেতে আইনমতে আমদানীর কি রাহাদারীর মাসুল লওয়া জিনিসসকল সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ড দেশে রফ্তানী হইতে হইলে তাহার উপর আর কিছু মাসুল না লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে যে সকল প্রকারেতে এক্ষণকার চলিত হুকুমানুসারে কোনং জিনিসের উপর আমদানীর কিম্বা রাহাদারী মাসুল লওয়া গিয়া থাকে সে সকল জিনিস সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানীহওনের সময়ে তাহার উপর আর কোন মাসুল তাহা রওয়ানা হওনজন্যে লওয়া যাইবেক না কিন্তু উপরের লিখিত প্রকারেতে ঐ সকল জিনিসের সে মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তাহার মধ্যে শতকরা ২।।০ আড়াই টাকা হিসাবে তাহার মাসুল সরকারে রাখিয়া যে আন্দাজ থাকে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও যে সকল প্রকারেতে আমদানীর কিম্বা রাহাদারী মাসুলের টাকা ঐ সংখ্যা

হইতে

হইতে অধিক না হয় সে সকল প্রকারেতে মাসুলের কিছু টাকা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে যে সকল জিনিসের উপর এক্ষণকার চলিত হুকুমানুসারে আমদানীর কি রাহাদারীর কিছু মাসুল না লওয়া যায় সে সকল জিনিস সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানীহওনের সময়ে তাহার উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

যে সকল জিনিসের উপর আমদানীর কি রাহাদারীর মাসুল না লওয়া যায় তাহা সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ড দেশে রফ্তানী হইতে হইলে শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা করিয়া লওয়া যাইবার কথা।

৮ ধারা।

নীচের লিখিত ফিরিস্তি তাহাতে যত করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক তাহা লেখা গিয়া ও তাহার লিখিত তেজারতের জিনিস ও দ্রব্যজাতের বাবৎ যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার সংখ্যা লেখা গিয়া ছোট বড় সমস্ত লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ ও প্রচার করা যাইবেক ইতি।

যত২ মাসুল লওয়া যাইবেক ও ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওয়ারা সম্বলিত নীচের লিখিত ফিরিস্তি সকলকে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইবার কথা।

তফসীল।

১ প্রথম নম্বর।

ইঙ্গলণ্ডদেশ ও হিন্দুস্থানদেশের মধ্যে তেজারতের কারবার চলিবার নিমিত্তে বাদশাহী যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে যে সকল জাহাজের দ্বারা তেজারতের কারবার হয় সেই সকল জাহাজে বোঝাই হইয়া ইঙ্গলণ্ডদেশের কিম্বা ইঙ্গলণ্ডভিন্ন অন্য বিলায়তের উৎপন্ন ও বানান জিনিস আমদানী হইতে হইলে যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার বেওরা লেখা ফিরিস্তি।

১ প্রথম নম্বরের ফিরিস্তি।

জিনিসের কথা।	ইঙ্গলণ্ডের উৎপন্ন কিম্বা বানান।	ইঙ্গলণ্ডভিন্ন অন্য বিলায়তের উৎপন্ন কিম্বা বানান।
লঙ্গর ও গ্রাপ্নেল।	০	শতকরা ৫ টাকা।
পশমীভিন্ন এলবাস পোশাক।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
মোহর অর্থাৎ গুটিকা।	ঐ	ঐ
বীর শরাব।	ঐ	ঐ
জাঁতাও ধমকা অর্থাৎ যাহা দিয়া বাতাস দেয়।	০	ঐ
ছিটাগুলী।	ঐ	ঐ
সেয়াই ও বুরুস।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
কম্বল।	০	ঐ
হর্রকম কপী।	ঐ	ঐ
খালী বোতল।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
পম্পের পালী।	০	ঐ
পিতলের বাসন ও দ্রব্যজাত।	ঐ	ঐ
বনাত।	ঐ	ঐ
পিতলের পাত্র ও সরঞ্জাম।	ঐ	ঐ
জাহাজের নিশানের কাপড়।	ঐ	ঐ
পশম ও রেশমের যোগে বোনাকাপড়।	ঐ	ঐ
বেত।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
বিলায়তীকানবিস্।	ঐ	ঐ
জাহাজ ফিরাইবার সরঞ্জাম।	ঐ	ঐ
গাড়ী ও অন্য সওয়ারী সকল।	ঐ	ঐ
পশমী গালিচা।	০	ঐ
চাক খড়ী।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
জাহাজের মেজের লোহার কব্জা।	০	ঐ

জিনিসের কথা।	ইঙ্গলণ্ডের উৎপন্ন কিম্বা বানান।	ইঙ্গলণ্ডভিন্ন অন্য বিলায়তের উৎপন্ন কি বানান।
মেজের ঘড়ী ও দেওয়ালের ঘড়ী ও জাহাজের ঘড়ী।	ঐ	শতকরা ৫ টাকা।
বিলায়তী কয়লা।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
গোর দিবার সরঞ্জাম।	০	ঐ
জাহাজের হর্‌রকম কোম্পাস।	ঐ	ঐ
মোরব্বা মিঠাই।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
হর্‌রকম তামা।	০	ঐ
জাহাজের কারণ তামা পত্র।	ঐ	ঐ
তামার কড়া।	ঐ	ঐ
প্রবাল।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
হামার অর্থাৎ কাছী।	০	ঐ
কর্ক।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
তূলার বস্তা কসিবার ও বান্ধিবার লোহার পেঁচ।	০	ঐ
কাপাসের সূতা।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
বেলোরের জিনিস।	ঐ	ঐ
ছুরী ও কাঁচী ও ক্ষুর ওগয়রহের।	০	ঐ
সৈডর ও পেরী নামে বিলায়তী এক রকম শরাব।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
দেওয়ালের হর্‌রকম কাষ্ঠ।	০	ঐ
মাটীর বাসন।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
খাদ্য দ্রব্য।	ঐ	ঐ
খোদকারী নক্‌শা।	ঐ	ঐ

জিনিসের কথা।	ইঙ্গলণ্ডের উৎপন্ন কি বানান।	ইঙ্গলণ্ডভিন্ন অন্য বিলায়তের উৎপন্ন কি বানান।
জাহাজের মুখে যে সকল মূরত লাগাইয়া দেয়।	০	ঐ
জল সাফ করিবার পাথর।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
চকমকির পাথর।	ঐ	ঐ
অগ্নিআদি নিবাইবার ও শীতল করিবার যন্ত্র।	০	ঐ
ঘরের সরঞ্জাম দ্রব্যজাত।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
গ্লাস ও গ্লাসের জিনিস।	ঐ	ঐ
কলাবত্তু।	ঐ	ঐ
সোণার তবক।	০	ঐ
গ্রাফীন অর্থাৎ ছোট লঙ্গর।	ঐ	ঐ
গরতরী শরট নামেতে খ্যাত বিলায়তী কমীজ।	ঐ	ঐ
বন্দুক পিস্তল।	ঐ	ঐ
বারুদ।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
বাসি ও করাত ও মারতুল অর্থাৎ হাতুড়ী ওগয়রহ।	০	ঐ
হামারের অর্থাৎ লঙ্গরের কাছির নীচে থাকিবার রোলর।	ঐ	ঐ
পশমী মোজা।	ঐ	ঐ
জওয়াহেরাতের জিনিস।	ঐ	ঐ
লোহা।	ঐ	ঐ
লোহার বরমীল ও লোহার দ্রব্য ও লোহার তখ্তা ও থান।	ঐ	০

লোহার

জিনিসের কথা।	ইঙ্গলণ্ডের উৎপন্ন কি বানান।	ইঙ্গলণ্ডভিন্ন অন্য বিলায়তের উৎপন্ন কি বানান।
লোহার হামার।	শতকরা ২॥০ টাকা।	শতকরা ৫ টাকা।
লোহার শিকল।	ঐ	ঐ
লোহার সিন্দুক।	ঐ	ঐ
জাহাজ ভারি করিবার লোহা।	ঐ	ঐ
লোহার বাঁক।	ঐ	ঐ
হররকম লোহা ও লোহার জিনিস।	ঐ	ঐ
লোহার প্লেট কিম্বা বানান লোহা।	ঐ	ঐ
কেণ্টলেজ অর্থাৎ জাহাজের নীলম।	ঐ	ঐ
বাবর্‌চিখানার বাসন।	ঐ	ঐ
লেস অর্থাৎ এক রকম ঝালর।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
ধাতুভিন্ন লাকেরের জিনিস।	ঐ	ঐ
লাণ্টন।	০	ঐ
চাকী সীসা ও চাদর সীসা ও থান সীসা ও রোল		ঐ
সীসা।	০	ঐ
হররকম চামড়া।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
ডুরী ও সূতালী।	০	ঐ
কুলুপ ও খীল ও কব্‌জা।	ঐ	ঐ
লোহার মাঙ্গল।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
সঙ্গমরমর অর্থাৎ সাদা পাথরের তখ্তা ও টাইল।	ঐ	ঐ
মাস্তুল ও কাষ্ঠ ও দাঁড়।	০	ঐ
যে সকল দ্রব্য পরিমাণের বিদ্যা শিখিবার ও শিখাইবার কর্ম্মে লাগে।	ঐ	ঐ
ঔষধ।	২॥০	ঐ

জিনিসের কথা।	ইঙ্গলণ্ডের উৎপন্ন কি বানান।	ইঙ্গলণ্ডভিন্ন অন্য বিলায়তের উৎপন্ন কি বানান।
বানান অকৃত্রিম ধাতু সকল।	০	শতকরা ৫ টাকা
জাহাজে লঙ্গরের শিকল।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
বাজাইবার যন্ত্র।	২॥০	ঐ
লোহার কি তামার মেখ।	০	ঐ
তেল।	২॥০	ঐ
রঙ্গমাটি।	ঐ	ঐ
আফীন।	০	শতকরা ২৪ টাকা
রঙ্গ ও তূলী।	২॥০	৫
লোহার পালম অর্থাৎ যাহার দ্বারা সেলাই হয়।	২॥০	ঐ
সুগন্ধি দ্রব্য।	২॥০	ঐ
সূতার কাপড়।	২॥০	শতকরা ৫ টাকা
ছবি।	ঐ	ঐ
আলকাতরা ও তার।	০	ঐ
রূপা ইত্যাদির বাসন ও জিনিস।	ঐ	ঐ
সূতী ছীট ও কালিকো।	২॥০	ঐ
পস্মের চামড়া।	০	ঐ
পারা।	ঐ	ঐ
সফেদরঙ্গ ও মাটিয়া সিন্দূর।	২॥০	ঐ
রজিন।	০	ঐ
জীন ও লাগাম ওগয়রহ ঘোড়ার সরঞ্জাম।	২॥০	ঐ
পাল সেলাই করিবার বিলায়তী সুচী।	০	ঐ
বরুনাল।	ঐ	ঐ

জিনিসের কথা।	ইঙ্গলণ্ডদেশে উৎপন্ন কি বানান।	ইঙ্গলণ্ডভিন্ন অন্য বিলায়তের উৎপন্ন কি বানান।
নানাপ্রকার বীজ।	শতকরা ২॥০ টাকা।	শতকরা ৫ টাকা।
পশর্মা শাল।	০	ঐ
রোদা ও কপীর পীন।	ঐ	ঐ
গুলী।	ঐ	ঐ
সোডা ওয়াটর নামেতে খ্যাত বিলায়তী জল।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ
হর্‌রকম মাস্তুল ও কাষ্ঠ।	০	ঐ
শব্দ কারক করণা অর্থাৎ ভোড়ঙ্গ।	ঐ	ঐ
অমাদক ও মাদক শরাব।	শতকরা ২॥০ টাকা।	শতকরা ১০ টাকা।
তপেন্তেনের তৈল।	২॥০	৫
কাগজ ও কলম ও সেয়াই ও ওয়েফর ও কেতাব ওগয়রহ্‌।	ঐ	ঐ
পোল।	০	ঐ
মেজের বাসন।	০	ঐ
বিলায়তী চরবী।	২॥০	ঐ
গ্লাস ঘড়ী।	০	শতকরা ৫ টাকা।
টিন।	ঐ	ঐ
টিনের তক্তা ও হর্‌রকম বাসন।	ঐ	ঐ
তামাকু ও নস্য।	২॥০	ঐ
তামাকু খাইবার মাটীর পৈপ।	ঐ	ঐ
লোহার কিম্বা টিনের খেলানা।	০	ঐ
ছাপাখানার অক্ষর।	ঐ	ঐ
পিতলের জিনিস ও দুব্যজাত।	০	ঐ

তপেন্তেন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ২১ একবিংশ আইন।

জিনিসের কথা।	ইঙ্গলণ্ডের উৎপন্ন কি বানান।	ইঙ্গলণ্ড ভিন্ন অন্য বিলায়তের উপন্ন কি বানান।
তপেন্তেন।	শতকরা ২॥০ টাকা।	শতকরা ৫ টাকা।
বার্ণিশ।	ঐ	ঐ
গাছড়ার আরক।	ঐ	ঐ
জাঙ্গাল।	ঐ	ঐ
সির্কা।	ঐ	ঐ
বিদর।	০	ঐ
জেবের ঘড়ী ও মেজের ঘড়ী।	ঐ	ঐ
দাঁড়ী ও পাল্লা ও বাটখারা।	ঐ	ঐ
লোহার ও পিতলের ও পোলাদের ও রূপার ও সোণার তার।	০	ঐ
অমাদক ও মাদক শরাব।	শতকরা ১০ টাকা।	শতকরা ১০ টাকা।
পশমী জিনিন।	০	শতকরা ৫ টাকা।
উপরের লিখিত ভিন্ন সমস্ত জিনিস।	শতকরা ২॥০ টাকা।	ঐ

২ দ্বিতীয় নম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ২১ একবিংশ আইন।

২ দ্বিতীয় নম্বর।

ইঙ্গলণ্ড দেশের কিম্বা ইঙ্গলণ্ডভিন্ন অন্য বিলায়তের উৎপন্ন কি বানানভিন্ন নীচের লিখিতব্য জিনিস সকল ইঙ্গরেজী জাহাজে কি ইঙ্গরেজীভিন্ন অন্য বিলায়তের জাহাজে বোঝাই হইয়া কলিকাতার বন্দরে আমদানী হইতে হইলে তাহার উপর যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার হার লেখা এবং ইঙ্গলণ্ডদেশ ও হিন্দুস্থানের মধ্যে তেজারতের কারবার চলিবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া বাদশাহী আইনমতে জাহাজেতে বোঝাই হইয়া নীচের লিখিতব্য জিনিস ইঙ্গলণ্ডদেশে পুনরায় রফ্তানী হইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা লেখা ফিরিস্তি।

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মাসুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওয়া।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
পৈমেণ্ট অর্থাৎ কাবাবচিনি অগুরু।	১০ টাকা। ৭॥০ টাকা।	তিন চৌথাই দোতেহাই।	২০ টাকা। ১৫ টাকা।	আট অংশের সাত অংশ ছয় ভাগের ৫ ভাগ।

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজ ভিন্নজাহাজেতে আমদানীহইতে হইলে।	
	আমদানীর মাসুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
আলম্লাইস।	১০টাকা।	তিন চৌথাই।	২০ টাকা।	আটভাগের সাতভাগ।
অগুরু।	৭।।০	দোতেহাই।	১৫	ছয় ভাগের পাঁচভাগ।
ফটিকারী।	১০ টাকা।	তিন চৌথাই।	২০ টাকা।	আট ভাগের সাত ভাগ।
আম্বর।	৭।।০	দোতেহাই।	১৫	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
জীরা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
বাতাবী আরক।	ফিলিগর ৫৫	০	ফিলিগর ১১০	০
আমেরিকা দেশের আরক।	১০	তিন চৌথাই।	২০ টাকা।	আট ভাগের সাত ভাগ।
কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকারভিন্ন হিন্দুস্থানের কোন দেশের আরক।	৩০	বার হিস্যার এগার হিস্যা।	৬০	চব্বিশ হিস্যার তেইশ হিস্যা।
সম্বলক্ষার ও রিয়ালকার ও হরিতাল।	১০	তিন চৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
হিঙ্গ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

আল্তা

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মামুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মামুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
আলতা।	৭৷৷০ টাকা।	দোতেহাই।	১৫ টাকা।	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
আচ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মালা ও তসবীর গুটিকা।	৭৷৷০ টাকা।	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
সুপারী।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ যাহার উপর শহরের মামুল লওয়া গিয়াছে।	৫	সমুদয়।	১০	সমুদয়।
লোবাঙ্গ।	৭৷৷০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
সোহাগা।	৫	দোতেহাই।	১০	তিনচৌথাই।
ব্রাণ্ডীশরাব।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
কোম্পানিবাহাদুরের ভিন্নাধিকার দেশের ব্রাণ্ডীশরাব।	৩০	বারহিস্যার এগার হিস্যা।	৬০	চব্বিশ হিস্যার তেইশ হিস্যা।
পিতল।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানী মাসুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
গন্ধক।	১০ টাকা।	তিন চৌথাই।	২০ টাকা।	আটভাগের সাত ভাগ।
কিমখাব ও জরবস্তু জিনিস।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
বয়ড়া।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
বকমকাষ্ঠ।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
কাঁচারূপা ও সোণা।	০	০	০	
কালেজিরা।	৭॥০ টাকা।	দোতেহাই।	১৫ টাকা।	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
কর্পূর।	১০	তিন চৌথাই।	২০	আটভাগের সাতভাগ।
কানন্ধস।	৫	দোতেহাই।	১০	তিন চৌথাই।
এলাচী।	৭॥০	ঐ	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
গাড়ী।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।

তেজপাত

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন অন্য জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মাসুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
তেজপাত।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
শংঙ্খ।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
চিরতা।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
চীনের জিনিস।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
লবঙ্গ।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
কৃমিদানা।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
নারিকেল।	৫	দোতেহাই।	১০	তিনচৌথাই।
কাফি।	৭।০	দোতেহাই।	১৫	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।

কায়ের

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মাসুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ড দেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
কায়ের।	৫ টাকা।	ঐ	১০ টাকা।	তিনচৌথাই।
কলম্বোরুট।	১০	তিনচৌথাই	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
কুসুম ফুল।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
কহরবা।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
তামা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
প্রবাল।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
হামার অর্থাৎ রসী।	৫	দোতেহাই।	১০	তিনচৌথাই।
কড়ি।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
কৃমি দানা।	৭॥০	ঐ	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
ধূনা।	৫	ঐ	১০	তিন চৌথাই।
ধাইফুল।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
হাতির দাঁত।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
কিমখাব ও জরবস্ত্র জিনিস।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।

গন্ধবিলোজা

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মামুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মামুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
কুন্দরু।	৭॥০ টাকা।	দোতেহাই।	১৫ টাকা।	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
বীরজদ।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
কুলীঞ্জন।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
ঘৃত।	৫	দোতেহাই।	১০	তিনচৌথাই।
ঐ যাহার উপর শহরের মামুল লওয়া গিয়াছে।	১০	সমুদয়।	২০	সমুদয়।
জিন শরাব।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
সরকারের অধিকারভিন্ন হিন্দুস্থান দেশের জিন শরাব।	৩০	বার হিস্যার এগার হিস্যা।	৬০	চব্বিশ হিস্যার তেইশ হিস্যা।
গোমুত্তনওগয়রহ যেং জিনিস রসী তৈয়ার করিবার কার্য্যে লাগে।	০	০	০	০
গোপী মাটী।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।

আরবী গোঁদ।

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মাসুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
আরবী গোঁদ।	১০	তিনতেহাই।	২০	আট ভাগের সাতভাগ।
গন্ধবিলোজা	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
ঘোড়া।	০	০	০	০
হরীতকী।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
হরশিঙ্গ ফুল।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
হরিতাল।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
নীল।	৫	সমুদয়।	১০	সমুদয়।
লোহা ও বানান লোহা।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটাংশের সাতাংশ।
জটামাংসী।	৭॥০ টাকা।	দোতেহাই।	১৫ টাকা।	ঐ
হস্তির দন্ত।	ঐ	ঐ	ঐ	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
কুলীঞ্জন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
খদির।	৫	ঐ	১০	তিনচৌথাই।
লাক্ষা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
সীসার চাকী ও চাদর ও				ঐ
থান ও রোল।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।

লোধ।

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মাসুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	তকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
লোধ।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
লবান।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
জৈত্রী।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
মাদুর।	১॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচভাগ।
মহাগনি কাষ্ঠ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
জাহাজের সরঞ্জামীজিনিস।	৫	ঐ	১০	তিনচৌথাই।
মস্তকী।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
আচ।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচভাগ।
মঞ্জিষ্ঠা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মৃগনাভি।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ত্রিফলা।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
গন্ধরস।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
জায়ফল।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
নানাপ্রকার বীজ ও জন্তুর তেল।	৭॥ টাকা।	দোতেহাই।	১৫ টাকা।	ছয়ভাগের পাঁচভাগ।

 ঐ

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মাসুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
ঐ যাহার উপর শহরের মাসুল লওয়া গিয়াছে।	৫ টাকা।	সমুদয়।	১০ টাকা।	সমুদয়।
তিল।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
ঐ যাহার উপর শহরের মাসুল লওয়া গিয়াছে।	৫	সমুদয়।	১০	সমুদয়।
সুবাসিত তৈলআদি।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
আফীন।	ফিসের ২৪ টাকা।	০	শেরকরা ৪৮ টাকা।	০
হরিতাল।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
আতর।	৭॥০	দোতেহাই	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
আঁমলা।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
শাদা ও কালা মরিচ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
কাপাসের সূতার কাপড়।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।

কেবল

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মাসুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
কেবল রেশমী কি রেশম ও সূতা সংযুক্ত কাপড়।	৭॥০ টাকা।	দোতেহাই।	১৫ টাকা।	ছয়ভাগের সাত ভাগ।
পৈমেন্তো।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের পাঁচ ভাগ।
পিপার কাষ্ঠ।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
মণি ও মুক্তা।	০	০	০	০
প্রুস্যান নীল।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
পচাপাত।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
পারা।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
বেত।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
কাঁচা ও কসা চামড়া।	৫	ঐ	১০	তিনচৌথাই।
রক্তচন্দনের কাষ্ঠ।	৭॥০	ঐ	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
রজিন।	৫	ঐ	১০	তিনচৌথাই।
গোলাব জল।	৭॥০	ঐ	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
রম সরাব।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।

কোম্পানি

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মাসুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
কোম্পানিবাহাদুরের অধিকারভিন্ন হিন্দুস্থানের দেশের রম সরাব।	৩০ টাকা।	বারহিস্যার এগার হিস্যা।	৬০ টাকা।	চবিবশ হিস্যার তেইশ হিস্যা।
কুঙ্কুম।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
সাগুদানা।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
বিদেশী লবণ।	ফিমন ৩ টাকা।	০	ফিমন ৬ টাকা।	০
রক্ত ও শ্বেত ও পীত চন্দন।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
বক্কম কাষ্ঠ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
সোণামুখি।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
মক্কার সোণামুখির পাতা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
জটামাংসী।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
পোলাদ ও বানান পোলাদ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন অন্য জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মামুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মামুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
শিলাজতু।	১০ টাকা।	তিনচৌথাই।	২০ টাকা।	আট ভাগের সাত ভাগ।
মিসরী ও গুড় ও রস।	৫	দোতেহাই।	১০	তিনচৌথাই।
ঐ যাহার উপর শহরের মামুল লওয়া গিয়াছে।	ঐ	সমুদয়।	ঐ	সমুদয়।
গন্ধক।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
ফিতা।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
তেজপাত।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
জাহাজ সারিতে উচিত সেগুয়ান কাষ্ঠ।	০	০	০	
সূতা।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
টিন।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।
টঙ্কন।	৫	দোতেহাই।	১০	তিনচৌথাই।
যে তামাকুর উপর শহরের মামুল লওয়া গিয়াছে তাহা।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আট ভাগের সাত ভাগ।

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মাসুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
তুন্দফুল।	৭॥০ টাকা।	দোতেহাই।	১৫ টাকা।	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
তগর।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
হরিদ্রা।	৫	ঐ	১০	তিনচৌথাই।
ঐ যাহার উপর শহরের মাসুল লওয়া গিয়াছে।	৫	সমুদয়।	ঐ	সমুদয়।
তরপেন্তিন।	৫	দোতেহাই।	১০	তিনচৌথাই।
জদ্দ।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
অগুরু।	৭॥০	দোতেহাই।	১৫	ছয়ভাগের পাঁচ ভাগ।
হিঙ্গুল।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
জাঙ্গাল।	১০	তিনচৌথাই।	২০	আটভাগের সাত ভাগ।
মোম।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মোমবাতী।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
সরাব।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

জিনিস।	ইঙ্গলণ্ডের জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।		ইঙ্গলণ্ডের জাহাজভিন্ন জাহাজেতে আমদানী হইতে হইলে।	
	আমদানীর মাসুলের হার।	ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।	আমদানীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে জিনিস ফিরিয়া যাইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার বেওরা।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
সিন্দুকওগয়রহ তৈয়ার করণোপযুক্ত নানাপ্রকার কাষ্ঠ।	৭॥০ টাকা।	দোতেহাই।	১৫ টাকা।	ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ।
পশমী জিনিস।	৫	ঐ	১০	তিনচৌথাই।
গোপীমাটী।	১০	তিনচৌথাই।	২	আট ভাগের সাত ভাগ।
এই ফিরিস্তিতে প্রস্তাব না হওয়া সমস্ত জিনিস।	৫	দোতেহাই।	১০	তিনচৌথাই।

৩ তৃতীয় নম্বর।

৩ তৃতীয় নম্বর।

নীচের লিখিত জিনিসের উপর আমদানীর কি রাহাদারীর যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার বেওরা লেখা এবং ইঙ্গলণ্ডদেশ ও হিন্দুস্থান দেশের মধ্যে তেজারতের কারবার চলিবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টহওয়া বাদশাহী আইন মতে ঐ সকল জিনিস জাহাজেতে বোঝাই হইয়া সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানী হইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ লেখা ফিরিস্তি।

জিনিস।	রাহাদারীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানী হইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার হার।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
যমানী।	৭॥০ টাকা।	দোতেহাই।
যবক্ষার।	৫	২॥০
অগুরু।	৭॥০	দোতেহাই।
ফটিকারী।	১০	তিনচৌথাই।
আম্বর।	৭॥০	দোতেহাই।
মৌরী।	ঐ	ঐ
সম্বলক্ষার ও হরিতাল ও রিয়ালকার।	১০	তিনচৌথাই।
হিঙ্গ।	ঐ	ঐ
আল্তা।	৭॥০	দোতেহাই।
আচ।	৭॥০	ঐ
শুপারী।	ঐ	ঐ
ঐ যাহার উপর শহরের মাসুল লওয়া গিয়ছে।	৫	সমুদয়।
কম্বল।	৫	২॥০
নেপালের আমদানী কম্বল।	২॥০	০

যুতা

জিনিস।	রাহাদারীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানী হইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার হার।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
যুতা ও পাপোশ ও চামড়ার মোজা।	৫ টাকা।	২॥০ টাকা।
সোহাগা।	ঐ	ঐ
নেপালের আমদানী সোহাগা।	২॥০	০
অগড়ন পিতল।	১০	তিনচৌথাই।
নেপালের আমদানী অগড়ন পিতল।	২॥০	০
গন্ধক।	১০	তিনচৌথাই।
জরীর জিনিস।	৭॥০	দোতেহাই।
ঐ যাহা নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশের ও নেপালদেশের আমদানী।	২॥০	০
বয়ড়া।	৭॥০	দোতেহাই।
বকম কাষ্ঠ।	ঐ	ঐ
কালিয়া জিরা।	ঐ	ঐ
কর্পূর।	ঐ	ঐ
এলাচি।	ঐ	ঐ
গালিচা।	ঐ	ঐ
নেপালের আমদানী দারুচিনি।	২॥০	ঐ
শঙ্খ।	৭॥০	ঐ
চিরতা।	ঐ	ঐ
চামর।	৫	২॥০
নেপালের আমদানী চামর।	২॥০	০

 চকরাসী

জিনিস।	রাহাদারীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানী হইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার হার।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
চকরাসী।	৭॥০ টাকা।	দোতেহাই।
কেবল মোকাম কলিকাতা ও ঢাকায় মাসুল লওয়া যাইবার চূণ।	১০	তিনচৌথাই।
চট।	৫	২॥০
জয়াদ অর্থাৎ খাটাসী।	৭॥০	দোতেহাই।
নেপালের আমদানী খাটাসী।	২॥০	০
লবঙ্গ।	১০	তিনচৌথাই।
কৃমিদানা।	৭॥০	দোতেহাই।
ছোলা আছোলা নারিকেল।	৫	২॥০
কলম্বোরুট।	৭॥০	দোতেহাই।
কুসুম ফুল।	ঐ	ঐ
কহ্‌রবা।	ঐ	ঐ
অগড়ন তামা।	১০	দোতেহাই।
নেপালের আমদানী গড়ন কি অগড়ন তামা।	২॥০	০
প্রবাল।	১০	তিনচৌথাই।
ধনিয়া।	৭॥০	দোতেহাই।
সাফকরা তূলা।	শতকরা ৫ টাকা এতাবতা ৯৬ সিক্কার ওজনী সেরের ফিমন বার আনার অধিক না হয়।	সমুদয়।
গরসাফ তূলা।	ঐ চারিআনাহইতে অধিক না হয়।	সমুদয়।

কাপাসের সূতা।

জিনিস।	রাহাদারীর মামুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানী হইতে হইলে যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার হার।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
কাপাসের সূতা।	৭॥০ টাকা।	দোতেহাই।
নেপালের আমদানী কাপাসের সূতা।	২॥০	০
চামর।	৫	২॥০
ঐ নেপালের আমদানী।	২॥০	০
কৃমিদানা।	৭॥০	দোতেহাই।
জিরা।	ঐ	ঐ
ডামর।	৫	২॥০
ধাইফুল।	৭॥০	দোতেহাই
শুট।	ঐ	ঐ
হাতিদাঁত।	ঐ	ঐ
কিমখাব ও জরবফ্তু জিনিস।	৭॥০	দোতেহাই।
নওয়াব উজীরের দেশের কিম্বা নেপালদেশের আমদানী কিমখাব ও জরবফ্তু জিনিস।	২॥০	০
গন্ধবিলোজা।	৭॥০	দোতেহাই।
ঝালর ও আচলা।	ঐ	ঐ
চামড়ার জিনিস।	৫	২॥০
নেপালের আমদানী চামড়ার জিনিস।	২॥০	০
হিন্দুস্থানের উৎপন্ন বীরজদ।	৭॥০	দোতেহাই।
যে সূতের উপর শহরের মামুল লওয়াগিয়াছে তাহা।	১০	তিনচৌথাই।
গোপীমাটী।	ঐ	ঐ

হিন্দুস্থানের

জিনিস।	রাহাদারীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানী হইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার হার।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
হিন্দুস্থানের উৎপন্ন গোন্দ।	৭॥০ টাকা।	দোতেহাই।
থয়লা ও চটী।	৫	২॥০
গন্ধবিলোজা।	৭॥০	দোতেহাই।
হুঁকা ও নৈচা।	ঐ	ঐ
হরীতকী।	ঐ	ঐ
সিউলিফুল।	৭॥০	দোতেহাই।
হরিতাল।	১০	তিনচৌথাই।
রাঙ্গা ও সাদা জারুল কাষ্ঠ।	ঐ	ঐ
কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের যে তৈয়ার করা নীলের মূল্য কুঠীর ফিমোনেতে এক শত টাকা নিরূপণ হইবেক তাহা।	৫	সমুদয়।
নওয়াব উজীরের দেশের তৈয়ার করা নীল।	৫	২॥০
লোহা।	১০	তিনচৌথাই।
নেপালের আমদানী লোহা।	২॥০	০
জটামাংসী।	৭॥	দোতেহাই।
কেওড়ার আরক।	ঐ	ঐ
কচ।	৫	২॥০
রূপালা ও সোণালা কলাবতু।	ঐ	ঐ
চামড়া।	ঐ	ঐ
হর্‌রকম লাহা।	ঐ	ঐ

লোধ।

জিনিস।	রাহাদারীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানী হইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার হার।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
লোধ।	৭॥০	দোতেহাই।
লোবান।	ঐ	ঐ
পিপ্পলী।	ঐ	ঐ
লুই।	৫	২॥০ টাকা।
নেপালের আমদানী লুই।	২॥০	০
মঞ্জিষ্ঠা।	৭॥০	দোতেহাই।
মস্তকী।	ঐ	ঐ
মণিয়ম।	১০	তিনচৌথাই।
মোরেন্দা।	৭॥০	দোতেহাই।
মৌরী।	ঐ	ঐ
মৃগনাভি।	৭॥০	দোতেহাই।
নেপালের আমদানী মৃগনাভি।	২॥০	০
হরীতকী ও বয়ড়া ও আমলাওগয়রহ।	৭॥০	দোতেহাই।
গন্ধরস।	ঐ	ঐ
সরিষা ও তিল।	ঐ	ঐ
হর্‌রকম বীজ ও জন্তুর তৈল।	ঐ	ঐ
ঐ যাহার উপর শহরের মাসুল লওয়া গিয়াছে।	৫	সমুদয়।
সুগন্ধি তৈলওগয়রহ।	৭॥০	দোতেহাই।
সম্বলক্ষার ও মন্‌ছাল ও হরিতাল।	১০	তিনচৌথাই।
আতর।	৭॥০	দোতেহাই।

আমলা।

জিনিস।	রাহাদারীর মাসুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানী হইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার হার।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
আমলা।	৭॥০ টাকা।	দোতেহাই।
বাঙ্গলা কাগজ।	৫	২॥০
পিউড়ী।	১০	তিনচৌথাই।
সাদা ও কালা মরিচ।	ঐ	ঐ
সূতার কাপড়।	৭॥০	দোতেহাই।
নওয়াব উজীরের দেশের কি নেপালদেশের আমদানী সূতার কাপড়।	২॥০	০
রেশমী কাপড় কি রেশম ও সূতাসংযুক্ত কাপড়।	৭॥০	দোতেহাই।
নওয়াব উজীরের দেশের ও নেপালদেশের আমদানী রেশমী কাপড় ও রেশম ও সূতাসংযুক্ত কাপড়।	২॥০	০
পিপার জুদা ২ কাষ্ঠ।	৭॥০	দোতেহাই।
পচাপাত।	ঐ	ঐ
পটী।	৫	২॥০
রাঙ্গামাটী।	১০	তিনচৌথাই।
কাঁচা ও কসা চামড়া।	৫	২॥০
ধুনা।	ঐ	ঐ
গোলাবজল।	৭॥০	দোতেহাই।
কুঙ্কুম।	১০	তিনচৌথাই।
নিশাদল।	৫	২॥০
শোরা।	৭॥০	দোতেহাই।
চন্দনকাষ্ঠ।	ঐ	ঐ

জিনিস।	রাহাদারীর মামুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানী হইতে হইলে যে মামুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার হার।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
সপানকাষ্ঠ।	৭॥০ টাকা	দোতেহাই।
সালকাষ্ঠ।	১০	তিনচৌথাই।
বিলায়তের মতে বানান যে কাঁচা রেশমের কিম্মত কলিকাতার আশীসিক্কার ওজনী সেরকরা ৭ টাকা হয়।	৭॥০	দোতেহাই।
বাঙ্গলার মতে বানান যে কাঁচা রেশমের কিম্মত কলিকাতার আশীসিক্কার ওজনী সেরকরা ৬ ছয় টাকা হয়।	ঐ	ঐ
তসরের রেশম মাফিক নিরিখ।	ঐ	ঐ
চসমের রেশম মাফিক নিরিখ।	ঐ	ঐ
শিশুকাষ্ঠ।	১০	তিনচৌথাই।
সোণামুখী।	৭॥০	দোতেহাই।
শতরঞ্জী।	ঐ	ঐ
শাল।	১০	তিনচৌথাই।
সত্সার।	৭॥০	দোতেহাই।
শাবান।	৫	২॥০
হরিতাল।	৭॥০	দোতেহাই।
সাজীমাটী।	৫	২॥০
মক্কার সোণামুখীর পাতা।	৭॥০	দোতেহাই।
সুন্দরী কাষ্ঠ।	১০	তিনচৌথাই।
জটামাংসী।	৭॥০	দোতেহাই।

পোলাদ।

জিনিস।	রাহাদারীর মামুলের হার।	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানী হইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার হার।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
পোলাদ।	১০ টাকা।	তিনচৌথাই।
নেপালের আমদানী পোলাদ।	২॥০	০
পাথরের বাসন।	৫	২॥০
শিলাজতু।	৭॥০	দোতেহাই।
মিসরী ও চিনি ও গুড় ও মাত গুড়।	৫	২॥০
ঐ যাহার উপর শহরের মামুল লওয়া গিয়াছে।	ঐ	ঐ
গন্ধক।	১০	তিনচৌথাই।
চরবীর বাতী।	৫	২॥০
ফিতা।	৭॥০	দোতেহাই।
নওয়াব উজীরের দেশের কি নেপালদেশের আমদানী ফিতা।	২॥০	০
নেপালের আমদানী তেজপাত।	২॥০	০
সূতা।	৭॥০	দোতেহাই।
নওয়াব উজীরের দেশের কি নেপালদেশের আমদানী সূতা।	২॥০	০
শাল ও শিশু ও রাঙ্গা ও সাদা জারুল ও সুন্দরী কাষ্ঠ।	১০	তিনচৌথাই।
টঙ্কন।	৫	২॥০
নেপালদেশের আমদানী টঙ্কন।	২॥০	০

যে

জিনিস।	রাহাদারীর মাসুলের হার	সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশে রফ্তানী হইতে হইলে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার হার।
	শতকরা মাফিক নিরিখ।	যত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার পরিমাণ।
যে তামাকুর উপর শহরের মাসুল লওয়া গিয়াছে তাহা।	১০ টকা।	তিনচৌথাই।
তুন্দফুল।	৭॥০	দোতেহাই।
তগর।	ঐ	ঐ
যে হরিদ্রার উপর শহরের মাসুল লওয়া গিয়াছে তাহা।	৫	২॥০
অগুরু।	৭॥০	দোতেহাই।
হিঙ্গুল।	১০	তিনচৌথাই।
জাঙ্গাল।	ঐ	ঐ
বিদরী বাসন।	৭॥০	দোতেহাই।
মোম ও মোমবাত্তী।	১০	তিনচৌথাই।
যে কাষ্ঠ সিন্দুকআদি তৈয়ার করিবার কার্য্যে লাগে।	৭॥০	দোতেহাই।
পশমী জিনিস।	৫	২॥০
নেপালদেশের আমদানী পশমী জিনিস।	২॥০	০

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনের লিখিত কোনং কথা শুধরিবার ও যে সকল ভূমির মালগুজারীর বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার সীমা সরহদ্দছাড়া যে সকল ভূমি আছে তাহার জমাতে সরকারের হক অর্থাৎ রাজস্ব নিরূপণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ২৮ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ১৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৫ সালের ১৪ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ১৬ শহর জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক মাতবরং হেতুতে ইহা বোধ হইতেছে যে সুন্দরবন নামে খ্যাত মহালের মধ্যে অনেকং ভূমি যে মোকররী বন্দোবস্তের সময়ে অজ পতিত ও জঙ্গল ছিল ও যেং পরগনা কি মৌজার কি ভূমির অন্যং কিসমতের বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার শামিল হয় নাহি এক্ষণে সেই সকল ভূমি আবাদ হইয়া সরকারের রাজস্ব ধার্য্যহওন ও দেওন বিনা লোকদিগের ভোগ দখলে আছে এবং ইহা বোধ হইল যে উপরের লিখিত সময়অবধি সুন্দরবনের লাগাও জিলাতে অনেকং ভূমি সিকস্তী পয়স্তীতে হইয়া লোক দিগের ভোগদখলে বিনামালগুজারীকরণে আছে ও যেহেতুক দেশের আবহমানকালের রেওয়াজ ও রীতিমতে ভূমির প্রতি বিঘাতে তাহার মোট উৎপন্নের মধ্যে নিরূপিত এক অংশ প্রত্যেক স্থানের দাঁড়া ও দস্তুরমতে নগদে কিম্বা জিনিসে সরকারের হক অর্থাৎ রাজস্ব মোকরর্ আছে ও তাহা সময়ের অধিপতি কোন ব্যক্তিকে নিয়মিত কতক কালের কিম্বা সর্ব্বকালের নিমিত্তে দানকরণ কিম্বা কোন ভূম্যধিকারিকে ঐ ভূমির সরকারী মালগুজারী মোকররী হারে করিবার নিয়ম করিয়া দেওনব্যতিরেকে লোপ ও নষ্ট হইতে পারে না ও যেহেতুক আবহমান কালাবধি ঐ রাজস্ব মশ্‌হূর্ অর্থাৎ প্রচর দ্রূপ আছে অতএব ইহাতে সরকার উপরের লিখিত সমস্ত ভূমির উপর খাজানা মোকরর্ করিতে পারেন কিন্তু ইহা দৃঢ় বোধ হইতেছে যে যে সকল ভূমির সময়ের অধিপতির বিনামঞ্জুরীতে দানক্রমে ও অসঙ্গতরূপে ও অনর্থক লোকদিগের ভোগদখলে থাকে সে সকল ভূমির উপর খাজানা মোকরর্ করিবার বিষয়ে সরকারের তরফহইতে হওয়া দাওয়ার তজবীজ এক্ষণকার চলিত আইনের নিরূপিত যে সকল হুকুমমতে দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে ঐ সকল ভূমি যাহারদিগের ভোগদখলে আছে তাহারা সেইং হুকুমের দ্বারা ঐ সকল ভূমিহইতে ওয়াজিবী মালগুজারী পাওনের বিষয়ে

সরকারের

সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের তরফহইতে যে সকল দাওয়া দরপেশ হয় তাহা বাতিল ও তাহার হানিকরণের চেষ্টা পাইবেক ও এতদ্ব্যতিরিক্ত উপরের উক্ত হুকুম শুধরা ও পরিবর্ত্ত করা উচিত বোধ হইল ও মোকররী বন্দোবস্তের দ্বারা লোকদিগের যাহা২ হক হইয়াছে তাহা তাহারদিগের ভোগদখলে বহাল ও বরকরার থাকে এনিমিত্তে মালগুজারী তহসীলের মোতালক সরকারী কার্য্যকারক সাহেবেরা উপরের লিখিত ভূমিতে খাজানা মোকররুকরণেতে যে২ দাঁড়া আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন সেই২ সকল দাঁড়া বিবরিয়া ও স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক হইল একারণ শ্রীযুত বৈসপ্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া জিলা চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকা জলালপুর ও বাকরগঞ্জে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনের লিখিত যে সকল কথা এই ধারার লিখিত জিলাতে সম্পর্ক রাখিত তাহা রদহইবার ও মতনের লিখিত ধারার লিখিত হুকুম ঐ সকল জিলাতে সম্পর্ক রাখিবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১২ ও ও ১৩ ও ১৪ ও ১৬ ও ১৯ ধারার ও ঐ সালের ৩৭ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১১ ও ১৪ ধারার লিখিত কথার মধ্যে যাহা জিলা চব্বিশপরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকা জলালপুর ও বাকরগঞ্জের সহিত সম্পর্ক রাখিত তাহা রদ ও রহিত হইল ও ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৫ আইনের ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ ও ৮ ও ৯ ধারার লিখিত হুকুম ঐ সকল জিলার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৩ ধারা।

মতনের লিখিত ভূমির সহিত মতনের লিখিত ধারার হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে জমা গরওয়াজিবী ও এক্ষণে সরকারের ওয়াজিবী মালগুজারী তলবের প্রতিবন্ধক সে জমাতে মোকররী মত কি অন্য প্রকার পাট্টার অনুসারে যে২ ভূমি লোকদিগের ভোগদখলে আছে সেই২ ভূমির সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ৫ আইনের ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ ও ৮ ও ৯ ধারার লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৪ ধারা।

দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে বন্দোবস্তহওয়া কোন পরগনা কি মৌজার কি ভূমির শামিল না হওয়া ভূমিতে সরকারের খাজানা মোকররু হইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে সকল ভূমি দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে যে কোন পরগনা কি মৌজা কিম্বা ভূমির অন্য কিসমতের বাবৎ দশসালা বন্দোবস্ত ভূম্যধিকারিদিগের সহিত হইয়াছে তাহার সীমাসরহদ্দের শামিল হয় নাহি এবং উপরের লিখিত সময়হইতে যে সকল ভূমির বন্দোবস্ত আলাহিদা হইয়াছে তাহারো শামিল নহে এবং যে সকল ভূমি লোকদিগের ভোগদখলেতে সময়ের অধিপতির মঞ্জুর করা দানক্রমে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনের লিখিত

মত সঙ্গত ও মাতবর সনদের অনুসারে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্করররূপে আছে সে মত না হয় সে সমস্ত ভূমি সরকারের তরফহইতে কোন বন্দোবস্ত না হওয়া অন্য মহালের মত মালগুজারী মোকররূকরণের যোগ্য হইবেক ও এমত ভূমির উপর তাহা এক শত বিঘার অধিক কি কমী বা হউক যে খাজানা মোকরর্ হয় তাহা সরকারী খাজানা জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

উপরের লিখিত হুকুম সমস্ত চর ও সিকস্তী ও পয়স্তী জমীর।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুম সুন্দরবনের মধ্যের যে সকল ভূমি উপরের লিখিত মতে আবাদ হইয়াছে তাহাতে ও দশসালা বন্দোবস্তের সময়হইতে নদ কি নদীতে যে সকল দ্বীপ ও চর পড়িয়াছে তাহাতে ও মোটে যে সকল ভূমি উপরের লিখিত সময়অবধি সিকস্তী পয়স্তীতে এতাবতা সমুদ্রের জল সরিয়া যাওয়াতে কিম্বা নদ কি নদী এক দিগ্‌হইতে অন্য দিগ্ দিয়া বহিবাতে কিম্বা নদ কি নদীর কিনারার জমী ক্রমে২ ভরাট পুরাট হওয়াতে হইয়া থাকে তাহাতে খাটিবেক ইতি।

কালেক্‌টরসাহেবের দেওয়া বিশেষ পাট্টার অনুসারে যে সকল ভূমি লোকদিগের ভোগদখলে আছে ও মোকররী বন্দোবস্তের সময়ে তাহার উপর খাজানা মোকরর্ হয় নাহি তাহার সহিত উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুম যে সকল ভূমি মোকররী বন্দোবস্তের সময়ে কালেক্‌টরসাহেবের বিশেষ পাট্টার অনুসারে জিলা চব্বিশ পরগনা ও যশোহরের মধ্যের পতিত আবাদী ও জঙ্গলবুরী নামে খ্যাত ও উপরের লিখিত সময়ে মালগুজারী মোকরর্ নাহওয়া তালুকের মত যে সকল তালুক লোকদিগের ভোগদখলে আছে তাহার শামিল হইয়াছে সে সকল ভূমিরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ সকল ভূমি আসল পাট্টাদার কি তাহার ওয়ারিসের দখল কবজে থাকিলে ঐ পাট্টার লিখিত সরহদ্দের শামিলহওয়া ভূমির মোকররী খাজানার বিষয়ে যে সকল নিয়ম পাট্টাতে লেখা থাকে তাহা বহাল ও বরকরার থাকিবেক ইতি।

৫ ধারা।

কোন ভূমি খাজানা মোকররূকরণের যোগ্য বোধ হইলে কালেক্‌টরসাহেবের যে তদবীর করিতে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি উপরের লিখিত জিলার কোন জিলার কালেক্‌টরসাহেবের চিত্তে কিম্বা সুন্দরবনের কমিস্যনরসাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবকে কালেক্‌টরসাহেবের ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহার বিবেচনাতে তাঁহারদিগের ক্ষমতার তাবে সীমাসরহদ্দের মধ্যের কোন ভূমি উপরের লিখিত হেতুদৃষ্টির খাজানা মোকরর্ করিবার যোগ্য বোধ হয় তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে এবিষয়ের এত্তেলা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হজুরে কিম্বা অন্য যে সাহেবদিগ্‌কে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহারদিগের হজুরে দেন্ ও যদি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ঐ বিষয়ের বেওরা তনকী ও তহকীক করা বিহিত বোধ হয় তবে তাঁহারদিগের আবশ্যক যে কালেক্‌টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারককে ঐ ভূমি যাহার ভোগদখলে থাকে তাহার নামে মোহর ও দস্তখতে এক পরওয়ানা এই মজমুনে জারী করিতে হুকুম দেন্ যে সে ব্যক্তি ঐ ভূমি দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে মোকররী বন্দোবস্তহওয়া ভূমির শামিলহওনের কিম্বা ঐ সময়ের পরে

তাহার

তাহার আলাহিদা বন্দোবস্তহওনের কিম্বা সময়ের অধিপতির মঞ্জুর করা দানক্রমে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনের লিখিনমত মাতবর সনদের অনুসারে তাহার ভোগদখলে থাকনের কথা ও সেইহেতুক সে ভূমি এই আইনের ৪ ধারার লিখনমতে মালগুজারী মোকরর হওনের যোগ্য না হইবার কথা সাবুদ হইবার নিমিত্তে যে কিছু দস্তাবেজ ও অন্য প্রমাণ রাখে তাহা দরপেশ করে ইতি।

ভূমির প্রকারের তহকীক করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের কিম্বা কমিস্যনরসাহেবের আবশ্যক যে উপরের লিখিত প্রকারেতে এবিষয়ের পুরা তন্কী ও তহকীক করেন যে ঐ ভূমি দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে কি প্রকার ছিল ও সিকস্তী ও পয়স্তী মত হইলে তাহা সিকস্ত ও পয়স্ত হওনের তারিখের নিরূপণ করেন ইতি।

৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেব জমী জব্দীব করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কালেক্টরসাহেব কিম্বা কমিস্যনরসাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা যে সাহেবদিগ্‌কে দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহারদিগের হজুরহইতে উপরের লিখিত ভূমির তহকীককরণের অনুমতি পান তবে কালেক্টরসাহেব কি কমিস্যনরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে ঐ ভূমি এবং ঐ ভূমি যে জমীদারীর মোতালক বোধ হয় সেই জমীদারী জব্দীব করেন ইতি।

হিসাবের কাগজ দেখিবার নিমিত্তে পাটওয়ারী কি গোমাস্তা কি অন্য ব্যক্তিকে তলব করিতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত প্রকারেতে কালেক্টরসাহেব কিম্বা কমিস্যনর সাহেবকে অনুমতি আছে যে যে পাটওয়ারী কি গোমাস্তা কিম্বা অন্য ব্যক্তির নিকটে এমত২ ভূমির কি ঐ ভূমি যে জমিদারীর মোতালক বোধ হয় সে জমীদারীর মোতালক হিসাবের কাগজপত্র থাকে তাহাকে আপন হজুরে তলব করিয়া এমত২ ভূমির কি জমিদারীর মোতালক হিসাবের কাগজপত্র আনিয়া দিবার হুকুম দেন্ ও ঐ হিসাবের কাগজপত্রের সত্যতার কিম্বা ঐ হিসাবের কাগজের কি ভূমির কিম্বা জমীদারীর মোতালক অন্য কোন বিষয়ের সত্যতার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার নিরূপিত প্রকারে হলফ করাইয়া তাহারদিগের জোবানবন্দী করিয়া লন্ ইতি।

ভূমির মালিক কি মালিকদিগ্‌কে হিসাবের কাগজ দিবার নিমিত্তে তলব করিতে কালেক্টরসাহেব কি কমিস্যনরসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেব কি কমিস্যনরসাহেবের এ ক্ষমতাও আছে যে উপরের লিখিত প্রকারেতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা যে সাহেবদিগের দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহারদিগের মঞ্জুরীতে যে ভূমির উপর মালগুজারী মোকরর করা মনস্থ হয় যে ব্যক্তি আপনাকে ঐ ভূমির মালিক কিম্বা ইজারদার কহে কিম্বা যে ব্যক্তি আপনাকে ঐ ভূমি যে জমীদারীর শামিল সেই জমীদারীর মালিক কিম্বা ইজারদার জানায় স্বয়ং তাহাকে কিম্বা তাহার মোখ্তারকারকে ঐ ভূমির কিম্বা জমীদারীর মোতালক হিসাবের কাগজপত্রসমেত এক সপ্তাহহইতে কম না হয় এমত উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে হাজির হইবার হুকুম দেন্ ইতি।

৭ ধারা।

৭ ধারা।

প্রয়োজনহওয়া ব্যক্তিদিগের নামে এত্তেলানামা জারী করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কালেক্টরসাহেব কিম্বা কমিস্যনরসাহেব কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার কি কোন পাটওয়ারী কিম্বা গোমাস্তা অথবা অন্য ব্যক্তিকে আপনারদিগের নিকটে উপরের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত হাজিরকরা উচিত বুঝেন্ তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের নামে যে নিমিত্তে তাহারদিগের হাজির হওয়া আবশ্যক হয় তাহার ও যেং হিসাবের কাগজপত্র যে মিয়াদের মধ্যে দিতে হইবেক তাহার জিগির লিখিয়া এক এত্তেলানামা মোহর ও দস্তখতে জারী করেন ইতি।

হুকুমনামা জারীহওনের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মালগুজারীর বাকী উমুলের নিমিত্তে হুকুমনামা জারীকরণের প্রকারেতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারার লিখিত যেং হুকুম সম্পর্ক রাখে সেইং হুকুম এই আইনের ৬ ও ৭ ধারার মতে কালেক্টরসাহেব কিম্বা কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা পাওয়া অন্য কার্য্যকারকসাহেব যে সকল হুকুমনামা জারী করেন তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু হুকুমনামা জারীকরণের পেয়াদা যাহার নামে তাহা জারী হয় তাহার স্থানে রোজ পাইবার যেং হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারাতে লেখা যায় তাহা সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

৮ ধারা।

কালেক্টরসাহেব কোন ভূমি সরকারের মালগুজারী মোকররকরণের যোগ্য বুঝিলে রুবকারীর সমস্ত কাগজপত্র বোর্ড রেবিনিউর সাহেব কি তৎক্ষমতাপন্ন অন্য সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে ভূমির বিষয়ে উপরের লিখিত তহকীক করা যায় সেই ভূমির দখীলকারের তরফহইতে যে দস্তাবেজ ও অন্য দলীল দরপেশ হয় তাহা কিম্বা অন্য প্রকারে যে দস্তাবেজ কি অন্য দলীল দরপেশ হয় তাহা দৃষ্টি ও বিবেচনাকরণের পরে যদি কালেক্টরসাহেবের কি কমিস্যনরসাহেবের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে এই আইনের ৪ ধারার লিখিত দাঁড়ামতে ঐ ভূমি মালগুজারী মোকররকরণের যোগ্য বটে তবে কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে রুবকারীর সমস্ত কাগজ আপন বিবেচনার কথাসহিত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হজুরে কিম্বা যে সাহেবকে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহার হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ বোর্ডরেবিনিউর সাহেবেরা কি অন্য সাহেব আর যেং তহকীককরণের আবশ্যক হয় তাহা করিয়া ঐ ভূমি সরকারের মালগুজারী মোকররকরণের যোগ্য বটে কি না ইহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরকোন ভূমি বাজেয়াপ্তের যোগ্য বোধ না হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি দরপেশহওয়া দলীল দস্তাবেজ দেখিয়া ও এই আইনের ৫ ধারার লিখিত তহকীক করিয়া কালেক্টরসাহেবের মতে ঐ ভূমি সরকারের মালগুজারী মোকরর্ করিবার যোগ্য বোধ না হয় তথাপি ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে রুবকারীর সমস্ত কাগজ আপনার বিবেচনার কথাসহিত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে সাহেবদিগের প্রতি ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকে তাঁহারদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা ঐ সাহেবেরা ঐ ভূমি লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্করররূপে

ভোগদখল

ভোগদখলকরণের দাওয়া মঞ্জুর কি না মঞ্জুরকরণের বিষয়ে তজবীজ করিয়া যাহা উপযুক্ত হয় তাহার হুকুম দিবেন ইতি।

৯ ধারা।

কালেক্টরসাহেব কি কমিস্যনর সাহেবদিগের কোন জমীদার কি ভূমির ভোগবান্ অন্য ব্যক্তির দরপেশকরা সমস্ত দস্তাবেজের উপর নিশানী ও দস্তখৎ করিতে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কালেক্টরসাহেব কিম্বা কমিস্যনরসাহেব এই আইনের ৫ ধারার নিরূপিত তহকীক করেন্ তাঁহার কর্ত্তব্য যে কোন জমীদারের কিম্বা উপরের লিখিত ঐ ভূমির ভোগবান অন্যব্যক্তির তরফহইতে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্করুরূপে ভূমি রাখিবার দাওয়া সাবুদ করিবার নিমিত্তে কিম্বা ঐ ভূমি মোকররী বন্দোবস্তহওয়া জমীদারীর শামিল হইয়া থাকনের কথা সাবুদকরণের জন্যে যে সকল দস্তাবেজ দরপেশ করে তাহার প্রতি দস্তাবেজেতে অতিসাবধানপুর্ব্বক নম্বর দাগ ও নিশানী ও আপন২ দস্তখৎ করেন্ ও তাহা দরপেশহওনের তারিখ লিখেন ও আপন রুবকারীতে প্রত্যেক দস্তাবেজের নম্বর ও তাহা দরপেশহওনের তারিখের প্রসঙ্গ লিখেন যে ঐ সকল দস্তাবেজ তাঁহারদিগের নিকটে দরপেশ হইয়াছে কি না এমত সন্দেহ না হয় ইতি।

কালেক্টরসাহেব ও বোর্ডের সাহেবদিগের ভূমির খাজানা বাজেয়াফ্ত হইতে পারিবার হেতুসকল রুবকারীতে লিখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সর্ব্বপ্রকারেতে আপনারদিগের রুবকারীতে জমীর খাজানা সরকারে বাজেয়াফ্ত হইতে পারিবার হেতুসকল স্পষ্ট২ করিয়া লিখেন যে কোন দেওয়ানী আদালতে তাহার মোকদ্দমার নালিশ দরপেশ হইলে দাওয়ার বিষয় ব্যক্ত ও প্রকাশ হয় ইতি।

১০ ধারা।

বাজেয়াফ্তের যোগ্য ভূমির উপর খাজানার হার মোকরর্ হইবার মতের কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখনমতে যে২ ভূমি বাজেয়াফ্ত হইয়া সরকারের মালগুজারী মোকরর্ করিবার যোগ্য বোধ হয় সেই২ ভূমির উপর যে সকল ভূমিহইতে সরকারের মালগুজারী উসুল হইতেছে তাহার বন্দোবস্তের সম্পর্কীয় এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত সমস্ত দাঁড়ার দৃষ্টে খাজানার হার মোকরর্ হইবেক ও সরকারের মালগুজারী তহসীলের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে সরকারের তরফহইতে কোন বন্দোবস্ত না হওয়া মহালের বিষয়ে যে২ তদবীর উপায় করিয়া থাকেন ঐ সকল ভূমির বিষয়ে যদি নির্ব্বিরোধে তাহাতে সরকারের সমপূর্ণ স্বত্বাধিকার না হয় তবে সেই২ মত তদবীর ও উপায় করেন ইতি।

১১ ধারা।

সরকারের কার্য্যকারকেরা বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে পরে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ক্ষমতা না রাখিবার কথা।

সরকার কিম্বা সরকারের কার্য্যকারক লোক উপরের লিখিত ভূমিতে সরকারের খাজানা অর্থাৎ রাজস্ব মোকরর্ হইতে পারে কি না এবিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি এই আইনের ৮ ধারানুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হজুরে কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা অন্য যে সাহেবদিগ্কে দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহারদিগের হজুরে হইলে পর পুনরায় ঐ মোকদ্দমা নূতন করিয়া কোন্ প্রকারে উপস্থিত করিতে কিম্বা ভূমির ভোগবানের

ভোগদখলের

ভোগদখলের মোজাহেম হইতে পারিবেন না কিন্তু যদি প্রথম তহকীকহওনের সময়ে ঐ ভোগবানের তরফহইতে কিছু চাতুরী কি কারসাজী হইয়াছে ইহা কোন দেওয়ানী আদালতে সাবুদ হয় তবে করিতে পারিবেন ইতি।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি বোর্ড রেবিনিউরসাহেবদিগের কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা অন্য যে সাহেবদিগকে দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহারদিগের এই আইনের ৮ ধারার লিখিত হুকুমের মতে করা ফয়সলা অর্থাৎ নিষ্পত্তিতে আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করে তবে সে ব্যক্তি ঐ ফয়সলা অর্থাৎ নিষ্পত্তি ন্যায় কি অন্যায় ইহাতে আপন খাতিরজমা হইবার নিমিত্তে সরকারের নামে দেওয়ানী আদালতে দাওয়া দরপেশ করিতে পারিবেক যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিষ্পত্তির হুকুমদেওনের তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে করে ইতি।

কোন জন বোর্ডের সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তিতে আপনার প্রতি অন্যায় হইয়াছে জ্ঞান করিলে নিষ্পত্তির তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে আপন দাওয়া দরপেশ করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের ধারার লিখিত নালিশের মোকদ্দমা শ্রীযুত নওয়াবগবরনরজেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি লওনবিনা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক ও কালেক্টরসাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা অন্য যে সাহেবকে দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহার হুকুমের তাবে থাকিয়া তাহার সওয়াল ও জওয়াব করিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে যদি আদালতের সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের করা ফয়সলা অর্থাৎ নিষ্পত্তি অযথার্থ বুঝেন্ তবে আদালতের সাহেবদিগের সর্ব্বপ্রকারে উচিত যে বিরোধের ভূমি ইহার পূর্ব্বে যেমত ফরিয়াদীর ভোগদখলে ছিল সেই মত তাহার ভোগদখলে থাকিবার অর্থে ডিক্রী করেন্ ও ঐ ফরিয়াদীর যত খরচখরচা হইয়া থাকে তাহা সমস্ত আদালতের খরচার মধ্যে ধরিয়া তাহা সরকারহইতে দিতে হইবার হুকুম দেন্ ও ঐ ভূমিহইতে যত খাজানা সরকারের কার্য্যকারক লোক তাহা তহসীল করিতে নিযুক্ত থাকনের সময়ে উসুল করিয়া থাকেন তাহার হিসাব রফা করিবার বিষয়েও হুকুম দিবেন ইতি।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের বিনা অনুমতিতে ঐ নালিশ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারিবার ও কালেক্টরসাহেব বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমের তাবে থাকিয়া তাহার সওয়াল ও জওয়াব করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে উপরে লিখিত কথার অনুসারে এমত বোধ না হয় যে আদালতের সাহেবেরা সরকারের মালগুজারীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের হজুর হইতে যাবৎ ফয়সলা অর্থাৎ নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের মৌকুফীর বিষয়ে কোন হুকুম দিতে কিম্বা উপরের ধারার লিখিত কথামতে আদালতে নালিশ হইলে তথায় বিচারপূর্ব্বক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ সাহেবদিগের ফয়সলার মতে ভূমি ক্রোক কি তাহার ভোগবানকে বেদখলকরণের নিবারণের বিষয়ে কোন হুকুমনামা জারী করিতে পারিবেন ইতি।

আদালততে নির্দ্ধারিত বিচারানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যাবৎ না হয় তাবৎ আদালতের সাহেব ভূমি ক্রোক কি বেদখলকরণের বারণের বিষয়ে হুকুম না দিবার কথা।

১৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কোন পাটওয়ারী কি গোমাস্তা কিম্বা অন্য ব্যক্তির নিকটে

পাটওয়ারী প্রভৃতিরা

ভূমির

হিসাবের কাগজপত্র দর পেশ করিতে কি তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য দেওনেতে কসূর করিলে যে শাস্তি পাইবেক তাহার কথা।

ভূমির মোতালক হিসাবের কাগজপত্র থাকে সে যদি এই আইনের ৬ ও ৭ ধারার লিখ নমতে কালেক্‌টরসাহেব কিম্বা কমিস্যনরসাহেবের হজুরে তলবহওনমতে ঐ সাহেবদিগের হজুরে ভুলক্রমে কি ইচ্ছাক্রমে আপন আসল কাগজপত্র দাখিল না করে কিম্বা যদি ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি কালেক্‌টরসাহেবের কিম্বা কমিস্যনরসাহেবের হজুরে সাক্ষ্য দিবার কারণ তলবহওনমতে হাজির হইয়া হলফ্ করিয়া ভূমির হিসাবের কাগজপত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওনেতে আপন গরজের নিমিত্তে জানিয়া শুনিয়া অযথার্থ ও অপ্রকৃত কথা কহে কিম্বা ঐ ভূমির মোতালক কি ভূমি যে জমীদারীর শামিল সেই জমীদারীর মোতালক কাগজপত্র ফেরফার ও তবদীল করে কিম্বা আপন গরজের নিমিত্তে আপনাহইতে তাহাতে বানাইয়া কিম্বা যথার্থের ব্যতিক্রম কি কিছু কমী বেশী করিয়া লিখে তবে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৩ ও ২৬ ও ২৭ ধারার প্রতিধারাতে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে যে২ শাস্তি ও দণ্ডের কথা নিরূপণ করিয়া লেখা গিয়াছে সেই২ শাস্তি ও দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

ভূমির দখীলকার হিসাবের কাগজ দরপেশ করিতে স্বীকার না করিলে তাহার ভূমি ক্রোক হইতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা যে সাহেবকে দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহার হজুরহইতে কোন কালেক্‌টরসাহেবের নামে কোন ভূমির বিষয়ে এই আইনের ৫ ধারার নিরূপিত বিষয়ের তহকীক করিবার হুকুম হইলে সেই ভূমির ভোগবান তাহার মোতালক হিসাবের কাগজপত্র কালেক্‌টরসাহেবের হুকুমনামার নিরূপিত কালের মধ্যে দরপেশ না করে কিম্বা তাহা দরপেশ করিতে স্বীকার না করে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ ভূমি ক্রোককরণের ও সরকারের স্বত্বাধিকারে থাকা অন্য২ ভূমির উসুল তহসীল যে প্রকারে হয় সেই মতে সরকারের তরফহইতে সেই ভূমির উসুল তহসীল করিতে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার হুকুম দেন্ ইতি।

কালেক্‌টরসাহেবের ভূমির দখীলকারের ভোগ দখলের তহকীক করিয়া তাহার রুবকারী বোর্ড রেবিনিউরসাহেদিগের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত প্রকারেতে কালেক্‌টরসাহেবদিগেরো আবশ্যক যে ঐ ভূমির ভোগবান তাহা ভোগদখলকরণের হক্ অর্থাৎ স্বত্ব রাখে কি না এ বিষয়ের সমপূর্ণ তহকীকতদন্ত করিয়া তাহাতে আপনার করা রুবকারীর সমস্ত কাগজপত্র বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ সাহেবেরা ঐ ভূমির সরকারের রাজস্ব ধার্য্যকরণের যোগ্য হওয়া না হওয়ার বিষয়ে তজবীজ তহকীক করিয়া হুকুম দিবেন ইতি।

কোন ভূমির দখীলকার কালেক্‌টরসাহেবের নিকটে দরপেশকরা দস্তাবেজ সেওয়ায় কোন দস্তাবেজ আদালতে দাখিল করিলে তাহার বিষয়ে যে মত আচরণ হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে যদি কোন ভূমির উপর এই আইনের লিখিত হুকুমের মতে খাজানা মোকরর্ হইলে সেই ভূমির দখীলকার মালগুজারীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি ন্যায় কি অন্যায় ইহাতে আপন খাতিরজমা করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা দরপেশ করে ও কালেক্‌টরসাহেবের হজুরে দাখিল করা দস্তাবেজ সেওয়ায় অন্য হিসাব কি দস্তাবেজ আদালতে দরপেশ করে তবে তাহা প্রমাণ স্বরূপ জ্ঞান করা যাইবেক না ও ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণে তাহার প্রতি কিছু বিশ্বাস

করা

করা যাইবেক না কিন্তু যদি ঐ ভোগবান্ তাহা দরপেশ করা না হওনের কোন মাতবর হেতু জানায় কিম্বা কালেক্টরসাহেব তলবকরণমতে তাহার জওয়াবেতে ঐ হেতু লেখাইয়া থাকনের কথা সাবুদ করে তবে করা যাইবেক ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে যদি কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার আপনি কালেক্টরসাহেব কি কমিস্যনরসাহেবের হজুরে হাজির হইতে গাফিলী করে কি হাজির হইতে স্বীকার না করে কিম্বা ঐ সাহেবদিগের করা হুকুমনামার নিরূপিত কালের মধ্যে আপনার তরফহইতে সরবরাহকার কি মোখ্তারকার হাজির করিয়া দিতে অথবা তলবহওয়া হিসাব ও দস্তাবেজ দরপেশ করিতে কসুর করে কি করিতে স্বীকার না করে কিম্বা ঐ গাফিলী কি অস্বীকারের মাতবর হেতু কহিতে না পারে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা যে সাহেবদিগকে দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যাবৎ ঐ দখীলকার কালেক্টরসাহেবের হুকুম আমলে না আনে তাবৎ ঐ দখীলকারের দররোজা যত টাকা জরীমানা মোকদ্দমার ভাব ও তাহার মর্য্যাদা ও শক্তির দৃষ্টে উপযুক্ত বোধ হয় তাহা তাহার উপর মোকরর্ করিয়া তাহার বেওরা এত্তেলা করিবার নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে লিখিয়া পাঠান্ ও ঐ শ্রীযুতের হজুরে ঐ জরীমানা মঞ্জুর হইলে পর যে মতে সরকারের মালগুজারীর বাকী টাকা উসুল হয় সেই প্রকারে ঐ জরীমানার টাকা উসুল করা যাইবেক ইতি।

কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার হাজির হওনে কি হিসাবের কাগজপত্র দরপেশ করণেতে কসুর করিলে দিনং জরীমানা দিবার যোগ্য হইবার কথা।

১৪ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা যে সাহেবদিগেরে দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহারদিগের হজুরহইতে তাঁহারদিগেরে এই আইনানুসারে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতাক্রমে কালেক্টরসাহেব কিম্বা কমিস্যনরসাহেবের নামে কোন ভূমি ক্রোক কিম্বা জরীব করিবার হুকুম যায় ও ঐ ভূমির মালিক কি অন্য ব্যক্তি তাহা ক্রোক কি জরীবের বিষয়ে কিছু বাধা জন্মায় কি করে কি কালেক্টরসাহেব কি কমিস্যনরসাহেবের হজুরহইতে কোন পাটওয়ারী কি গোমাস্তার কোন হিসাব দরপেশ করিবার কি এই আইনের ১৩ ধারার নিরূপিত সাক্ষ্য দিবার কারণ হাজির হইবার বিষয়ে যে হুকুমনামা হয় তাহার মত কার্য্য হওনেতে আপনি দুঁদ্যামী করে কি অন্যেরে দিয়া করায় তবে বোর্ডরেবিনিউর সাহেবেরা কি ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা যে সাহেবদিগের প্রতি থাকে তাঁহারদিগের ঐ কসুর সাবুদ হইলে পর আবশ্যক হইবেক যে জমীদার কি অন্য যে ব্যক্তি হউক তাহার মর্য্যাদা ও শক্তি ও কসুরের ভাব বুঝিয়া যে জরীমানা উপযুক্ত জানেন তাহা দিবার হুকুম দেন ও ঐ জরীমানার টাকা সরকারের মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলকরণের নিরূপিত মতে উসুল করেন ও যদি ঐ জরীমানার টাকার সংখ্যা ৫০০ পাঁচ শতের অধিক হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের উচিত যে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে লিখিয়া পাঠান্ ও যাবৎ ঐ

জমীদারপ্রভৃতিরা ভূমি ক্রোক কি জরীবকরণের বাধা জন্মাইলে জরীমানা দিবার যোগ্য হইবার কথা।

পাঁচ শত টাকার অধিক জরীমানা হইলে তাহার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে ঐ জরীমানার টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে কিছু অনুমতি না হয় তাবৎ তাহা উসুলকরণের কোন তদবীর করা যাইবেক না ইতি।

১৫ ধারা।

মোকররী বন্দোবস্ত হওয়া জমীদারীর নির্দ্দিষ্ট হওয়া সীমা ও সরহদ্দের মধ্যগত পতিত ভূমির সহিত এই আইনের লিখিত হুকুম সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

জানান যাইতেছে যে দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে যে সকল জমীদারীর মোকররী বন্দোবস্ত তাহার নির্দ্ধারিত সীমাসরহদ্দের শামিল সমস্ত পতিত ও জঙ্গলা জমীন ধরিয়া হইয়াছে ও ঐ সময়ের পরহইতে ঐ সকল জমী আবাদ হইয়াছে কি ইহার পরে হইবেক এই আইনের লিখিত হুকুমের অনুসারে সে সকল জমীদারীর মালিক অর্থাৎ অধিকারিদিগের কোন হক অর্থাৎ স্বত্ব লোপ ও নষ্ট হইবেক না ও যেহেতুক বন্দোবস্তের শরৎ অর্থাৎ নিয়মের মধ্যে এমত নিয়ম হইয়াছে যে উপরের লিখিত ঐ সকল জমী আবাদ হওয়াতে যত মুনাফা হয় তাহা ভূমির মালিক অর্থাৎ অধিকারিদিগের হইবেক ও দাওয়ার করা সমস্ত মোকদ্দমাতে আদালতের সাহেবদিগের এ বিষয়ের তজবীজকরণের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের লিখিত হুকুমের অনুসারে যে সকল ভূমির উপর খাজানা মোকরর্ হয় সে সকল ভূমি দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে যে সকল ভূমির মোকররী ও ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার সরহদ্দের শামিল হইয়াছিল কি না ও তদ্ব্যতিরিক্ত ঐ সাহেবদিগকে এমত ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে যদি তাঁহারা তজবীজ করিয়া নিশ্চয় বুঝেন্ যে যথার্থই দাওয়ার ভূমি উপরের লিখিত সময়ে যে জমীদারীর মোকররী বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই জমীদারীর শামিল ছিল তথাপি এই আইনের লিখনমতে নাহক ঐ ভূমির উপর খাজানা মোকরর্ হইয়াছে তবে মালগুজারীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম রদ করিতে পারিবেন অতএব যদি সরকারের মালগুজারীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের কোন সাহেব মোকররী বন্দোবস্তের অনুসারে জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের যে সকল কায়েমী হক অর্থাৎ স্থায়ি স্বত্ব হইয়াছে তাহার অন্যমত আচরণ করেন কিম্বা ঐ সকল হকেতে হস্তক্ষেপ করেন তবে তাহারা তৎক্ষণাৎ দেওয়ানী আদালতেতে নালিশ করিয়া আপনং হক বুঝিয়া লইতে পারিবেক ইতি।

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
P. M. WYNCH,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ২৪ চতুর্বিংশ আইন।

সুবে বেহার ও বারাণসদেশ ও জিলা রামগড় ও ভাগলপুর ও পুরণিয়াতে যে কমিস্যনরী সিরিশ্‌তা মোকরর্‌ হইয়াছে তাহার মোতালক হুকুম শুধরিবার এবং কমিস্যনরসাহেবদিগের ঐ সুবা ও দেশে ও জিলাতে যেমত ক্ষমতা হইয়াছে জিলা দিনাজপুর ও রঙ্গপুরেতে ঐ সাহেবদিগের সেই মত ক্ষমতা হইবার এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এক জন সাহেবকে কিম্বা কমিস্যনরসাহেবকে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা দেওয়া গেলে তিনি কোন২ প্রকারেতে যে ক্ষমতামত কার্য্য করিবেন তাহা নিরূপণ করিয়া লিখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ৯ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৫ সালের ২৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ১ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৩ সালের ২৯ শহর মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক উচিত বোধ হইল যে এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে সুবে বেহার ও বারণসদেশেতে এক জন কমিস্যনরসাহেবকে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে এক্ষণে সেই ক্ষমতা বোড কমিস্যনরের সাহেবনামে খ্যাত দুই জন সাহেবকে দেওয়া যায় ও ইহা উপযুক্ত বুঝা গেল যে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা জিলা দিনাজপুর ও রঙ্গপুরেতে চলে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এক জন সাহেবকে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা অর্পণ হইলে তিনি ঐ ক্ষমতামত কার্য্য করিতে পারিবেন কি না এই সন্দেহ মিটান আবশ্যক হইল একারণ শ্রীযুত বৈস্‌ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১ জানুআরি হইতে কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশসকলেতে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

সুবে বেহার ও বাবাণসদেশের এক জন কমিস্যনরসাহেবকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে ঐ আইনানুসারে সেই ক্ষমতা বোর্ড কমিস্যনরনামে খ্যাত সিরিশ্‌তার দুই জন

এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে সুবে বেহার ও বারাণসদেশ ও জিলা রামগড় ও ভাগলপুর ও পুরণিয়ার কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহকরণের অর্থে এক জন কমিস্যনরসাহেবকে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতা এই আইনানুসারে যে বোর্ড কমিস্যনরী সিরিশ্‌তার মোতালক কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ প্রায় সর্ব্বদা দুই সাহেবেতে করিতে হইবেক সেই সিরিশ্‌তার দুই জন সাহেবকে দেওয়া যাইবেক ও ঐ বোর্ড বারাণসদেশ ও সুবে বেহারের বোর্ড কমিস্যনর নামে বিখ্যাত হইবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর

সাহেবকে অর্পণ হইবার কথা।

হুজুর কৌন্সেলেতে যখন আবশ্যাক বুঝেন তখন দুই সাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতা এক জন সাহেবকে দিতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

সুবে বেহার ও বারাণসদেশের বোর্ড কমিস্যানরসাহেবদিগের জিলা দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের সরকারী মালগুজারীর মোতালক সমস্ত কর্ম্মের নির্ব্বাহকরণের ক্ষমতা হইবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে জিলা দিনাজপুর ও রঙ্গপুরেতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সরকারের মালগুজারীর মোতালক কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহকরণেতে যেমতে আপনারদিগের ক্ষমতাচরণ করেন উপরের লিখিত বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবেরা ঐ২ জিলাতে সেই মতে সেই ক্ষমতার কার্য্য করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

সুবে বেহার ও বারাণসদেশের 'বোর্ড কমিস্যানরের সাহেবদিগের সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১৩ আইনের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১৩ আইনের লিখিত হুকুম যেমত দত্ত ও জয়করা দেশের বোর্ডকমিস্যনরের সাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই মত উপরের লিখিত বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে মতেতে ঐ বোর্ডের দুই জন সাহেবকে দেওয়া ক্ষমতামতে তথাকার এক জন সাহেব কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল ও জানান যাইতেছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের যে কোন সাহেবকে কিম্বা কোন বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের যে কোন সাহেবকে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহার মৃত্যু হইলে কিম্বা তিনি আপন কর্ম্মে ইস্তফা দিলে অথবা কোন মাতবর হেতুতে গরহাজির অর্থাৎ অনুপস্থিত থাকিলে ঐ বোর্ডের দুই জন সাহেবকে অর্পণহওয়া সমস্ত ক্ষমতার কার্য্য ঐ বোর্ডের এক জন সাহেব উপরের লিখিত আইনের ৪ ধারার লিখনমতে করিবেন ইতি।

VOL. VI. 356.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ২৫ পঞ্চবিংশ আইন।

কলিকাতার টাকশালেতে যে পয়সা জরব হয় তাহার ওজনের নিরূপণ করিবার এবং সরকারের হুকুমের তাবে টাকশালেতে জরবহওয়া সকল প্রকার পয়সা চলন হওনের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ৯ সেপ্তম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৫ সালের ২৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ১ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৩ সালের ২৯ শহর মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

কলিকাতার টাকশালেতে যে পয়সা জরব হয় তাহা জরব ও চলন হওনের বিষয়ে ও ঐ পয়সা ও বারাণস ও ফরোখাবাদের টাকশালেতে জরবহওয়া পয়সা প্রচলিত হইবার নিমিত্তে নিরূপিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

কলিকাতার টাক্শালে যে পয়সা জরব হয় তাহার ওজনের নিরূপণের কথা।

জানান যাইতেছে যে কলিকাতার টাক্শালেতে যে পয়সা জরব হয় তাহাতে এক শত গ্রেনত্রয় ওজন নির্ভাজ খাটী তামা থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

প্রত্যেক পয়সাতে যে কথা জরব হইবেক তাহার কথা।

জানান যাইতেছে যে প্রত্যেক পয়সার এক দিগে সিক্কা এক পাই এই কথা বাঙ্গলা ও পারসী ও নাগরী অক্ষরে জরব হইবেক ও অন্য দিগে জরবহওনের তারিখ জরব হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

প্রতিটাকাতে যত করিয়া পয়সা দেওয়া লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

জানান যাইতেছে যে টাক্শালে ও সরকারের খাজানায় প্রত্যেক সিক্কা টাকাতে ঐ পয়সা ষোল গণ্ডা করিয়া দেওয়া লওয়া যাইবেক ও সরকারের কার্য্যকারক লোকের আবশ্যক যে ঐ হিসাবে লন এবং যে সকল টাকা কেবল বিশেষ কোন২ স্থানে চলনেতে

বাট্টা

বাট্টা ফিরিয়া দিতে পাইতে হয় সরকারের শাসিত সমস্ত দেশেতে সে সকল টাকারো প্রতিটাকাতে ঐ হিসাবে এতাবতা ষোল গণ্ডা করিয়া পয়সা দেওয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

কলিকাতার টাকশালে জরবহওয়া পয়সার মত বারাণস ও ফরোখাবাদের টাকশালে জরব হওয়া পয়সা চলন হইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে যেমত কলিকাতার টাকশালের জরবহওয়া পয়সা চলে সেইমত বারাণস ও ফরোখাবাদের টাকশালেতে জরবহওয়া পয়সা ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ১০ আইনের ও ১৮১৪ সালের ৭ আইনের ও ১৮১৬ সালের ২১ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে উপরের লিখিত সমস্ত দেশেতে চলিবেক ও সরকারের ও সমস্ত লোকের সমুদয় বিষয়ব্যাপারে ও দেনাপাওনাতে প্রতিটাকাতে ষোল গণ্ডা করিয়া পয়সা দেওয়া ও লওয়া যাইবেক ইতি।

VOL. VI. 358.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,
P. M. WYNCH,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সাল ২৬ ষড়্‌বিংশ আইন।

কলিকাতা কি ফরোখাবাদ কিম্বা বারাণসের টাকশালে অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে অন্য যে কোন টাকশাল জরবের নিমিত্তে হয় তাহাতে জরবহওয়া ফরোখাবাদী রকম টাকা চলন হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্‌ প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৬ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ৩ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৫ সালের ৪ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ৮ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৩ সালের ৬ শহর সফরে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

কথনং কলিকাতার ও বারাণসের টাকশালেতে ফরোখাবাদী টাকার ওজন ও পরখ সহী টাকা জরবকরা উচিত হইতে পারে অতএব ফরোখাবাদী টাকা কেবল ফরোখাবাদের টাকশালে জরব হইবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৫ আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুম রদ হইল ও তাহার বদলে নীচের লিখিতব্য হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হইল ইতি।

২ ধারা।

যে সে টাকশালে জরব হওয়া ফরোখাবাদী টাকা দস্ত ও দখলকরা দেশ সকলে চলন হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৩ আইনের ২ ধারার নিরূপিত ওজন ও পরখ সহী যে সকল ফরোখাবাদী টাকা কলিকাতার টাকশালে কিম্বা ফরোখাবাদের কি বারাণসের টাকশালে অথবা শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে অন্য যে কোন টাকশাল টাকা জরবের নিমিত্তে মোকরর্‌ হয় তাহাতে জরব হয় সে সকল টাকা এই ধারানুসারে দস্ত ও দখলকরা দেশসকলে চলিবেক ইতি।

VOL. VI. 359.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,
P. M. WYNCH,
Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল
হইতে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের যেং তারিখে যেং
বিষয়ের যেং আইন জারী হয় তাহার
মধ্যে যেং আইনের বাঙ্গলা
তরজমা হইল তাহার
ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ১৭ মার্চ।

জিলা চব্বিশপরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকাজলালপুর ও বাকরগঞ্জেতে কানুন গোয়ী সিরিশ্‌তা মোকরর্‌ হইবার ও ঐ সকল জিলাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত কথা জারী ও চলন হইবার।

৩ তৃতীয় আইন। ৭ আপ্রিল।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহারদিগ্‌কে কয়েদরাখণের প্রকার নিরূপণ করিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ১২ মাই।

যাহারদিগের উপর অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমৎ হয় তাহারদিগের মোকদ্দমার তজ বীজ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে হওনের কালে তাহারদিগের অধিককাল কয়েদ থাকনের ক্লেশ নিবারণ করিবার ও কয়েদীদিগের ও যে সকল লোক তাহারদিগের মোকদ্দমার তজ বীজ সারাহওনপর্য্যন্ত ফৌজদারীর সাহেবের হুকুমে জেরজামিনীতে থাকে তাহারদিগের বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের যে ক্ষমতা থাকিবেক তাহা নিরূপণ করিবার।

৭ সপ্তম আইন। ২৮ আগস্ত।

হিন্দুস্থানের মধ্যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে বন্দর ও মোকামেতে ভিন্নাধি কার দেশের লোকদিগের তেজারতের কারবার হইবার বিষয়ে এক্ষণে যেং আইন চলন আছে তাহার লিখিত কোনং হুকুম রদ করিবার ও এ বিষয়েতে বিলায়তের মোখ্তার কার সাহেবদিগের হজুরহইতে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা জারী করিবার।

৮ অষ্টম আইন। ২৮ আগস্ত।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণের লিখিত কথার কতক রদ করিবার ও ফেয়ালজামিনীর বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনেতে যে সকল হুকুম নি র্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কোনং হুকুম শুধরিবার এবং এক্ষণে যে সকল কয়েদী ফেয়াল জামিনী ও হাজিরজামিনী না দেওনহেতুক কয়েদ আছে তাহারদিগের মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টিকরণের হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার।

১১ একাদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

১১ একাদশ আইন। ৬ নবেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের লিখিত কোন২ কথা শুধরিবার।

১২ দ্বাদশ আইন। ৬ নবেম্বর।

যে সকল লোকের উপর বাস করিবার ঘরে কিম্বা অন্য স্থানে অথবা গোলাঘরে কি দ্রব্যজাত রাখিবার অন্য স্থানে চুরী করিবার মনস্থে সিন্ধদেওনের এবং যাহারদিগের উপর চুরীকরণের কিম্বা জানিয়া শুনিয়া চুরীর মাল খরীদকরণের কিম্বা লওনের অথবা জেলখানা কিম্বা কয়েদ থাকিবার অন্য স্থানহইতে পলাইয়া যাওনের তহমৎ হয় তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজকরণের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের অধিক ক্ষমতাহওনের।

১৪ চতুর্দ্দশ আইন। ২৪ দিসেম্বর।

কলিকাতার সিক্কা আশ্‌রফী ও টাকার পরখ পরিবর্ত্ত করিবার ও আশ্‌রফী ও টাকার বিষয়ে এক্ষণে যে২ হুকুম চলিতেছে তাহার কোন২ হুকুম শুধরিবার।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সাল ১ প্রথম আইন।

জিলা চব্বিশপরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকাজলালপুর ও বাকরগঞ্জেতে কানুন গোয়ী সিরিশ্‌তা মোকরর্‌ হইবার ও ঐ সকল জিলাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত কথা জারী ও চলন হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্‌ প্রেসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের তারিখ ১৭ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গালা ১২২৪ সালের ৫ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ২৪ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৫ সালের ৬ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ১০ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৩ সালের ৯ শহর জমাদীয়ল্‌ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জিলা চব্বিশপরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকাজলালপুর ও বাকরগঞ্জেতে কানুন গোয়ী সিরিশ্‌তা মোকরর্‌ করা ও ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত কথা ঐ সকল জিলাতে জারী ও চলন হওয়া উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈস্‌প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে তাহা এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ২ জিলাতে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

জিলা চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকা জলালপুর ও বাকর গঞ্জে কানুনগো লোক মোকরর্‌ হইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে জিলা চব্বিশপরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকা জলালপুর ও বাকরগঞ্জেতে ঐ২ জিলার কালেক্টরসাহেবদিগের হজুরহইতে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৫ আইনের নিরূপিত প্রকারে ও ঐ আইনেতে কটক জিলা ও পরগনা পটাসপুর ও তাহার মোতালক মহালসকলের নিমিত্তে যে কর্ম্মকার্য্যের কথা বিবরিয়া লেখা গিয়াছে সেই২ কর্ম্মকার্য্যের আঞ্জাম করিবার নিমিত্তে কানুনগো লোকেরা মোকরর্‌ হইবেক ও এই ধারানুসারে ঐ আইনের লিখিত সমস্ত হুকুম উপরের লিখিত জিলা সকলেতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

এই ধারার লিখিত

এই ধারানুসারে জিলা চব্বিশপরগনা ও নদীয়া ও যশোহর ও ঢাকা জলালপুর ও

বাকরগঞ্জেতে

জিলাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত কথা চলিবার কথা।

বাকরগঞ্জেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত কথা জারী ও চলন হইবেক ইতি।

Vol. VI. 362.

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

শ্রীযুত নওয়ার গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে২ লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহারদিগকে কয়েদরাখণের প্রকার নিরূপণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের তারিখ ৭ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২৬ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ১৬ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৫ সালের ২৭ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৫ সালের ২ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৩ সালের ৩০ জমাদীয়ল্ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকার ও অন্য প্রধানেরদিগের সরকারের মধ্যেতে যে সকল কৌল করার হইয়াছে তাহার নিয়ম দৃঢ়হওনের নিমিত্তে ও হিন্দুস্থানের মধ্যের যে২ প্রধানেরদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা সরকারের কর্ত্তব্য তাঁহারদিগের দেশ উদ্বেগরহিত হইবার জন্যে এবং সরকারের শাসিত দেশের মধ্যেতে ভিন্নাধিকারের দুরাশয় শত্রুদিগের শত্রুতাক্রমে কি অধিকারের মধ্যের দুশ্চরিত্র বিপক্ষ লোকদিগের দুঁদ্যামীতে যে২ হঙ্গামা হয় তাহার নিবারণ হইবার নিমিত্তে ও সরকারের হিতজনক অন্য২ হেতুপ্রযুক্ত কখন২ কোন২ ব্যক্তিকে তাহারদিগের মোকদ্দমা কোন কাছারীতে উপযুক্ত২ দলীল না থাকন কিম্বা আদালতের বিচারযোগ্য না হওনহেতুক অথবা অন্য২ কারণপ্রযুক্ত উপস্থিতহওয়া অসঙ্গত ও অবিহিত বোধ হইলেও কয়েদ রাখা আবশ্যক হয় ও ইহা উচিত বোধ হইতেছে যে উপরের লিখিত সমস্ত প্রকারেতে যে২ হুকুম ও অনুমতি হয় তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হয় ও যেহেতুক আদালত ও ইনসাফের ফলোদয় ইহা হইলে হয় যে যদি কোন ব্যক্তিকে তাহার মোকদ্দমা আদালতের কাছারীতে উপস্থিত হওনবিনা কয়েদ রাখা যায় তবে এমত ব্যক্তির কয়েদের হুকুমহওনের হেতু সকল পুনঃপুনঃ বিবেচনা করিয়া দেখা যায় ও কয়েদী ব্যক্তি হুকুমহওনের হেতু কথা ও তাহার মতাচরণ করণের প্রকারসম্বলিত আরজী সকল সময়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে করিতে পারে এবং ঐ ফলোদয় হইবার নিমিত্তে ইহাও আবশ্যক যে এই আইনের নিয়মের মতে কয়েদহওয়া কয়েদীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকনের বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ রাখা যায় ও তাহার ও তাহার পরিবারের খোরাকপোশাকের নিমিত্তে যত টাকা তাহার পদের দৃষ্টে উপযুক্ত বোধ হয় তাহা মোকরর্ করিয়া তাহাকে দেওয়া যায় ও উপরের লিখিত কারণ ও হেতুপ্রযুক্ত কখন২ আদালতের কোন কাছারীর বিনাতজবীজে কলিকাতার হুকুমের

ভাবে

তাবে দেশের জমীদার ও তালুকদার ও অন্যং লোকদিগের ভূমি ও স্থাবরবস্তু ক্রোক করা গিয়া ক্রোকের মুদ্দত গত না হওনপর্য্যন্ত তাহার বন্দোবস্তের কর্ম্মনির্ব্বাহের ভার ভূমির মালগুজারীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগকে দেওয়া যায় ও সরকারের খাস হুকুমেতে যেং লোকের ভূমি ক্রোক হয় তাহারদিগের ওয়াজিবী মুনাফা ও হকের কিছু হানি যাহাতে না হয় এমত কএক দাঁড়া ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করা উচিত ও বিহিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে তাহা কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমেতেযেং লোক কয়েদ হয় তাহার দিগকে কয়েদ রাখণের প্রকার নিরূপণের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি এই আইনের হেতুবাদে লিখিত হেতুপ্রযুক্ত কৌন্সেলের বৈঠকেতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কোন ব্যক্তিকে তাহাকে কয়েদ রাখণের সময়ে তাহার মোকদ্দমা আদালতের কোন কাছারীতে উপস্থিতহওনের মনস্থ হওন ব্যতিরেকে কয়েদ রাখা বিহিত বোধ হয় তবে ঐ ব্যক্তিকে কয়েদ করিবার নিমিত্তে ঐ শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলহইতে যে কার্য্যকারকের প্রতি ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে হেফাজতে রাখিবার ভার হয়সেই কার্য্যকারকের নামে চীফ্ সেক্রেটারিসাহেবের দস্তখতে কিম্বা অন্যং কোন সেক্রেটারিসাহেবের দস্তখতে এক তাকিদী পরওয়ানা হইবেক ইতি।

পরওয়ানার শরওয়া।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ পরওয়ানা নীচের লিখিতব্য শরওয়ামতে লেখা যাইবেক।

তাকিদী পরওয়ানা বনামে অমুক।

কৌন্সেলের বৈঠকেতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বিহিত বিবেচনায় উপযুক্ত হেতুপ্রযুক্ত অমুককে অমুক স্থানেতে কয়েদ রাখা উপযুক্ত বোধ হইল অতএব তোমার প্রতি ঐ শ্রীযুতের বিহিত বিবেচনাক্রমে হুকুম হইল যে ঐ ব্যক্তিকে আপন হেফাজতে রাখিবা ও শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হওয়া হুকুমের ও ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৩ আইনের লিখিত নিয়মের মতে ঐ ব্যক্তির পক্ষে ব্যবহার করিবা ফোর্ট উলিয়মহইতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুমে এই পরওয়ানা হইল ইতি।

দস্তখৎ অমুক চীফ্ সেক্রেটারি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে এমত ২ কয়েদীকে কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যের কোন কিলা অর্থাৎ গড়ে কি জেলখানায় অথবা অন্য স্থানেতে কয়েদ রাখিবার নিমিত্তে উপরের প্রকরণের লিখিত পরওয়ানাই মাতবর দস্তাবেজ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যাঁহারদিগের হেফাজতে এমতং কয়েদী থাকে তাঁহারদিগের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে নিরূপিত সময়ে কৈফিয়ৎ পাঠাইতে হইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে যে কার্য্যকারকের প্রতি এমত কয়েদীকে হেফাজতে রাখিবার ভার হয় তাঁহার আবশ্যক যে প্রতিবৎসর জানুআরি মাসের ১ তারিখে ও জুলাই মাসের ১ তারিখে এমত কয়েদীর ধারা ও প্রকার ও আচরণের ও শরীরের ও স্বাস্থ্যের ভাবগতিকের কথাসম্বলিত কৈফিয়ৎ পোলিটিকল সেক্রেটারি খ্যাতিতে খ্যাত সাহেবের মারফতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন যে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে তাহা দৃষ্টি ও বিবেচনাকরণের পর কয়েদের মুদ্দতের আধিক্যের কি অল্পতার হুকুম হয় ইতি।

৪ ধারা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ফৌজদারীর সাহেবদিগের হেফাজতে থাকা এমত কয়েদীদিগকে নিরূপিত দওরার সময়ে দেখিতে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি উপরের লিখিত কোন কয়েদী কোন জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হেফাজতে থাকে তবে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের আবশ্যক যে নিরূপিত দওরার সময়েতে ঐ কয়েদীকে দেখিতে যান ও এমত কয়েদীর বিষয়ে তাঁহার বিবেচনায় যে সকল হুকুম উপযুক্ত বোধ হয় তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হওয়া হুকুমের অন্যমত না হইলে সেই সকল হুকুম দেন্ ইতি।

যে কার্য্যকারক জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্ না হন তাঁহার জিম্মাথাকা এমত কয়েদীদিগকে দেখিবার নিমিত্তে সরকারহইতে কোন ব্যক্তি মোকররু হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি এমত কোন কয়েদী যে কার্য্যকারক সাহেব জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মে মোকরর্ না থাকেন তাঁহার জিম্মা হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে জিলা কি শহরের ফৌজদারীর সাহেবের কিম্বা দায়েরসায়ের সাহেবের নামে অথবা সরকারের অন্য যে কার্য্যকারকের জিম্মাতে এমত কয়েদী না থাকে তাঁহার নামে এমত হুকুম হইবেক যে নিরূপিত সময়েতে গিয়া ঐ কয়েদীকে দেখিয়া তাহার শরীরের ভাবের ও তাহার পক্ষে যেমত ব্যবহার হইতে থাকে তাহার ভাবগতিকের কথাসম্বলিত কৈফিয়ৎ ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠান্ ইতি।

৫ ধারা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কয়েদীদিগের আরজী পাঠাইবার কথা।

এমত কয়েদী যে কার্য্যকারকের জিম্মা হয় তাঁহার আবশ্যক যে যদি এমত কয়েদীর শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে আরজী পাঠাইবার বাসনা হয় তবে সে আরজী আর যে কৈফিয়ৎ উপযুক্ত হয় তাহার সহিত ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৬ ধারা।

যত শীঘ্র হইতে পারে এমতং কয়েদীদিগের

যে কার্য্যকারকের জিম্মায় এমত কয়েদী থাকে তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ কয়েদী এক্ষণে কি উত্তরকালে তাহার শারীরিক কোন পীড়া জন্মিবার মত শঙ্কাই ও ক্লেশের সহিত কয়েদ

থাকিলে

কয়েদের প্রকার ও শরীরের ও নিবৃত্তির ভাবগতিক সম্বলিত কৈফিয়ৎ ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবার কথা।

থাকিলে তাহার কথা এবং তাহার পদের দৃষ্টে তাহার খরচের নিমিত্তে যাহা মোকরর্ হইয়া থাকে তাহাতে তাহার ও তাহার পরিবারের নির্ব্বাহ হইতে কুলায় কি না তাহার কথাসম্বলিত কৈফিয়ৎ লিখিয়া যত শীঘ্র হইতে পারে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৭ ধারা।

মোকরর্ হওয়া টাকা যথার্থরূপে কেবল কয়েদীর খরচে লাগিবার কথা।

যে কার্য্যকারকের জিম্মায় এমত কয়েদীকে রাখা যায় তাঁহার এ বিষয়েতে পুরা মনোযোগ রাখা আবশ্যক যে এমত কয়েদীর খরচের নিমিত্তে যত টাকা মোকরর্ হইয়া থাকে তাহা কেবল তাহার খরচে লাগে ইতি।

৮ ধারা।

শ্রীযুতের খাস হুকুমেতে এক্ষণে যেং লোক কয়েদ আছে তাহারদিগের সহিত এই ধারার উক্ত ধারার লিখিত নিয়ম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

যে সকল লোক তাহারদিগের পক্ষে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে কয়েদের হুকুম হইয়া এক্ষণে সরকারের শাসিত দেশের মধ্যেতে কয়েদ থাকে তাহারদিগের সহিত এই আইনের ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ ধারার লিখিত নিয়ম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৯ ধারা।

কোন আদালতের বিচার ও নিষ্পত্তি ব্যতিরেক শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের খাস হুকুমে ভূমি কি স্থাবর বস্তু ক্রোকহওনের প্রকার নিরূপণের কথা।

যদি এই আইনের হেতুবাদের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিহিত বিবেচনাতে কোন জমীদারের কিম্বা জায়গীরদারের অথবা তালুকদারের কিম্বা অন্য ব্যক্তির ভূমি ও স্থাবর বস্তু কোন কাছারীতে বিচার ও নিষ্পত্তি হওনব্যতিরেকে ও কোন আদালতে উপস্থিত হওন বিনা তাঁহার হজুরহইতে ক্রোক হইবার হুকুম হওয়া মত হয় তবে এমত হুকুমহওনের হেতু ও তৎসম্পর্কীয় অন্য যেং বৃত্তান্ত জানাইতে হয় তাহার কথাসম্বলিত এক লিখন সেক্রেটারি সাহেবদিগের এক সাহেবের দস্তখৎযুক্তে যে জিলার অধিকারে ঐ ভূমি ও স্থাবর বস্তু থাকে তথাকার জজ ও মাজিস্ত্রেট্সাহেবের ও প্রবিন্স্যালকোর্ট ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ও সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নামে হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

এমতং ভূমির মালগুজারী তহসীলের সিরিশ্তার কার্য্যকারক সাহেবদিগের জিম্মাতে রাখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকারেতে যে সকল ভূমি ও স্থাবর বস্তু ক্রোক হয় তাহা সরকারের যে সকল কার্য্যকারকের প্রতি ভূমির মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মনির্ব্বাহের সিরিশ্তার ভার থাকে তাঁহারদিগের জিম্মা থাকিবেক ও তাঁহারদিগের আবশ্যক যে সরকারের খাস তহসীলের অন্যং ভূমির বন্দোবস্ত ও খাজানা তহসীল যে প্রকার হয় সেই প্রকারে ঐ ভূমির বন্দোবস্ত ও খাজানা উসুল তহসীল করেন্ ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যাবৎ এমতং ভূমি ও স্থাবর বস্তু ক্রোক থাকে তাবৎ তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর লিখিত টাকা কিম্বা দণ্ডওগয়রহের টাকা উসুলের নিমিত্তে বিক্রয় হইবেক না ইতি।

এমতং ভূমি ক্রোক থাকনের কালে ডিক্রী ও গয়রহের টাকা উসুলের নিমিত্তে বিক্রয় না করা যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখিত প্রকারেতে যে তদবীর ও উপায় আদালত ও ইন্সাফের মতানুযায়ী হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুলের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে জানান যাইবেক ইতি।

দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুলের নিমিত্ত শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলহইতে উপায় জানান যাইবার কথা।

১১ ধারা।

যদি শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে এমত বুঝেন্ যে যে সকল হেতু ঐ সকল ভূমি ক্রোকের কারণ হইয়াছিল তাহা সমুদয় রহিত ও নিবৃত্ত হইল ও ঐ সকল ভূমির কার্য্যকর্ম্মের বন্দোবস্তের ভার তাহার মালিককে দেওনেতে সরকারের পক্ষে কিছু নাহি ও ক্ষতি হইবেক না তবে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে মালগুজারী তহসীলের সিরিশ্তার কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের প্রতি ঐ সকল ভূমির ক্রোক বরখাস্ত করিবার ও তাহা সরকারের কার্য্যকারকদিগের জিম্মাথাকনের সময়ে তাহাতে যত টাকা উসুল তহসীল হইয়া থাকে তাহার হিসাব প্রস্তুত করিয়া ভূমির যে মুনাফা ক্রোকের মুদ্দতপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহা ঐ ভূমির মালিককে দিবার হুকুম হইবেক ইতি।

শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে ভূমি খালাস হইলে যে দাঁড়ামত কার্য্য হইবেক তাহার কথা।

VOL. VI. 367.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,
P. M. WYNCH,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

যাহারদিগের উপর অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমৎ হয় তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে হওনের কালে তাহারদিগের অধিককাল কয়েদ থাকনের ক্লেশ নিবারণ করিবার ও কয়েদীদিগের ও যে সকল লোক তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজ সারাহওনপর্য্যন্ত ফৌজদারীর সাহেবের হুকুমে জেরজামিনীতে থাকে তাহারদিগের বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের যে ক্ষমতা থাকিবেক তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের তারিখ ১২ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৫ সালের ৩১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ২২ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৫ সালের ১ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৫ সালের ৭ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৩ সালের ৬ রজবে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যে২ লোক দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের তজবীজকরণের যোগ্য অপরাধের কর্ম্মকরণহেতুক ধরা গিয়া ফৌজদারীর সাহেবদিগের হজুরে তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজহওনের সময়ে ঐ সাহেবদিগের হুকুমে কয়েদ হইয়া থাকে তাহারদিগের মোকদ্দমাসকল রফাহওনেতে অসঙ্গত বিলম্ব না হয় ইহা উচিত বোধ হইতেছে ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের সদর মোকামেতে থাকনের সময়ে অপরাধের কর্ম্মকরণ হেতুক ধরা যাওয়া যে সকল লোক তাহারদিগের মোকদ্দমা আইন্দা দওরাতে রফা নাহওন পর্য্যন্ত ফৌজদারীর সাহেবের হুকুমে কয়েদ কিম্বা জেরজামিনীতে থাকে তাহারা জেলখানাতে কয়েদ থাকিয়া প্রয়োজন মত যে হাজিরজামিনী দরপেশ করিলে ঐ সাহেবদিগের এমত২ লোকের জামিনী লইবার নিমিত্তে ফৌজদারীর সাহেবদিগকে হুকুম দেওয়া উচিত তাহা দরপেশ করণব্যতিরেকে কোন হুকুম দেওনেতে কিছু ফল নাহি বরং অতি হানি আছে বোধ হইতেছে অতএব শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুরকৌন্সেল হইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া ও নিয়মসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ২ দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

যাহারা অপরাধকরণ হেতুক ধরা গিয়া জের তজ

১ প্রথম প্রকরণ।—চলিত আইনানুসারে ফৌজদারীর সাহেবদিগের প্রতি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিরূপিত দওরার সময়ে ইঙ্গরেজী ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া

বীজে ও কয়েদ থাকে তাহারদিগের নামসম্বলিত ফিরিস্তি অবশিষ্ট মতে তৈয়ার করিবার ও তাহা কয়েদীদিগের মোকদ্দমার তজবীজকরণার্থে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বৈঠককরণের প্রথমে তাঁহারদিগের হজুরে দরপেশ করিবার কথা।

করিয়া গুজরাইবার হুকুম আছে কিন্তু এই আইনানুসারে ঐ ফৌজদারীর সাহেবদিগকে এমত হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দহওয়া কয়েদীদিগের মোকদ্দমার তজবীজকরণের নিমিত্তে ঐ সাহেবদিগের বৈঠককরণের সময়ে অপরাধের কর্ম্মকরণহেতুক ধরা যাওয়া যে২ লোকের মোকদ্দমা তজবীজ তাঁহারদিগের হজুরে সারা না হইয়া থাকে তাহারদিগের ফিরিস্তি দরপেশ করেন্ ও ঐ ফিরিস্তিতে নীচের লিখিতব্য কথা লেখা থাকিবেক।

তহসীল।

প্রত্যেক কয়েদীর নাম। তাহারদিগের গ্রেপ্তারীর সময়। দাওয়ার বৃত্তান্ত। ফরিয়াদীর নাম। মোকদ্দমার রোয়দাদ। ও যদি কয়েদী এক মাসের অধিক কয়েদ হইয়া থাকে তবে শেষ হুকুম হইবার বিলম্বের কারণ।

ঐ ফিরিস্তি দেখিয়া দায়েরসায়ের সাহেবদিগের যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব ঐ ফিরিস্তি দৃষ্টি করিয়া যদি উপযুক্ত বুঝেন্ তবে মোকদ্দমার মোতালক ফৌজদারী আদালতের সমস্ত কাগজ তলব করিয়া ঐ সকল কাগজ দৃষ্টিকরণের পরে ঐ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের বিবেচনায় মোকদ্দমা রফা হওয়া মৌকুফ থাকিবার কোন মাতবর হেতু না পাওয়া যায় তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ফৌজদারীর সাহেবকে এমত হুকুম দেন্ যে মোকদ্দমার তজবীজ সারা করেন্ কিম্বা যদি মোকদ্দমা কেবল তাঁহার বিচারযোগ্য হয় তবে আপনি তাহাতে শেষ হুকুম দেন্ অথবা মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দকরণের মাতবর কোন হেতু থাকিবে ইঙ্গরেজী ফিরিস্তিতে সে মোকদ্দমা অবশিষ্টরূপে লিখিয়া দায়েরসায়েরী আদালতে দরপেশ করেন্ ইতি।

কয়েদী কি কয়েদীদিগের বিষয়ে শেষ হুকুম না হওনের যে২ হেতু ফৌজদারীর সাহেবেরা দরপেশ করেন দায়েরসায়ের সাহেবেরা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত ক্ষমতা কেবল এই আশয়ে দেওয়া গেল যে অপরাধের কর্ম্মকরণহেতুক ধরা যাওয়া লোকদিগের মোকদ্দমার তজবীজ ফৌজদারী আদালতের সাহেবের হজুরে হওনের কালে কোন মাতবর হেতু থাকনব্যতিরেকে ঐ সকল লোক অধিককাল কয়েদ থাকিয়া ক্লেশ না পায় অতএব দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের আবশ্যক যে কয়েদী কি কয়েদীদিগের পক্ষে শেষ হুকুম না হওনের যে সকল হেতু ফৌজদারী আদালতের সাহেব দরপেশ করেন সর্ব্বদা তাহা মনোযোগ ও বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং এমত২ প্রকারেতে ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম দিবার সময়ে কয়েদীদিগের আহোয়াল ও তাহারদিগের কয়েদের মুদ্দতেতে দৃষ্টি করিয়া তাহারদিগের বিষয়ে দাওয়াপূর্ব্বক ন্যায় মতানুসারে কার্য্য করেন ও যে ইনসাফ অর্থাৎ ন্যায়েতে সকলেরি হক হয় তাহার অন্যথা না করেন ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সা

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ২৩ ধারানুসারে দায়ের সায়েরী

সায়েরী আদালতের দুই জন কি তাহাহইতে অধিক সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সদর মোকামে তাঁহারদিগের হজুরে দরখাস্ত দাখিল ও তাঁহারদিগের মত হইলে সমস্ত মোকদ্দমার রুবকারীর মিছিল ফৌজদারীর সাহেবের নিকটহইতে তলব করিয়া তাঁহারদিগের বিবেচনায় যে হুকুম উপযুক্ত বোধ হয় তাহা চলিত আইনের মতানুযায়ী হইলে সেই হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু ঐ আইন ঐ ধারানুসারে ঐ সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল এ আইনানুসারে নীচের লিখিত প্রকারেতে তাহা নিরূপণ হইল ইতি।

লের ৯ আইনের ২৩ ধারানুসারে দায়েরসায়ের সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাহার নিরূপণ হওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—অপরাধের কর্ম্মকরণহেতুক ধরা যাওয়া কোন ব্যক্তি যদি কোন জিলা কি শহরের ফৌজদারীর সাহেবের হুকুমমতে কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি ফৌজদারীর মোতালক কর্ম্মকার্য্যকরণের ভার থাকে তাঁহার হুকুমমতে তাহার মোকদ্দমার তজবীজ আইন্দা দওরাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের নিকটে না হওন পর্য্যন্ত কয়েদ হইয়া কিম্বা জের জামিনীতে রহিয়া থাকে তবে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের সদর মোকামেতে থাকনের সময়ে এমত ক্ষমতা নাহি যে ফৌজদারীর সাহেবের হুকুম রদ করেন কিম্বা কয়েদ কি জের জামিনীতে থাকা এমত২ ব্যক্তির মোকদ্দমা নিরূপিতমতে তজবীজ হওনের ব্যাঘাত যাহাতে হয় এমত অন্য কোন তদবীর করেন ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের সদর মোকামে থাকনের সময়ে অপরাধিদিগকে মোকদ্দমার তজবীজহওনের পূর্ব্বে কয়েদ রাখণের বিষয়ে ফৌজদারীর সাহেবের দেওয়া হুকুম রদ করিতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে সদর মোকামেতে দায়েরসায়েরী আদালতে যে দুই সাহেব কি তাহাহইতে অধিক সাহেব থাকেন এমত২ প্রকারেতে তাঁহারদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণের অনুসারে যে ক্ষমতা ছিল এক্ষণেও তাঁহারদিগের সেই ক্ষমতা থাকিল ও তাহা এই যে যে অপরাধের কর্ম্মকরণহেতুক আসামী ধরা গিয়া তাহার পক্ষে তাহার মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতের সাহেবের নিকটহইতে রফা নাহওন কালপর্য্যন্ত কয়েদ থাকনের হুকুম হইয়া থাকে দায়েরসায়েরী আদালতের যে সাহেবেরা সদর মোকামেতে থাকেন তাঁহারদিগের যদি এমত বোধ হয় যে ঐ অপরাধ জামিনীর যোগ্য বটে তাহাতে যদি চলিত আইনেতে এমত জামিনী মঞ্জুরকরণের হুকুম স্পষ্ট লেখা না থাকে তথাপি যদি প্রবল হেতুপ্রযুক্ত আপন বিহিত বিবেচনাতে সে আসামীর স্থানে জামিন লওয়া উপযুক্ত জানেন তবে এমতে ঐ সাহেবেরা ফৌজদারীর সাহেবকে এ বিষয়ের হুকুম দিবেন যে যদি ঐ আসামী আইন্দা দওরাতে হাজির হইয়া মোকদ্দমার জওয়াব দিবার জামিন উপস্থিত করে তবে তাহার কয়েদ মাফ করিয়া তাহার স্থানে জামিন লন ইতি।

জামিনীর যোগ্য মোকদ্দমাতে জামিনী লইতে ফৌজদারীর সাহেবদিগ্কে হুকুম দিতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে কোন আসামী তাহার মোকদ্দমা সমাধা নাহওনপর্য্যন্ত জের জামিনীতে থাকে সে যদি দায়েরসায়েরী আদাসতের যে দুই কিম্বা ততোধিক সাহেব সদর মোকামেতে থাকেন তাঁহারদিগের হজুরে আপনার স্বয়ং হাজিরহওয়া মাফ হইবার ও মোকদ্দমা উপস্থিতহওনের সময়ে নিরূপিত মতে মোকররকরা উকীলের দ্বারা দাওয়ার জওয়াব দিবার দরখাস্ত দাখিল করে ও ঐ দরখাস্ত দেখিয়া আসামীর স্বয়ং হাজির

জের জামিনে থাকা লোকদিগের আদালতে স্বয়ং হাজির না হইয়া উকীল হাজির করিবার দরখাস্ত মঞ্জুর হইবার কথা।

হওয়া

নিয়মের কথা।

হওয়া মাফকরণের উপযুক্ত হেতু পাওয়া যায় তবে ঐ সাহেবেরা সে দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি দায়েরসায়ের সাহেবদিগের হজুরহইতে এমত মঞ্জুরীর হুকুম হয় তথাপি যে দায়েরসায়েরের সাহেবের প্রতি মোকদ্দমার তজবী জকরণের ভার থাকে আদালতের মুফ্তীর ফতওয়ার দ্বারা ইহা শরার সহিত ঐক্য বোধ হইলে কিম্বা আদালত ও ইন্সাফের ফল প্রাপ্তিহওনের নিমিত্তে তাহার হাজির হওয়া আবশ্যক জানা গেলে ও তাঁহার ঐ আসামীর হাজির হইবার হুকুম দিতে পুরা ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

ধারা।

জেরজামিনে থাকা লোকেরা দায়েরসায়েরী আদালতে হাজির না হইতে ফৌজদারীর সাহেবের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যাহার স্থানে তাহার দায়েরসায়েরী আদালতে হাজির হইবার নিমিত্তে জামিন লওয়া গিয়া থাকে সে যদি নিরূপিত সময়ে হাজির না হয় তবে ফৌজদারীর সাহেবের আবশ্যক যে এমত আসামীর জামিন কি জামিনদিগকে তাহাকে হাজির করিবার হুকুম দেন্ আর যদি জামিনেরা তাহাকে হাজির করিতে না পারে তবে ঐ সাহেব এ বিষয়ে তাহার হাজির না হওনের যেং কারণ তাহার জামিন কি জামিনেরা কহে তাহার সহিত যে দায়েরসায়ের সাহেব সে দওরাতে বৈঠক করেন তাঁহাকে এত্তেলা করিবেন ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব সমস্ত কথা বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ ফৌজদারী আদালতের সাহেবের নামে জামিন কি জামিনদিগের স্থানে জামিনীনামার লিখিত টাকা উসুল করিবার কিম্বা জেরজামিনে থাকা আসামীকে হাজির করিবার নিমিত্তে জামিন কি জামিনদিগকে অধিক মিয়াদ দিবার নিমিত্তে হুকুম দেন্ ইতি।

জামিন কি জামিনদিগের স্থানে দণ্ডের টাকা উসুল করিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব ফৌজদারী আদালতের সাহেবের দরপেশকরা কৈফিয়ৎ দৃষ্টিকরণের পর জামিনীনামার লিখিত টাকা উসুল করিবার হুকুম দেন্ তবে ফৌজদারী আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর লিখিত টাকা উসুলকরণের নিরূপিত দাঁড়ামতে জামিন কি জামিনদিগের মাল আমওয়াল ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া তাহারদিগের স্থানে দণ্ডের টাকা উসুল করেন ও যদি ঐ টাকা জামিন কি জামিনেরা না দেয় কি তাহারদিগের মালআমওয়ালহইতে উসুল হইতে পারিবেক না বোধ হয় তবে ফৌজদারীর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ জমিনদিগকে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে জিলার দেওয়ানী আদালতের জেহলখানাতে কয়েদ রাখিবার হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।

VOL. VI. 372. সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,
P. M. WYNCH,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সাল ৭ সপ্তম আইন।

হিন্দুস্থানের মধ্যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে বন্দর ও মোকামেতে ভিন্নাধিকার দেশের লোকদিগের তেজারতের কারবার হইবার বিষয়ে এক্ষণে যেং আইন চলন আছে তাহার লিখিত কোনং হুকুম রদ করিবার ও এ বিষয়েতে বিলায়তের মোখ্তারকার সাহেবদিগের হজুরহইতে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা জারী করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের তারিখ ২৮ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৫ সালের ১৩ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ১২ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৫ সালের ১৪ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৫ সালের ১২ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩৩ সালের ২৫ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

হিন্দুস্থানের মধ্যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে বন্দর ও মোকামেতে ভিন্নাধিকার দেশের লোকদিগের তেজারতের কারবার হইবার নিমিত্তে বিলায়তের মোখ্তারকার সাহেবদিগের হজুরহইতে এক আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে এই আইনানুসারে নীচের লিখিতব্য দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

এই ধারার লিখিত আইনের লিখিত কোনং হুকুম রদ হইবার ও তাহার বদলে নীচের লিখিতব্য আইন নির্দ্দিষ্ট হওনের কথা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ৩ আইনের ২ ও ৩ ধারা ও ১৮১২ সালের ৬ আইন ও ১৮১৬ সালের ২০ আইন এই ধারানুসারে রদ হইল ও নীচের লিখিতব্য যে আইন বিলায়তের মোখ্তারকার সাহেবদিগের হজুরহইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার লিখিত হুকুম কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

শিরনামা।

হিন্দুস্থানের মধ্যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে মোকামসকলের ও যে সকল দেশাধিপতিদিগের ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের সরকারের সহিত একবাক্যতা আছে সে সকল দেশের মধ্যেতে তেজারতের কারবার হইবার নিমিত্তে এই আইন বিলায়তের মোখ্তারকার সাহেবদিগের হজুরহইতে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের তারিখ ৩১ দিসেম্বরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সাল ৭ সপ্তম আইন।

হেতুবাদ।

দোর্দ্দণ্ডাখণ্ড প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রতাপান্বিত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ শ্রীলশ্রী তৃতীয় জর্জ্জের জলুসী ৩৭ সালের নির্দ্ধারিত ৫৩ আইনের অনুসারে বিলায়তের মোখ্তারকার সাহেবদিগকে হিন্দুস্থানের মধ্যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে মোকামসকলের ও আর২ যে সকল দেশের অধিপতিদিগের ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের সরকারের সহিত একবাক্যতা আছে সে সকল দেশের মধ্যেতে তেজারতের কারবার হইবার বাবৎ কোন২ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার ক্ষমতার্পণ হইয়াছে অতএব ঐ সাহেবদিগকে ঐ আইনানুসারে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে তাঁহারদিগের হজুরহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া হিন্দুস্থানের মধ্যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে মোকামসকলের ও আর২ যে সকল দেশের অধিপতিদিগের ঐ বাদশাহের সরকারের সহিত একবাক্যতা আছে সে সকল দেশের মধ্যে তেজারতের কারবার হইবার বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইতি।

যে২ ফিরিঙ্গী জাতিরা হিন্দুস্থানদেশে বন্দর কি কুঠী রাখেন তাঁহারদিগের বিলায়তী জাহাজ যে সকল দাঁড়ানুসারে হিন্দুস্থানের মধ্যে ইঙ্গরেজবাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশসকলের মধ্যগত বন্দরেতে যাইবে ও আসিবেক তাহার কথা।

১ প্রথম।— জানান যাইতেছে যে যে২ ফিরিঙ্গী জাতিরা হিন্দুস্থানের মধ্যে বন্দর কি কুঠী রাখেন এবং ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের সরকারের সহিত একবাক্যতা রাখেন তাঁহারদিগের বিলায়তী জাহাজ বরাবর আপন২ দেশহইতে কিম্বা হিন্দুস্থানের মধ্যের কোন স্থানহইতে ঐ হিন্দুস্থানের মোতালক সরকারের শাসিত দেশের মধ্যের কোন বন্দরেতে বিনাবাধা ও বিরোধে যাইতে ও আসিতে পারিবেক ও ঐ সকল জাহাজের লোকদিগের পক্ষে সুব্যবহার করা যাইবেক ও তাহারা ঐ সকল স্থানের নির্দ্ধারিত দাঁড়ার মতে আমদানী ও রফ্তানীর জিনিসের তেজারৎ করিতে পারিবেক কিন্তু তাহাতে এই নিয়ম আছে যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ও অন্য কোন সরকার কি দেশের মধ্যেতে লড়াই উপস্থিতহওনের সময়ে তাহারা ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের বিশেষ অনুমতিব্যতিরেকে লড়াইয়ের দ্রব্যজাত কি জাহাজের সরঞ্জাম অথবা শোরা কি চাউল ঐ২ মোকাম ও বন্দরহইতে কোন প্রকারে লইয়া যাইতে পারিবেক না ও জানান যাইতেছে যে তাহারদিগের হিন্দুস্থানের মধ্যের কোন দেশের কোন বন্দর কি স্থানেতে যাওনের মনস্থ হইলে ছাড়িয়া দিবার এক হুকুমনামা করিয়া লইতে হইবেক কিন্তু যদি বিলায়তে যাইবার মনস্থ করে তবে তাহারদিগের আবশ্যক যে ঐ জাহাজ বিলায়তের যে দেশের হয় সেই দেশে যাইবার কথাসম্বলিত ছাড়িয়া দিবার এক হুকুমনামা লইয়া বরাবর সেই দেশেতে যায় ইতি।

২ ধারা।

যে২ ফিরিঙ্গী জাতিরা হিন্দুস্থান দেশেতে বন্দর কি কুঠী না রাখেন তাঁহারদিগের বিলায়তী জাহাজের বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে২ ফিরিঙ্গীজাতিরা হিন্দুস্থানদেশের মধ্যে বন্দর কি কুঠী না রাখেন যদি সেই২ জাতীয় লোকেরা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের সরকারের সহিত একবাক্যতায় থাকেন তবে তাঁহারদিগের বিলায়তী জাহাজসকল হিন্দুস্থানের মধ্যে সরকারের তাবে যে সকল দেশ আছে তাহার মধ্যের কোন বন্দরেতে অবাধে যাইতে ও আসিতে পারিবেক ও ঐ সকল জাহাজের লোকদিগের পক্ষে সুব্যবহার করা যাইবেক ও তাহারা ঐ

সকল

সকল স্থানের নির্দ্ধারিত দাঁড়ার মতে আমদানী ও রফ্তানীর জিনিসের তেজারৎ করিতে পারিবেক এই নিয়মে যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের ও অন্য কোন সরকার কি দেশের মধ্যেতে লড়াই উপস্থিত হওনের সময়ে তাহারা ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের বিশেষ অনুমতিব্যতিরেক লড়াইয়ের দ্রব্যজাত ও জাহাজের সরঞ্জাম অথবা শোরা কি চাউল ঐ কোন মোকাম কি বন্দরহইতে কোন প্রকারে লইয়া যাইতে পারিবেক না কিন্তু যদি পথের মধ্যে আপদবিপদহওনপ্রযুক্ত খাদ্য ও পেয় দ্রব্য লইবার কি জাহাজের মেরামৎ করিবার যে অত্যাবশ্যক ঐ জাহাজের লোকদিগের সাবুদ করিতে হইবেক তাহা হয় তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে ঐ সকল জাহাজ বন্দরের পথের মধ্যের কোন বন্দর কি স্থানহইতে বরাবর ইঙ্গরেজ বাহাদুরের হিন্দুস্থানের মধ্যগত দেশেতে লইয়া আইসে ইতি।

উপরের প্রকরণের লিখিত জাহাজেতে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের হিন্দুস্থানের মধ্যের শাসিত কোন দেশহইতে আপনং দেশভিন্ন অন্য কোন স্থানে জিনিস লইয়া যাইতে নিষেধের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখিত বিলায়তী কোন জাহাজে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের হিন্দুস্থানের মধ্যগত দেশহইতে কোন রকম জিনিস লইয়া গিয়া তাহা আপনং দেশের মধ্যের বন্দর কি স্থানভিন্ন অন্য কোন বন্দর কি স্থানেতে উঠাইতে পারিবেক না এবং সমুদ্রের হিন্দুস্থান দেশের কিনারায় তেজারতের কারবার করিতে পারিবেক না কিন্তু যে সকল জাহাজ আপন ২ দেশহইতে বোঝাইকরা সমস্ত কি কতক জিনিস সুদ্ধা ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের এক বন্দরহইতে ঐ সরকারের অন্য বন্দরে যায় সে সকল জাহাজ ঐ নিষেধের শামিল বোধ করা যাইবেক না ইতি।

যে সকল জাহাজ ঐ নিষেধের মধ্যে নহে তাহার কথা।

ঐ সকল জাহাজ ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত উপরের উক্ত কোন দেশহইতে হিন্দুস্থানের মধ্যে ইঙ্গরেজভিন্ন কোন ফিরিঙ্গীজাতির থাকিবার মোকামে কি আমেরিকার মধ্যের কোন রাজস্থান কি রাজধানীর অধিকারে খালী কি জিনিস বোঝাই সুদ্ধা যাইতে এবং কলিকাতা যাওনের নিমিত্তব্যতিরেকে হুগলী নদীর মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ সকল জাহাজের ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত উপরের লিখিত কোন দেশহইতে ইঙ্গরেজভিন্ন কোন ফিরিঙ্গী জাতির থাকিবার কোন মোকামে কিম্বা আসিয়া দেশের কোন রাজস্থান কি রাজধানীর অধিকারেতে খালী কি জিনিস বোঝাই সুদ্ধা পূর্ব্বের উক্ত যে আবশ্যকতা ঐ সকল জাহাজের লোকদিগের সাবুদ করিতে হইবেক তাহা হওনব্যতিরেকে যাইতে পারিবেক না এবং তেজারতের কারবার করিবার কি খাদ্য ও পেয় দ্রব্য লইবার অথবা জাহাজ মেরামৎ করিবার মনস্থে কলিকাতাতে যাওনের নিমিত্তব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে হুগলী নদীর এতাবতা গঙ্গার মধ্যে আসিতে পারিবেক না ইতি।

ঐ সকল জাহাজ আপনং দেশে যাইবার সময় যে বিলায়তের দেশের জাহাজ হয় সেই দেশে

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যখন উপরের লিখিত জাহাজ আপনং দেশেতে রওয়ানা হয় তখন কর্ত্তব্য যে ঐ সকল জাহাজ যে বিলায়তের দেশের হয় সেই দেশেতে যাইবার কথা সম্বলিত ছাড়িয়া দিবার হুকুমনামা তাহাতে দেওয়া যায় ইতি।

৩ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের হিন্দুস্থানের মধ্যের কোন বন্দর ও মোকামের ও আমেরিকা দেশের কোন মোকাম ও বন্দরের মধ্যেতে তেজারতের কারবার যে তেজারতের নিয়মপত্র ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ শ্রীল শ্রী তৃতীয় জর্জের ও আমেরিকার একত্রীভূত দেশনামে খ্যাত আমেরিকা দেশের কর্ম্মকর্ত্তা দিগের

মধ্যে

মধ্যে স্থির হইয়া ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ৩ জুলাইতে লেখা গিয়া ইঙ্গলণ্ড দেশের রাজ ধানী লণ্ডনশহরে তাহাতে উভয় পক্ষের দস্তখৎ হইয়াছে সেই নিয়মপত্রের লিখিত নিয় মসকলের মতে হইতে থাকিবেক ইতি।

যাইবার কারণ ছাড়িয়া দিবার হুকুমনামা দেওয়া যাইবার কথা।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে কোন মোকাম ও বন্দরের ও আমেরিকার মধ্যের কোন মোকাম ও বন্দরের মধ্যেতে যে নিয়মমতে তেজারতের কারবার হইবেক তাহার কথা।

উপরের লিখিত দাঁড়ানুসারে এমত বুঝা না যায় যে এক্ষণকার চলিত আইনের যে সকল কথানুসারে ভিন্নাধিকার দেশের লোকদিগের মধ্যে ও ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সর কারের তাবে বন্দর ও মোকামের মধ্যে তেজারতের কারবার হইবাতে তেজারতী জিনি সের উপর মাসুল মোকরর্ হইয়াছে সেই২ কথার কিছু ফেরফার হইল ইতি।

এক্ষণকার চলিত আইনের অনুসারে নিরূপণহওয়া মামুলের কিছু ফেরফার হইল ইহা এই আইনের লিখিত দাঁড়ার অনুসারে না বুঝিবার কথা।

VOL. VI. 376.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণের লিখিত কথার কতক রদ করিবার ও ফেয়ালজামিনীর বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনেতে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কোন২ হুকুম শুধরিবার এবং এক্ষণে যে সকল কয়েদী ফেয়ালজামিনী ও হাজিরজামিনী না দেওনহেতুক কয়েদ আছে তাহারদিগের মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টিকরণের হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের তারিখ ২৮ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৫ সালের তারিখ ১৩ ভাদ্রু মওয়াফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ১২ ভাদ্রু মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৫ সালের ১৪ ভাদ্রু মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৫ সালের ১২ ভাদ্রু মোতাবেকে হিজরী ১২৩৩ সালের ২৫ শহর শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ধারার ৬ প্রকরণের লিখিত কথার মধ্যে কতক রদকরা উচিত বোধ হইল এবং যে সকল লোকের গুজরাণের প্রকারেতে সন্দেহ হয় তাহারদিগের কিম্বা মশহূর বদমাইশ লোকদিগের কিম্বা যাহারদিগ্‌কে ফেয়ালজামিনী না লইয়া ছাড়িয়া দেওয়াতে বিরুদ্ধ ও হানি হইতে পারে তাহারদিগের স্থানে ফেয়ালজামিনী তলবকরণের হুকুম দিবার বিষয়ে ইহার পরে মাজিস্ত্রেটসাহেবদিগকে ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগ্‌কে ও সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক তাহা নিরূপণকরা আবশ্যক হইল এবং এক্ষণে যে সকল কয়েদী ফেয়ালজামিনী ও হাজিরজামিনী না দেওয়াতে কয়েদ আছে তাহারদিগের মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টি করিবার বিষয়ে হুকুম নির্দ্দিষ্টকরা উচিত হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণের লি

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণে লিখিত যে হুকুমের দ্বারা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা যে সকল লোকের উপর নিরূপিত অপরাধকরণের তহমৎ হয় কিন্তু সাবুদ না হয় তাহারদের ঐ অপরাধের কর্ম্মকরণের

বিষয়ে

খিত হুকুমের কতক রদ হওনের কথা।

বিষয়ে দৃঢ় সন্দেহ হওন হেতুক ফেয়ালজামিনী তলব করিবার হুকুম দিতে পারিবার অর্থে লেখা যায় তাহা রদ হইল ও ঐ সাহেবদিগকে নিষেধ করা যাইতেছে যে উত্তরকালে এমত২ লোকের ফেয়ালজামিনী দিবার বিষয়ে হুকুম না দেন্ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতের ও সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা তাঁহারদিগের হজুরে যাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজ হয় তাহারদিগের মশহূর বদমাইশী সাবুদ হইলে ফেয়াল জামিনী দিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত হুকুমেতে এমত বোধ না হয় যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা ও সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে সকল কয়েদীদিগের মোকদ্দমার তজবীজহওনের পরে যে অপরাধকরণের তহমৎ তাহারদিগের উপর হইয়াছিল তাহা সাবুদ না হওনহেতুক তাহারদিগের খালাসীর হুকুম হয় যদি এমত২ মোকদ্দমার সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর দ্বারা ইহা বোধ হয় যে ঐ সকল কয়েদীরা মশহূর বদমাইশ কি তাহারদিগকে ফেয়ালজামিনী না লইয়া খালাসী দিলে বিরুদ্ধ ও হানি হইবেক তাহারদিগের স্থানে ফেয়ালজামিনী তলব করিতে পারিবেন না ও জানা কর্ত্তব্য যে এমত২ প্রকারেতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরা ও সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা এই আইনের ৯ ও ১০ ধারার লিখিত হুকুমের মতে প্রত্যেক মোকদ্দমার উপযুক্ত যে২ হুকুম হয় তাহা দিতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ও দায়েরসায়েরী আদালতের ও সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা মশহূর বদমাইশ লোকের স্থানে ফেয়ালজামিনী তলবকরণের নিমিত্তে যে২ হুকুম দিবেন তাহার বেওরার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যে২ প্রকারেতে কোন ব্যক্তির স্থানে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের অথবা সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে ফেয়ালজামিনী তলবকরণের অর্থে হুকুম হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কিম্বা অন্য যে২ আদালতহইতে এমত হুকুম হয় সেই২ আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে ফেয়ালজামিনীর টাকার ও জামিনের সংখ্যা নিরূপণ ও যে মিয়াদপর্য্যন্ত জামিনদিগের শিরে ঐ কয়েদীর সদ্ব্যবহার ও আচরণকরণের জওয়াব দিবার দায় থাকিবেক সে মিয়াদের নিরূপণ ঐ হুকুমেতে স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

ফেয়ালজামিনী না দেওনেতে যে মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদী কয়েদ থাকিবেক তাহা নিরূপণহওনের কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যে২ প্রকারেতে ঐ সকল কয়েদীর ফেয়ালজামিনী দিবার হুকুম হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে তাহারা ফেয়ালজামিনী না দেওনমতে যে মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবেক সে মিয়াদের নিরূপণ হয় কিন্তু যদি ইহা জানা যায় যে কোন কয়েদী মশহূর ডাকাইত কিম্বা এমত বদমাইশ যে তাহাকে ফেয়ালজামিনী না লইয়া ছাড়িয়া দিলে বিরুদ্ধ ও হানি হইবেক স্পষ্ট বোধ হয় তবে তাহার পক্ষে এমত মিয়াদ নিরূপণ হইবেক না ইতি।

৫ ধারা

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কি

১ প্রথম প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা

সদর

সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের অনুমতি ও পরামর্শ লওনব্যতিরেকে যে কোন কয়েদীর পক্ষে ফেয়ালজামিনী না দেওনপর্য্যন্ত কয়েদথাকনের হুকুম হইয়াছে তাহাকে খালাসকরণের বিষয়ে ঐ হুকুম তাঁহারদিগের কি অন্য যে সাহেবকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের ক্ষমতার্পণ হইয়া থাকে তাঁহার হজুরহইতে হইয়া থাকিলে আপনারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতামত কার্য্য করিতে পারিবেন কিন্তু মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের আবশ্যক যে ঐ ক্ষমতামত কার্য্য করিতে হইলে কোন প্রকারে আপন খাতিরজমা এ বিষয়ে করেন যে ঐ কয়েদীকে ছাড়িয়া দিলে কোন বিরুদ্ধ ও হানি হইবেক না।

অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবের ক্ষমতা রাখেন তিনি দায়েরসায়ের সাহেবদিগের ও সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের অনুমতি লওনবিনা ফেয়ালজামিনী না দেওয়াতে কয়েদথাকা কয়েদীকে খালাসকরণেতে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণ হওয়া ক্ষমতার কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের চিত্তে এমত লয় যে ফেয়ালজামিন না দেওনহেতুক দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুমেতে কয়েদথাকা কোন কয়েদী ফেয়ালজামিন দেওনবিনা খালাস হইতে পারে ও তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াতে কোন বিরুদ্ধ ও হানি হইবেক না তবে সেই মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আবশ্যক যে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ১১ ধারার লিখিত হুকুমমত ঐ কয়েদীর মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে আইন্দা দওরার সময়ে দরপেশ করেন কিম্বা ঐ মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ আপন মতের কথাসহিত লিখিয়া যে আদালতহইতে ফেয়ালজামিনী দিবার হুকুম হইয়া থাকে সেই আদালতের সাহেবদিগের হজুরে তাঁহারদিগের হজুরহইতে হুকুম হইবার নিমিত্তে ঐ কয়েদীকে খালাসকরণের পূর্ব্বে অতিশীঘ্র পাঠাইয়া দেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবরা ফেয়ালজমিন দেওয়াতে দায়েরসায়ের সাহেব কি সদর নিজামতের সাহেবদিগের হুকুমে কয়েদথাকা কোন কয়েদীর পক্ষে আপন ক্ষমতাচরণ করিতে না পারিবার কথা।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে ফেয়ালজামিন না দেওয়াতে কয়েদথাকা কোন কয়েদী তাহার চিরনিবাসের জিলা কি শহরের জেলখানাহইতে কিম্বা যে জিলা কি শহরে গ্রেফ্তার হইয়া থাকে সে জিলা কি শহরের জেলখানাহইতে অন্য জেলখানাতে পাঠান যাইবেক না কিন্তু যদি খোদ কয়েদীর দরখাস্তমতে এবং অনায়াসে প্রয়োজনমত ফেয়ালজামিন পাওয়া যাইবার নিমিত্তে ঐ কয়েদীর অন্যত্র যাওয়া সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে মঞ্জুর হয় পাঠান যাইবেক ইতি।

ফেয়ালজামিন না দেওয়াতে কয়েদথাকা কয়েদীদিগকে এক জিলাহইতে অন্য জিলায় পাঠান যাইবার বাবৎ হুকুমের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত হুকুমেতে এমত বোধ না হয় যে সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কয়েদী লোক সুস্থ ও সাবধানে থাকিবার জন্যে কি অন্য অত্যাবশ্যকতার নিমিত্তে তাহারদিগকে এক জিলাহইতে অন্য জিলায় পাঠান আবশ্যক ও বিহিত বুঝিলে পাঠাইতে পারিবেন না ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত প্রকারেতে কয়েদীদিগকে এক জিলাহইতে অন্য জিলায় পাঠান যাইবার কথা।

৭ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যাহারা কয়েদীদিগের সদ্ব্যবহার ও আচরণ

জামিনেরা যে নিয়ম

মত কার্য্য করিলে আপনারদিগের জওয়াব দিবার দায়হইতে এড়াইতে পারিবেক তাহার কথা।

করণের জামিন হয় তাহারা যেং কয়েদীর সদ্ব্যবহার ও আচরণকরণের জামিন হয় তাহারদিগকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে কিম্বা পোলীসের দারোগার নিকটে হাজির করিলে কি করাইলে সর্ব্বকালে আপনারদিগের জওয়াব দিবার দায়হইতে এড়াইতে পারিবেক এবং জানা কর্ত্তব্য যে যদি ঐ সকল জামিনেরা যাহারদিগের জামিন হইয়া থাকে তাহারা মন্দ কর্ম্ম ও আচরণ করিলে সময়শিরে তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ের সম্বাদ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবকে দেয় এবং সাধ্যানুসারে আপনারা তাহারদিগকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত সচেষ্টে হয় ও ইহা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে তহকীক জানা যায় তবে জামিনীনামাতে নিরূপণ করিয়া লেখা টাকা জামিনদিগের দিতে হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা ফেয়াল জামিনী দিবার হুকুম দিতে হইলে এক বৎসর মিয়াদ নিরূপণ করিয়া দিবার কথা।

যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে তাঁহারদিগকে অর্পণহওয়া ক্ষমতানুসারে কোন কয়েদীর পক্ষে ফেয়ালজামিনী দিবার হুকুম দেন্ তবে যে সকল প্রকারেতে তাঁহার এমত অনুমান হয় যে কয়েদী খালাস হইলে বিরুদ্ধ হইবেক না সে সকল প্রকারেতে ঐ হুকুমেতে এক বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদের নিরূপণের কথা ও ঐ মিয়াদ অতীত হইলে পর ঐ কয়েদী খালাস হইবার যোগ্য হইবার কথা বিবরিয়া ও স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইবেক ইতি।

খোদ কয়েদীর দরখাস্ত দেওনব্যতিরেকে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের দওরার সময়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের রোয়দাদ দেখিবার আবশ্যক না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের উপরের লিখিত প্রকারেতে দওরার সময়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের রোয়দাদ দেখিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যদি খোদ কয়েদী এ বিষয়ের দরখাস্ত দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে দাখিল করে তবে ঐ সাহেবের আবশ্যক যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের রোয়দাদ তলব করিয়া ঐ সাহেবের দেওয়া হুকুম আপন প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে রদ করেন কি শুধরেন অথবা বহাল করেন্ ইতি।

৯ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা এই প্রকরণের লিখিত কয়েদীরা উপরের নিরূপিত মিয়াদ গতে খালাস হইলে বিরুদ্ধ ও হানি ও লোকদিগের নিষ্পীড়ন হইবেক বুঝিলে তাঁহারদিগের যে তদবীর করা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—অন্য যে সমস্ত প্রকারে কোন কয়েদীর গুজরাণের তহকীককরণেতে সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের চিত্তে এমত লয় যে ঐ কয়েদী ডাকাইত কি সিন্ধাল কিম্বা চোর অথবা জানিয়া শুনিয়া চুরীর মাল বিক্রয় করে কিম্বা থাঙ্গীদার অথবা এমত বদমাইশ যে উপরের নিরূপিত এক বৎসর মিয়াদ অতীত হইলে পরে ফেয়ালজামিনী না লইয়া তাহাকে খালাস দিলে বিরুদ্ধ ও হানি ও লোকদিগের নিষ্পীড়ন হইবেক তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আবশ্যক যে এ বিষয়েতে আপন মতের কথা লিখিয়া তাঁহার বিবেচনায় যত টাকা তাহাই কয়েদীর স্থানে জামিনী তলবকরা আবশ্যক বোধ হয় তাহার সংখ্যা ও যত জন জামিন হইবেক তাহার ও যে মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদীর সৎব্যবহার ও আচরণ করণের জওয়ার দিবার দায় জামিনদিগের শিরে থাকিবেক তাহার তাইন লিখিয়া হুকুম দেন্ ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত প্রকারেতে যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের আইন্দা দওরার পুর্ব্বে ঐ কয়েদী প্রয়োজনমত ফেয়ালজামিনী না দেয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আবশ্যক যে মোকদ্দমার সমস্ত রোয়দাদ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে দরপেশ করেন্ এমতে ঐ দায়েরসায়ের সাহেবের আবশ্যক যে তাহা দৃষ্টি করিয়া অন্য যে কোন সাক্ষী ও প্রমাণের আবশ্যক হয় তাহা তলব করিয়া আপনি ঐ মোকদ্দমাতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দেওয়া হুকুম বহালীর কি শুধরণের কি রদকরণের যাহা উচিত ও বিহিত ও ন্যায্য বুঝেন্ তাহার হুকুম দেন্ ইতি।

আইন্দা দওরার পুর্ব্বে কয়েদী তলবমত জামিন না দিলে মোকদ্দমার রোয়দাদ দায়েরসায়ের সাহেবের হজুরে দরপেশ হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই২ মত প্রকারেতে যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব হঠাৎ ঐ কয়েদীকে খালাস দিলে বিরুদ্ধ ও হানি হইবেক বুঝেন্ তবে ঐ সাহেবের আবশ্যক যে ঐ কয়েদী প্রয়োজনমত জামিনী না দিলে তাহাকে কয়েদ রাখিবার নিমিত্তে নিরূপিত মিয়াদের হুকুম দেন্ ও নীচের লিখিত প্রকার সেওয়ায় ঐ মিয়াদ কোন প্রকারে তিন বৎসরের অধিক হইবেক না ইতি।

কয়েদীকে খালাস দিলে উপরের লিখিত বিরুদ্ধ হইবেক বুঝিলে দায়েরসায়ের সাহেবদিগের হজুর হইতে যে হুকুম হইবেক তাহার কথা।

১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের দরপেশকরা রোয়দাদ দৃষ্টি করিয়া দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে কয়েদী এমত মশহূর ডাকাইত কি বদমাইশ্ যে তাহাকে উত্তরকালে সদ্ব্যবহার করিবার নিমিত্তে মাতবর ফেয়ালজামিন না লইয়া ছাড়িয়া দিলে বিরুদ্ধ ও হানি হইবেক ও এনিমিত্তে ঐ জামিনী না দিলে তাহাকে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার লিখিত হুকুমমত বিনামিয়াদনিরূপণে কয়েদ রাখা আবশ্যক হয় সে সকল প্রকারেতে ঐ সাহেবের আবশ্যক যে ঐ মত হুকুম দেন্ ইতি।

দায়েরসায়েরসাহেব কয়েদীকে মশহূর ডাকাইত বুঝিলে তাহার পক্ষে যে হুকুম দিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত প্রকারেতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ইহাও আবশ্যক যে উপরের লিখিতমত হুকুমদেওনের সময়ে কয়েদীর স্থানে তলব করিবার জামিনীর টাকার সংখ্যানিরূপণ করেন ও ঐ সাহেবের হুকুমেতে এ কথাও লেখা থাকিবেক যে যদি ঐ কয়েদী হুকুমহওনের তারিখহইতে তিন বৎসর মিয়াদের মধ্যে প্রয়োজনমত জামিনী দিতে না পারে তবে তিন বৎসর অতীতহওনের পরে যে দায়েরসায়ের সাহেব দওরাতে বৈঠক করেন্ তাঁহার হজুরে তাহাকে হাজির করিতে হইবেক তাহাতে ঐ মিয়াদ অতীতহওনের পরে যে দায়েরসায়ের সাহেব দওরাতে যাইবেন তাঁহার উচিত যে রোয়দাদ দৃষ্টিকরণের ও অন্য যে তহকীকের আবশ্যক হয় তাহাকরণের পরে কয়েদীকে খালাসকরণের কিম্বা সাবেক হুকুম ও প্রকারমত কি কয়েদীর অতিঅসানহওনের মতে ঐ হুকুম ও প্রকার শুধরিয়া পুনরায় তাহাকে কয়েদ রাখণের হুকুম দেন্ ইতি।

উপরের লিখিত প্রকারেতে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— এই ধারার লিখিত প্রকরণের বয়ান করিয়া লেখা কয়েদীদিগের

মাতবর লোকেরা কয়ে

জামিন

দীদিগের জামিন হইবার নিমিত্তে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

জামিন মাতবর লোকেরা হইবার নিমিত্তে এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যে মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদীদিগের সদ্ব্যবহার ও আচরণকরণের জওয়াব দিবার দায় জামিনদিগের শিরে থাকিবেক কোন প্রকারে সে মিয়াদ তিন বৎসরের অধিকহওনের হুকুম হইবেক না কিন্তু ঐ হুকুমেতে এই নিয়ম বিবরিয়া লেখা থাকিবেক যে জামিনদিগের ঐ মিয়াদ অতীত হইলে পরে যেং কয়েদীর জামিন তাহারা হইয়া থাকে তাহারদিগকে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে হাজির করিতে হইবেক ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— জামিনেরা যেং কয়েদীর জামিন হইয়া থাকে তাহারদিগকে উপরের লিখিত হুকুমমতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুজুরে হাজির করিলে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের উচিত যে ঐ জামিনদিগকে ইহা জিজ্ঞাসা করেন যে আইন্দা তিন বৎসরের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদের নিমিত্তে ঐ কয়েদীর সদ্ব্যবহার ও আচরণকরণের জওয়াব দিবার দায় আপন শিরে লইতে রাজী হয় কি না যদি ঐ জামিন ঐ কয়েদীর সদাচরণকরণের জওয়াব দিবার দায় পুনরায় আপনার শিরে লইতে রাজী হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের উচিত যে তাহার জামিনী মঞ্জুর করিয়া পূর্ব্বমত কয়েদীকে খালাস দেন্ ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি সাবেক জামিন পুনরায় কয়েদীর জামিন হইতে না চাহে ও কয়েদী অন্য উপযুক্ত জামিন দিতে না পারে তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কর্ত্তব্য যে আইন্দা দওরাপর্য্যন্ত তাহাকে কয়েদ রাখেন ও দওরার সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হুজুরে ঐ সাহেব মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া উপযুক্ত হুকুম দিবার নিমিত্তে হাজির করেন্ ইতি।

১১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের অতিসতর্ক ও মনোযোগ ও বিবেচনাপূর্ব্বক উপরের লিখিত হুকুমের মতে আপনং প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণেতে সমস্ত প্রজা ও লোকেরা ভয় ও হানি হইতে রক্ষা পাইবেক ও লোকদিগের হক বজায় থাকিবেক কিন্তু যেং কয়েদী লোক ফেয়ালজামিন না দিবাতে এক্ষণে কয়েদ আছে তাহারদিগের মোকদ্দমা এই আইনের দাঁড়ামতে নূতন করিয়া দৃষ্টি না করা গেলে তাহারা এ আইনের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্টহওনের ফলভাগী হইবেক না অতএব নীচের লিখিত দাঁড়া ঐ প্রকারে দৃষ্টিকরণের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকের পরীক্ষার দ্বারা উপযুক্ত জানা সাহেবদিগের মধ্য হইতে কোনং সাহেবকে কয়েদীদিগের মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে মোকরর্ করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকেতে কখনং যে সকল কয়েদী এক্ষণে ফেয়ালজামিন না দেওয়াতে কয়েদ আছে কেবল তাহারদিগের মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টি করিবার কার্য্যে আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে কৃত কার্য্যের দ্বারা যেং সাহেবকে এ কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের অতিযোগ্য ও উপযুক্ত বুঝেন্ এমতং সাহেবদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে যে সাহেবেরা মোকরর্ হন্ তাঁহারদিগের উচিত যে যে সকল কয়েদীর মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টি করিতে হইবেক তাহারা যেং জিলা কি শহরের জেলখানাতে কয়েদ থাকে সেইং জিলা কি শহরের সদর মোকামেতে যান ইতি।

ঐ সাহেবদিগের সদর মোকামেতে যাইতে হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে ঐ সাহেবেরা নীচের লিখিত সমস্ত কয়েদীর মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টি করেন অর্থাৎ।

যে সকল কয়েদীদিগের মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টি করা যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম।—যে সকল কয়েদী তাহারদিগের মাশহূর বদমাইশী সাবুদহওনব্যতিরেকে কেবল নিরূপিত অপরাধকরণের দৃঢ় সন্দেহ হওনপ্রযুক্ত এক্ষণে জামিনী না দেওয়াতে সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হুকুমেতে কয়েদ আছে ইতি।

যেং বিষয়ে পুনর্দৃষ্টি পূর্ব্বক বিচার হইবেক তাহার বিবরণের কথা।

২ দ্বিতীয়তঃ।—যে সকল কয়েদীর বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে অবধারিত মিয়াদের নিরূপণকরণবিনা ফেয়ালজামিন দিবার হুকুম হইয়াছে ইতি।

৩ তৃতীয়তঃ।—যে সকল কয়েদীর বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের অথবা সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে ফেয়ালজামিন না দেওনমতে নিরূপিত মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ থাকনের হুকুম হইয়াছে তাহাতে যদি জামিনীর টাকার সংখ্যার ও যে মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদীদিগের সদ্ব্যবহার ও আচরণকরণের জওয়াব দিবার দায় জামিনদিগের শিরে থাকিবেক তাহার নিরূপণ বিশেষরূপে ঐ হুকুমেতে বয়ান করিয়া লেখা না থাকে এবং কয়েদীদিগের কয়েদ থাকনের যে মিয়াদ তৎকালে বাকী থাকে তাহা যদি তিন বৎসরের অধিক না হয় ইতি।

১২ ধারা।

জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত কয়েদীদিগের ১ প্রথম প্রকরণের সমস্ত কয়েদী খালাসী পাইবেক কিন্তু যদি তাহারদিগের মোকদ্দমার রোয়দাদের দ্বারা এমত জানা যায় যে কোন কয়েদী এমত মশহূর বদমাইশ্ যে তাহাকে জামিন না লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া অনুচিত তবে এমত প্রকারেতে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের কয়েদীদিগের বিষয়ে যে তহকীক করা যায় তাহাতে যে সাহেব তাহারদিগের মোকদ্দমা দৃষ্টি করেন তাঁহার আবশ্যক যে এই আইনের নির্দ্ধারিত সমস্ত দাঁড়া ও জাবেতামত কার্য্য করেন ও যেমন মোকদ্দমা তাহার উপযুক্ত যেং হুকুম হয় তাহা এই আইনের ৯ ও ১০ ধারার লিখিত দাঁড়ামতে দেন্ ইতি।

এই আইনের নির্দ্ধারিত সমস্ত দাঁড়াতে দৃষ্টি রাখিয়া উপরের প্রস্তাবিত মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টি করা যাইবার কথা।

১৩ ধারা।

জানান যাইতেছে যে যে সাহেবেরা উপরের লিখিত কয়েদীদিগের মোকদ্দমা

উপরের উক্ত কয়েদী

নূতন

দিগের মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টিকরণের কারণ মোকররহওয়া সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম সদর নিজামতের সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের প্রাপ্ত ক্ষমতার অন্যমত না বুঝিলে আপীলের যোগ্য না হইবার কথা।

নূতন করিয়া দৃষ্টিকরণের কার্য্যে মোকরর্ হন তাঁহারদিগেকে পুরা ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তাহারদিগকে খালাস করিবেন কিম্বা জামিনীনামার লিখিত টাকা কমাইয়া দিবেন অথবা কয়েদীদিগের কয়েদের নিরূপিত মিয়াদ কমাইয়া দিবেন কিম্বা সামান্যতঃ বিবেচনা ও মনোযোগ ও পুরা তহকীক করিয়া যেং হুকুম উচিত জানেন ও কয়েদীদিগের পক্ষে উপযুক্ত হয় তাহা দিবেন ও সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম আপীলের কি অন্য সাহেবদিগের দৃষ্টিকরণের যোগ্য হইবেক না কিন্তু যদি সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম এই আইনানুসারে অর্পণহওয়া ক্ষমতার অন্যমত বুঝেন্ তবে হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

কয়েদীদিগের মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে মোকরর্ হওয়া সাহেবদিগের মোকদ্দমা দৃষ্টি ও তহকীক করা হইলে পর দেওয়া হুকুমের খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক সদর নিজামতের সাহেবদিগের মারফতে শ্রীযুতের হজুরে জানাইতে হইবার কথা।

উপরের লিখিত কয়েদীদিগের মোকদ্দমা নূতন করিয়া দৃষ্টি করিবার কার্য্যে বিশেষ রূপে যে সাহেবেরা মোকরর্ হন্ তাঁহারদিগের আবশ্যক যে মোকদ্দমা দৃষ্টি ও বিবেচনা ও তহকীক করা সারা হইলে পর আপনারদিগের দেওয়া হুকুমের খোলাসা অর্থাৎ সংক্ষেপ কথাসম্বলিত এক রিপোর্ট সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যেং নকশা ও কৈফিয়ৎ ঠাহরাইয়া দেন্ তাহার সহিত ঐ সাহেবদিগের দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের জ্ঞাপনার্থে হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

VOL. VI. 384.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সাল ১১ একাদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের লিখিত কোন২ কথা শুধরিবার নিমিত্তে এআইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের তারিখ ৬ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৫ সালের ২২ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ২৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৬ সালের ২৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৫ সালের ৯ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৩৪ সালের ৬ শহর মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৩৯ ও ৭৬ ধারানুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সরকারের তরফহইতে তৈয়ারহওয়া কিম্বা সরকারের হুকুমে বিক্রয়হওয়া আফীন সেওয়ায় যত আফীন শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা নিষিদ্ধ ও বিনা অনুমতিতে বানান কি বিক্রয়করা আফীন জ্ঞান করা যাইবেক এবং যে ব্যক্তি দুই তোলাহইতে অধিক আফীন রাখিবার অনুমতি না রাখে তাহার স্থানে যদি দুই তোলার অধিক আফীন পাওয়া যায় তবে তাহা নিষিদ্ধ ও বিনা অনুমতিতে বানান কি বিক্রয়করা আফীন বোধ করা যাইবেক ও যে২ লোকের স্থানে এমত নিষিদ্ধ আফীন পাওয়া যায় তাহারা ঐ আইনের ৪৫ ধারার নিরূপিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ও যেহেতুক অন্য২ সরকারের দেশের মুসাফির ও প্রবাসি লোকদিগের ঐ হুকুমের বহির্ভূত থাকা এবং অন্য২ ব্যক্তিরদিগকে দুই তোলা ওজনহইতে অধিক আফীন আপন২ স্থানে রাখিতে পারিবার অনুমতি থাকন উচিত বোধ হইল এবং ঐ আইনের আর কোন২ কথা শুধরা বিহিত বুঝা যাইতেছে অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারী হওনের তারিখহইতে ঐ২ দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারীও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৩৯ ধারার

ভিন্নসরকারের দেশের

উৎপন্ন কি তৈয়ারকরা আফীন সেই দেশের কোন মুসাফির ও প্রবাসির স্থানে পাওয়া গেলে যদি সে আফীন দুই সেরের অধিক না হয় তবে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৩১ ধারানুসারে ক্রোক ও জব্দ না হইবার কথা।

এই প্রকরণের লিখিত সওদাগর লোকের স্থানে যে আফীন পাওয়া যায় তাহা ফি ঘোড়া দশ সিক্কার অধিক না হইলে ক্রোক ও জব্দ না হইবার কথা।

৩১ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে এমত বোধ না হয় যে ভিন্ন সরকারের দেশের উৎপন্ন কি তৈয়ারকরা যে আফীন ঐ দেশের কোন মুসাফির ও প্রবাসি লোকের স্থানে পাওয়া যায় তাহা কিম্বা তাহা যে সিন্দুকে কি বলদে কি গাড়ীতে কিম্বা বারবরদারীর অন্য বস্তুতে থাকে তাহা ঐ আফীন দুই সের ওজনের অধিক না হইলে ও প্রকৃতার্থে তাহা বিক্রয়ের কি তেজারতের অন্য কারবারের নিমিত্তে না হইয়া ঐ মুসাফির ও প্রবাসির কিম্বা তাহার চাকর লোকের নিজখরচের নিমিত্তে হইলে ক্রোক ওজব্দ হওনের যোগ্য হইবেক এবং জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুমের অনুসারে ইহাও বোধ না হয় যে ভিন্ন সরকারের দেশের উৎপন্ন কি তৈয়ারকরা যে আফীন জয়করা দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগের মধ্যস্থান এতাবতা নৈর্ঋত কোণহইতে যে সকল সওদাগর বিক্রয় করিবার নিমিত্তে ঘোড়া লইয়া এদেশে আইসে তাহারদিগের স্থানে পাওয়া যায় তাহা কিম্বা তাহা বারবরদারীর যে বস্তুতে কি চতুষ্পাদ জন্তুতে অথবা সিন্দুকে থাকে তাহা ঐ আফীন ফিঘোড়া ১০ সিক্কা ওজনের অধিক না হইলে ক্রোক ও জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

ঐ আইনের ৪৫ ধারামতে উপরের লিখিত লোকেরা উপরের লিখিত হুকুমের অন্যমত করিলে যে প্রতিফলের যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত আইনের ৪৫ ধারার লিখিতানুসারে এমত বোধ না হয় যে ভিন্নদেশ কি সরকারহইতে যে কোন মুসাফির কি প্রবাসী কিম্বা বিক্রয় করিবার নিমিত্তে ঘোড়া লইয়া সওদাগর লোক আইসে তাহারদিগের স্থানে ভিন্ন দেশ কি সরকারের উৎপন্ন কি তৈয়ারকরা আফীন উপরের প্রকরণের লিখিত ওজনহইতে অধিক পাওয়া গেলে তাহারা অনুমতিহওয়া ওজনের বেশী আফীন জব্দহওন সেওয়ায় উপরের ধারার নিরূপিত জরীমানার কি শাস্তির হুকুমের কি প্রতিফলের যোগ্য হইবেক ইতি।

ঐ আফীন বিক্রয় করিলে যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে যদি কোন মুসাফির কি প্রবাসী কি ঐ ঘোড়ার সওদাগর এই ধারার ১ প্রকরণের নিরূপণ করিয়া লেখা আফীন বিক্রয় করিতে চাহে কি সত্যই তাহা বিক্রয় করিয়াছে ইহা সাবুদ হয় তবে তাহারা উপরের উক্ত আইনের নিরূপিত সমস্ত প্রতিফলের যোগ্য হইবেক ইতি।

যেং লোকেরা ভিন্ন দেশের উৎপন্ন কি তৈয়ারকরা আফীন সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে প্রবঞ্চনা করিয়া কি ছাপাইয়া আনে তাহারদিগের যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল লোকেরা ভিন্ন দেশের উৎপন্ন কি তৈয়ারকরা আফীন চলিত হুকুমের অন্যমতে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে প্রবঞ্চনা করিয়া কিম্বা ছাপাইয়া লইয়া আইসে তাহারদিগের সহিত উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ও তাহারা বিনাঅনুমতিতে আফীনের কারবারকরণের বিষয়ে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইং হুকুমমতে প্রতিফলপাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সাল ১১ একাদশ আইন।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৭৬ ধারার লিখিত কথা শুধরিবার নিমিত্তে এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে সমস্ত লোককে তাহারদিগের নিবাসের জিলার মোকররী দোকানের চলিত ওজনের পাঁচ তোলার অধিক আফীন আপন২ নিকটে রাখিবার অনুমতি হইল এই নিয়মে যে যদি ঐ আফীন সরকারের তরফহইতে তৈয়ারকরা কি সরকারের হুকুমে বিক্রয়হওয়া হয় ও তাহা বিক্রয় করিবার কি অন্য কারবারের নিমিত্তে না হইয়া ঐ সকল লোকের নিজখরচের ও খাইবার নিমিত্তে হয় ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৭৬ ধারা শুধরা যাওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যে কোন ব্যক্তি আফীন রাখিবার অনুমতি না রাখে ও এই আইনের ২ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা লোকদিগের মধ্যে নহে তাহার স্থানে যদি উপরের নিরূপিত পরিমাণহইতে বেশী আফীন পাওয়া যায় তবে পূর্ব্বমতে সে আফীন নিষিদ্ধ ও বিনাঅনুমতিতে তৈয়ার কি বিক্রয়করা জ্ঞান করা যাইবেক ও ঐ ব্যক্তি উপরের লিখিত ঐ আইনের ঐ ধারার বিবরিয়া লেখা প্রতিফলের যোগ্য হইবেক ইতি।

যে আফীনকে নিষিদ্ধ আফীন জানা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের বিবেচনাতে এদেশের কবিরাজ ও চিকিৎসক কিম্বা অন্য লোকদিগের স্থানে ঔষধের নিমিত্তে পাঁচ তোলার অধিক আফীন থাকা কিম্বা বিক্রয়কারেরা যে দামে বিক্রয়করণের পাট্টা পাইয়াছে তাহাহইতে কম দামে লোকদিগকে কালেক্টরসাহেবদিগের সিরিশ্তাহইতে আফীন দেওয়া বিহিত বোধ হয় তবে ঐ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য সাহেবদিগের আবশ্যক যে ঐ লোকদিগেরে মাসুল লওনবিনা বিশেষ পাট্টা দিবার ও তাহারদিগকে বিষয় বুঝিয়া উপযুক্ত দামে আফীন দিবার হুকুম কালেক্টর সাহেবদিগের কি অন্য যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারদিগের নামে দেন ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের এদেশীয় কবিরাজদিগেক কি অন্য লোকদিগকে পাঁচ তোলার অধিক আফীন রাখিবার অনুমতি দিতে যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যাহারা কালেক্টরসাহেবদিগের কি অন্য যে২ কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাঁহারদিগের হজুরহইতে উপরের লিখিত প্রকারের বিশেষ পাট্টা পায় তাহারদিগেকে নিষেধ করা যাইতেছে যে তাহারা আপন২ স্থানে যে আফীন রাখে তাহা বিক্রয় না করে ও প্রকৃতার্থে যাহারা পীড়িত থাকে ঔষধের নিমিত্তে তাহারদিগকে ব্যতিরেকে অন্য কোন জনকে না দেয় ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন

যে লোকেরা এই প্রকরণের লিখিত হুকুমের অন্য মতে আফীন বিক্রয় করে কি অন্য লোককে দেয় তাহারদিগের যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

তাঁহারদিগের

তাঁহারদিগের অনুমতিক্রমে কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হুকুমমতে ঐ সকল পাট্টা বাতিল হইবেক ও যে২ ব্যক্তি উপরের লিখিত কোন পাট্টা পাইয়া তদনুসারে যে আফীন তাহার স্থানে থাকে তাহা বিক্রয় করে কিম্বা উপরের উক্ত পীড়াগ্রস্তব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তিকে দেয় অথবা আপন পাট্টার লিখিত পরিমাণহইতে অধিক আফীন আপন স্থানে রাখে তাহারা নিষিদ্ধ আফীন বিক্রয়করণ কি রাখণের যে প্রতিফল নিরূপণ হইয়াছে সেই প্রতিফলের যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

নিষিদ্ধ আফীন ক্রোক ও জব্দ হওনের বাবৎ যে ইনাম দেওয়া যাইবেক তাহা নিরূপণহওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৫০ ও ৫১ ধারার লিখিত হুকুম ও নিষিদ্ধ ও বিনাঅনুমতিতে তৈয়ার কি বিক্রয়করা আফীন ক্রোক ও জব্দ হওন মতে দিবার ইনামের পরিমাণ নিরূপণকরণের বাবৎ ঐ আইনের লিখিত অন্য২ কথা শুধরিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত হুকুম করা যাইতেছে যে ইহার পরে বিনা অনুমতিতে তৈয়ার কি বিক্রয়করা যত আফীন ক্রোক হয় সে সমস্ত আফীনের দাম ফি সের ৭ সাত টাকা নিরূপণ হইবেক ও যে সকল লোক বিনাঅনুমতিতে তৈয়ার কি বিক্রয় করা আফীন ক্রোক করে কি যাহারদিগের সম্বাদ দেওনেতে ঐ আফীন ক্রোক হয় কিম্বা যে সাহেবদিগের আমলার সুচেষ্টাতে ঐ আফীন ক্রোক হয় তাঁহারা যে সকল প্রকারেতে ক্রোক ও জব্দ হওয়া আফীনের পরিমাণের দৃষ্টে নিরূপণহওয়া যে ইনাম পাইতে পারেন সেই ইনামের টাকা তাহার হিসাবদৃষ্টে এই আইনানুসারে কম হইবেক এতাবতা যে সকল প্রকারেতে এখনপর্য্যন্ত উপরের উক্ত আইনের লিখিত হুকুমের মতে ঐ সকল লোকেরা ক্রোকহওয়া আফীনের পরিমাণের উপর আশী সিক্কার ওজনের সেরকরা ২॥ আড়াই টাকা হিসাবে ইনাম পাইতে পারেন্ সে সকল প্রকারেতে ইহার পর সেরকরা ১৸০ একটাকা বার আনা হিসাবে পাইতে পারিবেন ও আর যে সকল প্রকারেতে ঐ সকল লোকেরা সেরকরা ৫ পাঁচ টাকা হিসাবে ইনাম পাইতে পারেন উত্তরকালে সে সকল প্রকারেতে ঐ লোকেরা সেরকরা ৩॥০ তিনটাকা আট আনা হিসাবে ইনাম পাইতে পারিবেন ইতি।

ক্রোকহওয়া আফীনের মালিক গ্রেপ্তার হওন ও তাহার কসুর সাবুদ হওন মতে কি অন্যমতে যে ইনাম দেওয়া যাইবেক তাহা নিরূপণহওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত ইনামের টাকা এতাবতা সেরকরা ১৸০ এক টাকা বার আনা ও ৩॥০তিন টাকা আট আনা কেবল ক্রোক ও জব্দ হওয়া আফীনের মালিকদিগকে গ্রিপ্তার করিলে ও তাহারদিগের কসুর সাবুদ হইলে দেওয়া যাইবেক ও আর যে সকল প্রকারেতে মালিকেরা ধরা না পড়ে ও তাহারদিগের কসুর সাবুদ না হয় তাহাতে যে সকল লোকেরা বিনাঅনুমতিতে তৈয়ার কি বিক্রয়করা আফীন ক্রোক করিয়া থাকে কি যাহারদিগের সম্বাদ দেওয়াতে ঐ আফীন ক্রোক হইয়া থাকে

অথবা

অথবা যে সাহেবদিগের আমলার সুচেষ্টায় ঐ আফীন ক্রোক হইয়া থাকে তাঁহারা উপরের লিখিত ইনামের টাকার অর্দ্ধেক এতাবতা এক প্রকারে সেরকরা ৸৵০ চৌদ্দ আনা ও দ্বিতীয় প্রকারে সেরকরা ১৸০ এক টাকা বারআনা পাইতে পারিবেন ইতি।

VOL. VI. 389.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

যে সকল লোকের উপর বাস করিবার ঘরে কিম্বা অন্য স্থানে অথবা গোলাঘরে কি দ্রব্যজাত রাখিবার অন্য স্থানে চুরী করিবার মনস্থে সিন্ধদেওনের এবং যাহারদিগের উপর চুরী করণের কিম্বা জানিয়া শুনিয়া চুরীর মাল খরীদকরণের কিম্বা লওনের অথবা জেলখানা কিম্বা কয়েদ থাকিবার অন্য স্থানহইতে পলাইয়া যাওনের তহমৎ হয় তাহার দিগের মোকদ্দমার তজবীজকরণের বিষয়ে মাজিস্ট্রেট্সাহেবদিগের ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের অধিক ক্ষমতাহওনের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের তারিখ ৬ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৫ সালের ২২ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২২৬ সালের ২৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৬ সালের ২৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৫ সালের ৯ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৩৪ সালের ৬ শহর মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের যে সকল লোকের উপর ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ আইনের ২ ধারার লিখনমত ঘরে কি ডেরাতে কিম্বা নৌকায় অথবা বাস করিবার অন্য স্থানেতে কি গোলাঘরে কিম্বা দ্রব্যজাৎ রাখিবার অন্য স্থানেতে সিন্ধদেওনের কি তাহা দিতে উদ্যতহওনের কিম্বা জানিয়া শুনিয়া চুরীর মাল লওনের কি খরীদকরণের তহমৎ হয় তাহারদিগ্‌কে শাস্তি দিবার কোন হুকুম দিতে ক্ষমতা নাহি ও যেহেতুক দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ঐ সকল অপরাধের মোকদ্দমার ও অন্য যে প্রকার অপরাধের কর্ম্মহওনের সমস্ত বিষয়ের দৃষ্টে তাহাকরণিয়া দিগের চেত জন্মিবার নিমিত্তে ভারি শাস্তি দেওনের হুকুম দেওনের আবশ্যক নাহি সে অপরাধের মোকদ্দমার তজবীজ করিবার অবকাশ কম হয় ও ঐ সকল মোকদ্দমার ফরিয়াদীদিগের ও সাক্ষিগণের প্রথমত ঐ সকল মোকদ্দমার তজবীজ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের হজুরে পুনর্ব্বার দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে হওনের সময়ে হাজির হওয়াতে তাহারা ক্লেশ ও দুঃখ পায় ও কখন২ এমত ঘটে যে ঐ সকল মোকদ্দমার অপরাধি লোকের দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের দওরার বৈঠকহওনের পূর্ব্বেতে অধিক কাল কয়েদ থাকিতে হয় ও ঐ সকল অপরাধের মোকদ্দমার তজবীজকরণের ও যাহারদিগের উপর তাহাকরণের তহমৎ হইয়া তাহারদিগের ঐ অপরাধকরা সাবুদ হয় তাহারদিগ্‌কে শাস্তি দিবার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতা অধিক হইলে

উপরের

উপরের লিখিত হানি ও ক্লেশের নিবারণ ও ফৌজদারী মোকদ্দমার আদালত ও ইনসাফের বিষয়ের নির্ব্বাহ ও খবরগিরী অতিশীঘ্র ও শৃংখলাক্রমে হইতে পারে অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা এই প্রকরণের লিখিত অপরাধকরণের অপরাধগ্রস্তদিগের মোকদ্দমার তজবীজকরণেতে যে সকল দাঁড়ামতে কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান জাইতেছে যে যে সকল লোকেরা কোন ঘরে কি ডেরাতে কিম্বা নৌকায় অথবা বাসের অন্য স্থানেতে চুরী করিবার মনস্থে রাত্রিতে কিম্বা দিবসে যে জোরজবরীতে ডাকাইতী বলা যাইতে পারে তাহার বিনা সিন্ধদেওনের তহমতে ধরা পড়ে কি যাহারদিগের উপর তাহা করিতে উদ্যত হওনের তহমৎ হয় এবং যে সকল লোকেরা কোন গোলাঘরে কিম্বা দ্রব্যজাত রাখিবার অন্য স্থানেতে চুরী করিবার মনস্থে দিবসে কি রাত্রিতে উপরের লিখিত জোরজবরী করণবিনা সিন্ধদেওনের তহমতে গ্রেফ্তার হয় কিম্বা যাহারদিগের উপর তাহা করিতে উদ্যত হওনের তহমৎ হয় এবং যে সকল লোকেরা উপরের লিখিত কোন অপরাধে কর্ম্মকরণের কালে আপনি সেখানে থাকিয়া তাহার সহকারিতা ও সহায়তা করণহেতুক কিম্বা আপনি তথায় না থাকিয়া মজুরী কি পরামর্শ কিম্বা হুকুম দিয়া ঐ অপরাধের কর্ম্ম করাণহেতুক অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহারদিগের মধ্যে পুর্ব্বের স্থিরহওয়া যে তদবীর ক্রমে চোরেরদিগের পরামর্শের মধ্যে থাকনহেতুক গ্রেফ্তার হয় এং অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমতে যে লোকেরা ধরা পড়ে জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের হজুরে যখন তাহারদিগের মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তখন তাঁহারা নীচের লিখিতব্য হুকুম মত কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়া জানিয়া তদনুসারে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের এই প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমার অপরাধিদিগকে দায়েরসায়েরী আদালতের তজবীজের নিমিত্তে আইন্দা দওরাতে সোপর্দ্দ করিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— যদি ডাকাইতীব্যতিরেকে উপরের প্রকরণের লিখিত কোন অপরাধের কর্ম্মকরণের সময়ে তাহাতে খুন কি তাহা করণের উপক্রম কিম্বা অঙ্গক্ষত কি দাহ কিম্বা শরীরের হানি অথবা শরীরেতে পীড়া জন্মিবার অন্য যে কর্ম্মেতে অপরাধের আধিক্য হয় তাহা হইয়া থাকে কিম্বা যদি এমত জানা যায় উপরের লিখিত অপরাধের কর্ম্মকরণে অপবাদগ্রস্ত লোকদিগের কি তাহারদিগের মধ্যে কোন২ জনের উপর ইহার পুর্ব্বেতে সিন্ধদেওনের কি চুরীকরণের অথবা ডাকাইতীকরণের কিম্বা অন্য ভারী অপরাধের কর্ম্মকরা সাবুদ হইয়াছে কিম্বা যদি ইহা জানা যায় যে ঐ অপরাধিরা কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে কোন২ জন মশহূর বদমাইশ অথবা ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের৩ আইনের ৪ ধারার লিখনমত অপরাধিরা কি তাহারদিগের মধ্যে কোন২ জন চৌকীদার কি নেগাহবান্ কিম্বা পোলীসের আমলাথাকনের সময়ে তাহারদিগহইতে উপরের লিখিত অপরাধসকলের কোন অপরাধের কর্ম্ম হইয়াছে কিম্বা যদি চুরীর মালের

দাম

দাম কিম্বা সংখ্যা ১০০ একশত টাকাহইতে অধিক হয় তবে উপরের লিখিত সমস্ত প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের আবশ্যক যে যাহার২ প্রতি সাক্ষিগণের সাক্ষ্যদ্বারা অপরাধের কর্ম্মকরণের শরীক থাকন সাবুদ হয় সে সমস্ত অপরাধিকে দায়েরসায়েরী আদালতের তজবীজের নিমিত্তে আইন্দা দওরাতে সোপর্দ্দ করেন্ ইতি।

অপরাধিদিগের অপরাধ সাবুদ হইলে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরহইতে যে শাস্তির হুকুম হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যদি উপরের লিখিত কোন অপরাধের কর্ম্মকরা কোন লোক কি লোকদিগের উপর দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে সাবুদ হয় তবে ঐ সাহেবদিগের আবশ্যক যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার লিখিত হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া উপরের প্রস্তাবকরা ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের বিবরিয়া লেখা মোকদ্দমার রোয়দাদ সদর নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দেন্ ও আর২ যে সকল মোকদ্দমাতে উপরের প্রস্তাবকরা প্রকরণের লেখা হুকুম না খাটে সে সকল মোকদ্দমাতে ঐ সাহেবদিগের আবশ্যক যে মোকদ্দমার সমস্ত বিষয়ের তজবীজ করিয়া অপরাধিদিগের উপযুক্ত শাস্তির হুকুম দেন্ কিন্তু কোন প্রকারে ঐ সাহেবেরা ৩৯ ঊনচল্লিশ কোড়ামারণের ও অপরাধিকে তাহার নিবাসের জিলা খারিজকরণের সহিত কিম্বা তাহা বিনাকঠিন শ্রমযুক্ত ১৪ চৌদ্দবৎসর মিয়াদে কয়েদের শাস্তিহইতে অধিক শাস্তির হুকুম দিতে পারিবেন না ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা স্বয়ং হুকুম দিতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের করা তজবীজের দ্বারা ইহা তহকীক জানা যায় যে প্রকৃতই কোন অপরাধি এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত কোন অপরাধের কর্ম্ম এই ধারার ২ প্রকরণের বিবরিয়া লেখা যে সকল ক্রিয়াতে অপরাধের আধিক্য হয় তাহার কোন ক্রিয়াকরণব্যতিরেকে করিয়াছে তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের উচিত যে ফরিয়াদীর তরফ সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যলওনের পরে অপরাধির কি অপরাধিদিগের জওয়াব লইয়া অপরাধির কি অপরাধিদিগের মানা জেরার সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য লন্ ও মোকদ্দমার সমস্ত বিষয়ের পুরা তহকীক ও তজবীজকরণের পরে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সে মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের হুজুরে তাঁহার তজবীজের নিমিত্তে উপস্থিত করণবিনা আপনি তাহাতে অপরাধির কি অপরাধিদিগের অপরাধ সাবুদহওনের কিম্বা না হওনের হুকুম দেন্ ইতি।

যাহারদিগের উপর সিন্ধদেওনের অপরাধ সাবুদ হয় মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা তাহারদিগের শাস্তির হুকুম দিবেন তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা অপরাধির কি অপরাধিদিগের অপরাধ সাবুদ না হইলে খালাসীর হুকুম দিবেন ও তাহারদিগের অপরাধ সাবুদ হইলে ঐ সাহেবেরা দুই বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে শক্ত মেহনৎকরণের সহিত কয়েদথাকনের ও ত্রিশ ঘার অধিক না হয় এমত বেতমারণের শাস্তির হুকুম দিবেন ও ঐ সাহেবেরা ঐ২ মোকদ্দমাতে আপনারদিগের দেওয়া হুকুম তৎক্ষণাৎ জারী করিতে পারিবেন ইতি।

৩ ধারা।

যাহারদিগের উপর

১ প্রথম প্রকরণ।—এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতা

আছে

চুরীকরণের অপরাধ সাবুদ হয় তাহারদিগকে শাস্তি দিবার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতা অধিকহওনের বাবৎ হুকুমের ও যে২ মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ও যে২ মোকদ্দমা দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বিচারযোগ্য হইবেক তাহার কথা।

আছে যে যে সকল লোকের উপর চুরীকরণের অপরাধ সাবুদ হয় তাহারদিগেরে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের শাস্তির ও ত্রিশ ঘার অধিক না হয় এমত বেত্তমারণের শাস্তির হুকুম দেন্ ও আর যে সকল অপরাধেতে শাসনের নিমিত্তে ঐ২ লোককে চেতাইবার কারণ ভারি শাস্তির হুকুম দেওয়া আবশ্যক বোধ হয় যে সকল অপরাধের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতে ঐ২ আদালতের সাহেবদিগের তজবীজ করিবার কারণ সোপর্দ্দ করেন্ এই প্রকরণানুসারে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া যে লোকেরদের উপর চুরীকরণের অপরাধ সাবুদ হয় তাহারদিগকে শাস্তি দিবার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতা অধিকহওনের নিমিত্তে ও যে২ মোকদ্দমার তজবীজ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ও যে২ মোকদ্দমার তজবীজ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের করিতে হইবেক তাহার বয়ানের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

চুরীর যে সকল মোকদ্দমা দায়েরসায়ের সাহেবদিগের বিচারযোগ্য হইবেক তাহার কথা।

জোরজবরীর কোন কর্ম্মকরণ বিনা চুরীআদিকরণের তহমৎ যাহারদিগের উপর হয় তাহারদিগ্কে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ করিতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

যাহারদিগের উপর চুরীকরণের অপরাধ সাবুদ হয় তাহারদিগের যে শাস্তির হুকুম হইবেক্ তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন জনের ঘরহইতে কি গোলাঘরহইতে কিম্বা অন্য স্থানহইতে অথবা শরীরহইতে চুরীকরণ অপরাধের যে২ মোকদ্দমার সহিত জোরজবরী করিয়া ডাকাইতীকরণের অপরাধ সাবুদ হয় ও যাহারদিগের উপর অপরাধিকে শাস্তি দিবার বাবৎ এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত হুকুম কি এই আইনের ২ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখিত হুকুম সম্পর্ক না রাখে যদি ঐ অপরাধের কর্ম্মকরণের কি তাহা করিতে উদ্যতহওনের সময়ে খুন কি তাহা করণের উপক্রম কিম্বা অঙ্গক্ষত কি দাহ কিম্বা শরীরের হানি অথবা যে সকল ক্রিয়াতে অপরাধের আধিক্য হয় তাহার কোন ক্রিয়া অপরাধিহইতে হইয়া থাকে তবে তাহাতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আবশ্যক যে সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা যাহারা ঐ অপরাধের কর্ম্ম করিয়াছে কি তাহার শরীক আছে বোধ হয় সে সমস্ত লোককে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের তজবীজের নিমিত্তে আইন্দা দওরাতে সোপর্দ্দ করেন্ এবং মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের আবশ্যক যে তাঁহারা চুরীকরণের অপবাদগ্রস্ত যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহারা মশহুর বদমাইশ্ হওনহেতুক কি পূর্ব্বে তাহারদিগের উপর ভারি অপরাধ সাবুদ হইয়া থাকনহেতুক কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত এই ধারার নীচের প্রকরণের মতে আপনারা যে হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখেন্ তাহাহইতে ভারি শাস্তির হুকুম হওন আবশ্যক বুঝেন্ তাহারদিগকেও তাহারদিগহইতে যে ক্রিয়াতে অপরাধের আধিক্য হয় তাহার কোন ক্রিয়া না হইয়া থাকিলেও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের তজবীজের নিমিত্তে সোপর্দ্দকরণের হুকুম দেন ও ঐ সকল লোকের পক্ষে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজহওনের সময়ে তাহারদিগের অপরাধ সাবুদ হইলে এমত২ অপরাধের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার ২ ও ৪ ও ৫ ও ৭ প্রকরণেতে যে শাস্তির হুকুম বিবরিয়া লেখা আছে সেই শাস্তির হুকুম হইবেক ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা উপরের লিখিত মোকদ্দমাব্যতিরেকে চুরীর

অন্য

অন্য সমস্ত মোকদ্দমা তাহা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে তজবীজহওনের নিমিত্তে উপস্থিতকরণবিনা আপনারা স্বয়ং তাহা শুনিয়া তজবীজ করিতে পারিবেন ও ফরিয়াদীর এবং আসামীর সাক্ষিরা যে সাক্ষ্য দেয় তাহার বিবেচনা বিলক্ষণরূপে করণের পরে অপরাধ সাবুদ হওয়া কি না হওয়ার হুকুম দিবেন ইতি।

স্বয়ং চুরীর অন্য সমস্ত মোকদ্দমা শুনিয়া তজবীজ করিয়া তাহাতে নাতক হুকুম দিতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উপরের লিখিত দাঁড়ার মতে চুরীর যে সকল মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের তজবীজকরণেরযোগ্য তাহাতে যদি চুরীর মালের সংখ্যা কি দাম ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক হয় কি যদি চুরীকরণিয়াদিগের উপর পূর্ব্বে চুরীকরণের কি সিন্ধ দেওনের অপরাধ কিম্বা অন্য ভারি অপরাধকরা সাবুদ হইয়া থাকে অথবা যদি ঐ চুরী অপরাধী কি অপরাধিরা ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার বিবরিয়া লেখা নেগাহবান কি চৌকীদার কিম্বা পোলীসের আমলাথাকনের সময়ে কি তাহারা যাহার মাল চুরী যায় তাহার চাকরথাকনের কিম্বা তাহার কর্ম্মে নিযুক্তথাকনের সময়ে করিয়া থাকে তবে সে সকল মোকদ্দমাতে এবং গরু ও ভেড়া চুরী সমস্ত প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যাহার কি যাহারদিগের প্রতি অপরাধ সাবুদ হয় তাহারদিগের পক্ষে মোকদ্দমা বুঝিয়া দুই বৎসরের অধিক না হইয়া যে মিয়াদ উপযুক্ত হয় সেই মিয়াদে শক্ত মেহনৎকরণের সহিত কয়েদথাকনের ও ৩০ ত্রিশ ঘা বেতের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তির হুকুম দেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের বিচারযোগ্য চুরীর মোকদ্দমাতে অপরধিদিগের অপরাধ সাবুদ হইলে যে শাস্তির হুকুম হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—চুরীর অন্য যে সকল মোকদ্দমাতে উপরের লিখিত হুকুম না খাটে তাহাতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল মোকদ্দমা এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতামতে বিচার করিয়া হুকুম দিবার নিমিত্তে ঐ সাহেবকে সোপর্দ্দ করেন্ কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার লিখিত হুকুমমতে তাঁহার যে ক্ষমতা হইয়াছে তদনুসারে সে মোকদ্দমাতে তাহা আপনি শুনিয়া ও তজবীজ করিয়া নাতক্ অর্থাৎ পূরা হুকুম দেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা আপনারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগকে চুরীর মোকদ্দমা তজবীজ করিয়া হুকুম দিবার নিমিত্ত সোপর্দ্দ করিতে পারিবার কিম্বা আপনারা নিজে তজবীজ করিবার কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল লোকেরা জানিয়া শুনিয়া চুরীর কি লুঠের দ্রব্যজাত কি জিনিস লয় কি খরীদ করে তাহারদিগের ঐ অপরাধ সাবুদ হইলে তাহারদিগকে শাস্তি দিবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ আইনের ৭ ও ৮ ধারাতে যে সকল হুকুম লেখা যায় তাহা রদ হইল ও তাহার বদলে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে এমত হুকুম হইল যে যে সকল লোকের উপর জানিয়া শুনিয়া চুরীর দ্রব্যজাত কি চতুষ্পদ জন্তু কি অলঙ্কার কিম্বা নগদ টাকাদি অথবা কোন প্রকার জিনিসলওনের কি খরীদকরণের তহমৎ হয় তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজকরণেতে নীচের লিখিতব্য হুকুম আপনারদিগের কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়া জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ আইনের ৭ ও ৮ ধারা রদ হইবার ও চুরীর মালজানিয়া শুনিয়া খরীদকরণ কি লওনের অপবাদগ্রস্তদিগের মোকদ্দমার তজবীজকরণের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে কার্য্যের দাঁড়া জানাইবার নিমিত্তে অন্য২ দাঁড়া নির্দ্দিষ্টহওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।

এই প্রকরণের লিখিত প্রকারেতে চুরীর মাল খরীদ করণিয়া কি লওনিয়ারা দায়েরসায়েরে সোপর্দ্দ হইবার কথা।

ঐ লোকদিগের অপরাধ সাবুদ হইলে যে শাস্তি পাইতে পারিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের করা বিচারানুসারে যাহারদিগকে তহকীক এমত জানা যায় যে তাহারা ডাকাইতীর কিম্বা যে চুরীতে তাহা করণের সময়ে করণিয়াদিগহইতে এই আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের কি ৩ ধারার ২ প্রকরণের বয়ান করিয়া লিখনমত যে২ ক্রিয়াতে অপরাধের আধিক্য হয় তাহার কোন ক্রিয়া হইয়াছে সেই চুরীর মাল জানিয়া শুনিয়া খরীদ করিয়াছে কি লইয়াছে সে সমস্ত লোককে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের তজবীজের নিমিত্তে সোপর্দ্দ করিবেন ও ঐ সাহেবদিগের হজুরে তাহারদিগের উপর ডাকাইতীতে পাওয়া কিম্বা যে চুরীতে তাহা করণের সময়ে করণিয়াদিগ্হইতে এই আইনে ২ ধারার ২ প্রকরণের কি ৩ ধারার ২ প্রকরণের বয়ান করিয়া লিখনমত যে২ ক্রিয়াতে অপরাধের আধিক্য হয় তাহার কোন ক্রিয়া হইয়াছে সেই চুরীতে পাওয়া দ্রব্যজাত কি চতুষ্পদ জন্তু কি অলঙ্কার কিম্বা নগদ টাকাদি অথবা কোন প্রকার জিনিস জানিয়া শুনিয়া লওনের কিম্বা খরীদ করণের অপরাধ সাবুদ হইলে ঐ সকল লোকেরা মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ১৪ চৌদ্দ বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের শাস্তির ও ৩৯ ঊনচল্লিশ ঘা কোড়ার অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।

মশহূর বদমাইশ ও থাঙ্গীদার অপরাধিরা তাহারদিগের নিকটহইতে বাহিরহওয়া চুরীর মাল বিনা জোরজবরীতে পাওয়া হইলেও দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের এ ক্ষমতাও থাকিবেক যে যাহার উপর চুরীর কোন প্রকার মাল জানিয়া শুনিয়া খরীদকরণের কিম্বা লওনের তহমৎ হয় তাহাকে ঐ মাল চুরীকরণের সময়ে তাহা করণিয়াহইতে এই আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের কি ৩ ধারার ২ প্রকরণের বয়ান করিয়া লিখনমতে যে২ ক্রিয়াতে অপরাধের আধিক্য হয় তাহার কোন ক্রিয়া না হইয়া থাকিলেও যদি তাহার ইহার পূর্ব্বে জানিয়া শুনিয়া চুরীর মাল খরীদকরণের কিম্বা লওনের অথবা ডাকাইতী কি সিন্ধালী কিম্বা চুরীকরণের অপরাধ অথবা অন্য ভারি অপরাধকরণ সাবুদ হইয়া থাকে কিম্বা সে থাঙ্গীদার কি মশহূর বদমাইশ ইহা তহকীক জানা যায় তবে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবেরদিগের তজবীজের নিমিত্তে সোপর্দ্দ করেন্ ও এমত লোকের অপরাধ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে সাবুদ হইলে সে মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় বিবেচনাকরণের পরে এই ধারার উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমের দৃষ্টে ঐ সাহেবদিগের মতে তাহার যে শাস্তি উপযুক্ত বোধ হয় সেই শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা জানিয়া শুনিয়া চুরীর মাল খরীদকরণ কি লওন অপবাদগ্রস্তদিগের অন্য সমস্ত মোকদ্দমা শুনিতে ও তজবীজ করিতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উপরের লিখিত মোকদ্দমাব্যতিরেকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তাঁহারা আর যে সকল লোকের উপর জানিয়া শুনিয়া চুরীর কোন প্রকার মাল খরীদকরণের কিম্বা লওনের তহমৎ হয় তাহারদিগের কিম্বা যাহারদিগের উপর লুঠের কি চুরীর মাল আপনারদিগের নিকটে রাখণের এরূপ তহমৎ হয় যে যদি তাহারা ঐ মাল পাওনের সময়ে তাহা লুঠের কি চুরীর ইহা জানিতে পাইয়াছিল না কিন্তু কিছু কাল আপনরাদিগের নিকটে থাকনের পরে সেই মাল লুঠের কি চুরীর ইহা জানিতে পাইয়াও আপনারা রাখিয়া তাহা তাহার মালিককে ফিরিয়া দেয় নাহি কি ইহার এত্তেলা পোলীসের কোন কার্য্যকারকের কি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটে দেয় নাহি

সে

সে সকল লোকের মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের তজবীজের নিমিত্তে উপস্থিতকরণবিনা আপনারা এমত২ মোকদ্দমা শুনিয়া ও তজবীজ করিয়া তাহাতে নাতক হুকুম দিতে পারিবেন ও এমত২ প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আবশ্যক যে ফরিয়াদীর সাক্ষিদিগের দেওয়া সাক্ষ্যের ও আসামীদিগের জওয়াবের ও তাহারদিগের মানা জেরার সাক্ষিগণের দেওয়া সাক্ষ্যের বিবেচনা বিলক্ষণরূপে করিয়া তাহারদিগের অপরাধ সাবুদ হওয়া না হওয়ার হুকুম দেন্ ও যদি আসামীদিগের অপরাধ সাবুদ হয় তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহারদিগের দুই বৎসরের অধিক না হয় এমত মিয়াদে শক্ত মেহনতের সহিত কয়েদথাকনের ও ৩০ ঘা বেত মারণের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তির হুকুম দেন্ ইতি।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে আসল ডাকাইত কি চোরদিগের এতাবতা যাহারা ডাকাইতী কিম্বা চুরী করিয়াছে তাহারদিগের অপরাধ সাবুদ না হইয়া থাকিলেও এই ধারার উপরের প্রকরণের লিখিত কোন অপরাধের কর্ম্ম করণের তহমৎ যে সকল লোকের উপর হয় তাহারদিগের মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতের তজবীজের ও তাহারা শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক যদি স্পষ্ট ইহা জানা যায় যে যথার্থই এমত ডাকাইতী কিম্বা চুরী হইয়াছে ও ঐ মাল খরীদকরণিয়া কি লওনিয়া ঐ মাল ডাকাইতীতে কি চুরীতে পাওয়া ইহা জানিয়া শুনিয়া খরীদ করিয়াছে কি লইয়াছে সাবুদ হয় ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত লোকদিগের মোকদ্দমা আসল চোর কি ডাকাইতদিগের অপরাধ সাবুদ না হইলে ও ফৌজদারী আদালতের বিচারযোগ্য হইবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল কয়েদীর উপর ফেয়ালজামিন দেওনপর্য্যন্ত কয়েদ থাকনের হুকুম কিম্বা যাহারদিগের উপর নিরূপিত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার হুকুম হইয়া থাকে তাহারা যদি কয়েদের কাল গতহওনের পূর্ব্বে জেলখানাহইতে কিম্বা কয়েদ থাকনের অন্য স্থানহইতে অথবা নেগাহবান লোকের হেফাজাৎহইতে পলায় তবে এমত২ কয়েদীদিগের মোকদ্দমার তজবীজ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা করিবেন ও ঐ অপরাধ সাবুদ হইলে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ অপরাধিকে ৩০ ঘার অধিক না হয় এমত বেত মারিবার হুকুম দেন্ ও যদি অপরাধী যে সকল কয়েদীর উপর নিরূপিত মিয়াদে কয়েদথাকনের হুকুম হইয়া থাকে তাহারদিগের মধ্যে হয় তবে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার উপর প্রথমকার মিয়াদ অতীতহওনের পরে কোন প্রকারে দুই বৎসরের অধিক না হয় এমত অন্য মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদথাকনের হুকুম দেন্ ও যদি অপরাধী যে সকল কয়েদীর উপর ফেয়ালজামিন না দেওনপর্য্যন্ত কয়েদ থাকনের হুকুম হইয়া থাকে তাহারদিগের মধ্যে হয় তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব তাহার উপর দুই বৎসরের অধিক না হয় এমত নিরূপিত মিয়াদে কয়েদ থাকিবার হুকুম দেন্ ইতি।

যে কয়েদীরা পলাইয়া গিয়াথাকে তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা করিবার কথা।

অপরাধ সাবুদহইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।

হাজত তজবীজের যে সকল কয়েদীরা জেলখানা কি কয়েদের অন্য স্থান হইতে পলায় তাহারদিগের মোকদ্দমার তজবীজ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে যে সকল কয়েদীরা গ্রেক্তার হইয়া আসিয়া হাজত তজবীজের নিমিত্তে জামিনীতে না থাকিয়া কয়েদ থাকে তাহারা যদি জেলখানা হইতে কিম্বা কয়েদথাকনের অন্য স্থানহইতে অথবা নেগাহবানদিগের হেফাজাৎহইতে পলাইয়া থাকে তবে এমত২ কয়েদীর মোকদ্দমারো তজবীজ মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা করিবেন ও ঐ অপরাধ সাবুদ হইলে তাহারা কোন প্রকারে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদথাকনের হুকুমের যোগ্য হইবেক ইতি।

যে কয়েদীরা পলাইবার কি পলাইতে উদ্যত হওনের সময়ে আপনারদিগের নেগাহবান কি অন্য লোকদিগের শরীরের অতিশয় হানি করিয়া থাকে তাহারদিগের মোকদ্দমার সহিত উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল কয়েদীরা পলাইবার সময়ে কিম্বা পলাইতে উদ্যত হওনের সময়ে আপনারদিগের নেগাহবান লোকের কি অন্য যে সকল লোকেরা তাহারদিগের পলাইতে আটকাইয়াছিল তাহারদিগের প্রতি মরিয়া যাওনের কি ঘাইল হওনের কিম্বা শরীরের অতিশয় হানি হওনের মত নিষ্পীড়ন ও দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে সে সকল কয়েদীর মোকদ্দমার সহিত উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ও এমত২ প্রকারেতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের আবশ্যক যে ঐ সকল অপরাধিকে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের তজবীজের নিমিত্তে সোপর্দ্দ করেন্ ইতি।

৬ ধারা।

মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের ধরা যাওয়া যে সকল লোকের পক্ষে এই আইনানুসারে হুকুম হইয়া থাকে তাহারদিগের নামসম্বলিত আলাহিদা ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া দায়েরসায়েরে সাহেবদিগের হজুরে দর পেশ করিতে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা যে সকল লোককে গ্রেক্তার করাইয়া তাহারদিগের শাস্তির হুকুম কিম্বা খালাসীর হুকুম দেন্ তাহারদিগের নামসম্বলিত যে সকল ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের দৃষ্টি করণার্থে দওরার সময়ে দরপেশ করিতে হয় তাহা সেওয়ায় ইহার পরে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের আবশ্যক যে যে সকল লোকের পক্ষে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে ছয় মাসের অধিক মিয়াদে কয়েদ থাকনের শাস্তির হুকুম হইয়া থাকে তাহারদিগের নাম এবং যাহার উপর তাহারদিগের যে অপরাধকরণের তহমৎ ও যেং হুকুম হইয়া থাকে তাহার কথাসম্বলিত এক ফর্দ্দ আলাহিদা ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া ঐ সাহেবদিগের হজুরে দরপেশ করেন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ও সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের করা হুকুম দৃষ্টি করিবার ও শুধরিবার বিষয়ে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতার কার্য্য ঐ সাহেবেরা এই আইনানুসারে যে সকল হুকুম দেন্ সে সকল হুকুমেতেও হইবেক ইতি।

দায়েরসায়েরে সাহেবদিগের ও সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের দেওয়া হুকুমের বিবেচনা করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

এই আইনানুসারে জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের যে ক্ষমতা হইল পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা সেই ক্ষমতার কার্য্য করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে এই আইনানুসারে যেং ক্ষমতা দেওয়া গেল পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরাও সেই ক্ষমতামত কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

৭ ধারা।

৭ ধারা।

কোন অপরাধিদিগকে গ্রেফ্তারকরণের ও তাহারদিগকে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইবার বিষয়ে পোলীসের দারোগাদিগের এই প্রকরণের লিখিত ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই প্রকরণদ্বারা জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২৫ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের অনুসারে পোলীসের দারোগা ও অন্য কার্য্যকারকদিগকে এমত ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে কোন জনের উপর ঐ প্রকরণের লিখিত অপরাধের কর্ম্ম যাহার শামিলে সিন্ধালী ও চুরী আছে তাহার কোন অপরাধের কর্ম্মকরণের তহমৎ হইলে যদি মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে রিপোর্ট পাঠাইয়া তাঁহার হুকুম না পাওনপর্য্যন্ত তাহাকে গ্রেফ্তারকরণের দস্তকজারীকরা মুলতবী রাখিবার মাতবর কোন হেতু থাকে তবে এমতে তাহারা দস্তকজারীকরা ঐ সাহেবের হুকুমের প্রতীক্ষায় মুলতবী রাখিতে পারিবেক ঐ প্রকরণের কথা অতিস্পষ্ট ও বয়ান করিয়া জানাইবার নিমিত্তে লেখা যাইতেছে যে যাহারদিগের উপর সিন্ধ দিয়া কিম্বা তাহাব্যতিরেকে চুরীকরণের তহমৎ হয় যদি তাহারদিগহইতে ঐ চুরীকরণের সময়ে কোন জনের শারীরিক হানি না হইয়া থাকে এবং যাহারদিগের দ্রব্য চুরী গিয়া থাকে তাহারা যদি এমত দরখাস্ত করে যে আসামীরা ধরা ও মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে পাঠান না যায় এবং ঐ সকল লোকেরা ইহার পূর্ব্বেতে নোনচুরী কি সিন্ধালী অথবা ডাকাইতী না করিয়া থাকে ও তাহা করণের তহমৎ তাহারদিগের উপর না হইয়া থাকে তবে এ মতে ঐ দারোগা ও অন্য কার্য্যকারকেরা এমত২ লোকদিগকে গ্রেফ্তার করা ও তাহারদিগকে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের হজুরে পাঠান ঐ সাহেবদিগের হজুরে রিপোর্ট পাঠাইয়া তাঁহারদিগের হুকুম না পাওনপর্য্যন্ত মুলতবী রাখিতে পারিবেক ইতি।

দারোগাদিগের মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের হজুরে মোকদ্দমার রিপোর্ট অতিশীঘ্র পাঠাইতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে উপরের লিখিত ক্ষমতার কার্য্য করিতে হইলে তৎক্ষণাৎ মোকদ্দমার সমস্ত বিষয়ের কৈফিয়ৎ মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে লিখিয়া পাঠায় ও এমত২ প্রকারেতে পোলীসের দারোগাদিগের করা রিপোর্ট দৃষ্টিকরণের পরে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবদিগের আবশ্যক যে আর যাহা জানিতে হয় তাহা লিখিয়া পাঠাইবার কিম্বা মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় ন্যায়মতের দৃষ্টে ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে দস্তুরমতে কি অন্যমতে কার্য্য করিবার হুকুম দেন্ ইতি।

ঐ ক্ষমতামতে কার্য্যকরণেতে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবেরা যে২ বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ ক্ষমতামতে কার্য্যকরণেতে মাজিস্ট্রেট্‌সাহেবের আবশ্যক যে অপরাধির বয়স অল্পহওন কিম্বা খাইতে না পাওয়া কি না থাকাতে বিশেষতঃ দুর্মূল্যের কি আকালের সময়ে অপরাধের কর্ম্মকরণ অথবা অপরাধকরণের পূর্ব্বে সর্ব্বকাল ভাল কর্ম্ম করিয়া গুজরাণ করণ ও সুখ্যাত থাকনাদি যে২ বিষয়েতে অপরাধির অপরাধের অল্পতা হইতে পারে তাহাতে দৃষ্টি ও মনোযোগ রাখেন ও আর যে২ মোকদ্দমাতে উপরের লিখিত এমত২ হেতু না থাকে কিন্তু যাহার দ্রব্য চুরী গিয়া থাকে সে যদি অপরাধির এমত আত্মীয় হয় যে তাহাকে ফৌজদারী আদালতে শাস্তি পাওনের অসম্ভ্রমহইতে বাঁচাইতে

ইতে চাহে তবে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা এমতং প্রকারেতে ও তাহার কুলের ও মানের ও মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ইতি।

VOL. VI. 400.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,
P. M. WYNCH,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

কলিকাতার সিক্কা আশ্‌রফী ও টাকার পরখ পরিবর্ত্ত করিবার ও আশ্‌রফী ও টাকার বিষয়ে এক্ষণে যে২ হুকুম চলিতেছে তাহার কোন২ হুকুম শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের তারিখ ২৪ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৫ সালের ১১ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৬ সালের ১২ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৬ সালের ১২ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৫ সালের ১১ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৪ সালের ২৫ শহর সফরে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক সিক্কা আশ্‌রফী ও টাকার নিমিত্তে যে সোণা ও রুপা মোকরর্ আছে তাহাতে খাটী সোণার ও খাটী রুপার ভাগ অধিক থাকনহেতুক লোকদিগের কারবারেতে অনেক ক্লেশ ও শৈথিল্য হয় কেননা আশ্‌রফী ও টাকাদি অনেক হাতে চলা ও ফেরাতে কালান্তরে মলৎ ও কমী হইয়াই যায় বিশেষতঃ তাহাতে খাটী সোণা ও রুপার ভাগ অধিক থাকিলে অতিশীঘ্র মলৎ ও কমী হয় যেহেতুক সোণা ও রুপা অগ্নিতে না গলাইলে খাটী হইতে পারে না ও তাহা করিতে হইলে অনেক খরচ পড়ে এবং সরকারের শাসিত দেশেতে যত২ সোণা ও রুপা আইসে টাকশালেতে তাহার বদলে তাহার পরিমাণহইতে আশ্‌রফী ও টাকার পরিমাণ অতিক্রমও হয় ও যেহেতুক ইহাও উচিত বুঝা গেল যে কলিকাতা রাজধানীর তাবে দেশের চলিত আশ্‌রফী ও টাকা ও মান্দরাজ ও বম্বাই রাজধানীর তাবে দেশের চলিত আশ্‌রফী ও টাকাতে সমতা হয় ও একারণ কলিকাতার সিক্কা আশ্‌রফী ও টাকার ও মান্দরাজ ও বম্বাইয়ের সিক্কা আশ্‌রফী ও টাকার পরখ সাধ্যমত সমান ও প্রায় সমান হইবার নিমিত্তে সিক্কা ১৯ উনিশ সন আশ্‌রফী ও টাকার পরখের বাবৎ সাবেক আইনের লিখিত কথা রদ করা ও ইহার পরে নীচের লিখিতব্য ও পরিমাণক্রমে আশ্‌রফী ও টাকা জরব করা উচিত ও বিহিত বোধ হইল কিন্তু যেহেতুক সমস্ত লোকের সমুদয় কারবার ও দেনা পাওনাতে এখনকার চলিত সিক্কা টাকার হিসাব হয় অতএব যদি তাহার মূল্য কম করা যায় তবে লোকদিগের মধ্যে পরস্পর হওয়া করার দাদওগয়রহের বিষয়েতে অনেক বিতথা হইবেক এবং ঐ মূল্যের ফেরফারকরণেতে অন্য২ ব্যাঘাত ও দোষ হইতে পারে অতএব টাকার মূল্য পূর্ব্বমত থাকিবেক এমতে সাবেক টাকাতে যে আন্দাজ খাটী রুপা আছে ইহার পরে টাকশালেতে যে সকল টাকা জরব হইবেক তাহাতেও খাটী রুপা ততই থাকিবেক ও যেহেতুক তাহার মূল্যের কিছু

ফেরফার

ফেরফার হইল না অতএব তাহা পূর্ব্বমতে চলিতে থাকিবেক ও যেহেতুক ইহা বুঝা যাইতেছে যে টাকৃশালের সোণা ওরূপার পরিমাণের হিসাবেতে কএক গল্‌তী হইয়াছে এবং কলিকাতা ও মান্দরাজ ও বম্বাই রাজধানীর মধ্যে ঐ হিসাবের মিলান থাকে ইহা উচিত ও বিহিত বোধ হইল একারণ খাটী সোণার দাম খাটী রুপার দামের সম্বন্ধে এক্ষণে ১৪ চৌদ্দগুণ আছে এই আইন জারীহওনের পরে এক গুণ চড়িয়া পনেরগুণ হইবার নিমিত্তে ইহা উপযুক্ত বোধ হইল যে ইহার পরে কলিকাতার টাকৃশালেতে যে সকল আশ্‌রফী জরব্‌ হইবেক তাহার আসল মূল্য খাটী সোণার পরিমাণহইতে কিঞ্চিৎ কম করা যায় ও আশ্‌রফী ১৬ ষোল টাকাতে দেওয়া লওয়া যাইবেক অতএব উপরের লিখিত তাৎপর্য্যার্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ২ হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১ জানুআরি হইতে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

১৯ সন সিক্কা আশ্‌রফী ও টাকার ওজন ও পরখের নিরূপণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২ ধারাতে যে হুকুম লেখা যায় তাহা রদ হওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে জলুসী ১৯ উনিশসন সিক্কা টাকা ও আশ্‌রফীর ওজন পরখের নিরূপণের কথাসম্বলিত যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ২ ধারাতে লেখা যায় তাহা এই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিতব্য বিবরণক্রমে কলিকাতার সিক্কা টাকা ও আশ্‌রফীর ওজন ও পরখ হইবেক।

আশ্‌রফীর ওজনের বিবরণ।

ত্রয়ওয়েট্‌ অর্থাৎ ইঙ্গরজী ওজন ফি আশ্‌রফী ২০৪।৭১০ দুইশত চারি গ্রেন্‌ সাত শত দশ ডেসিমল ও তাহার মধ্যে ১৮৭।৬৫১ একশত সাতাশী গ্রেন্‌ ছয়শত একান্ন ড়েসিমল খাটী সোণা বাকী ১৭।০৫৯ সতের গ্রেন্‌ উনষাটি ড়েসিমল খাটি ও তাহার অর্দ্ধেক আশ্‌রফীর ফি আধুলী ত্রয়ওয়েট্‌ অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ওজন ১০২।৩৫৫ একশত দুই গ্রেন্‌ তিনশত পঞ্চান্ন ড়েসিমল ও তাহার মধ্যে ৯৩।৮২৫ তিরানব্বই গ্রেন্‌ আটশত পঁচিশ ডেসিমল খাটী সোণা ও বাকী ৮।৫২৯ আট গ্রেন পাঁশচত উনত্রিশ ডেসিমল খাটি ও তাহার চারি অংশের এক অংশ আশ্‌রফীর ফি সুকীতে ত্রয়ওয়েট্‌ অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ওজন ৫১।১৭৭ একান্ন গ্রেন্‌ একশত সাতাত্তর ডেসিমল ও তাহার মধ্যে ৪৬।৯১২ ছচল্লিশ গ্রেন্‌ নয়শত বার ডেসিমল খাটি সোণা ও বাকী ৪।২৬৪ চারি গ্রেন্‌ দুইশত চৌষট্টি ডেসিমল খাটি।

সিক্কা টাকার ওজনের বিবরণ।

ত্রয়ওয়েট্‌ আৎ ইঙ্গরেজী ওজন ফি টাকা ১৯১।৯১৬ একশত একানব্বই গ্রেন্‌ নয়শত

নয়শত ষোল ডেসিমল ও তাহার মধ্যে ১৭৫। ৯২৩ একশত পঁচাত্তর গ্রেন্ নয়শত তেইশ ডেসিমল খাটী রূপা ও বাকী ১৫। ৯৯৩ পনের গ্রেন্ নয়শত তিরানব্বই ডেসিমল খাটি ও ত্রয়ওয়েট্ অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ওজন ফি আধুলী ৯৫। ৯৫৮ পঁচানব্বই গ্রেন্ নয়শত আটান্ন ডেসিমল ও তাহার মধ্যে ৮৭। ৯৬১ সাতাশী গ্রেন্ নয়শত একষট্টী ডেসিমল খাটী রূপা ও বাকী ৭। ৯৯৭ সাত গ্রেন্ নয়শত সাতানব্বই ডেসিমল খাটি ও ত্রয়ওয়েট্ অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ওজন ফি সুকী ৪৭। ৯৭৯ সাত চল্লিশ গ্রেন্ নয়শত উনআশী ডেসিমল ও তাহার মধ্যে ৪৩। ৯৮১ তেতাল্লিশ গ্রেন্ নয়শত একাশী ডেসিমল খাটী রূপা ও বাকী ৩। ৯৯৮ তিন গ্রেন্ ও নয়শত আটানব্বই ডেসিমল খাটি ইতি।

৩ ধারা।

২ ধারার লিখিত ওজন ও পরখের আশ্রফী ও টাকা চলন হইবার কথা।

জানান যাইতেছে যে যেমত ১৯ উনিশ সন সিক্কা সমস্ত আশ্রফী ও টাকা ও তাহার রেজকী সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে ও বারাণসদেশেতে চলিতেছে সেই মত কলিকাতার যে সকল আশ্রফী ও টাকা ও তাহার রেজকী ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১ পহিলা জানুআরীহইতে এই আইনের ২ ধারার লিখিত ওজন ও পরখে কলিকাতার টাকশালেতে জরব হইবেক সে সমস্ত আশ্রফী ও টাকা ও তাহার রেজকী ঐ সকল সুবা ও দেশের মধ্যে সরকারের ও সমস্ত লোকের সমুদয় কারবার ও দেনা পাওনাতে চলিবেক ও যদি কেহ সরকারের তহবীলের আমলার স্থানে ঐ সকল আশ্রফী ও টাকা কি তাহার রেজকী না লয় তবে তাহা সাবুদ হইলে সে ইঙ্গরেজী ১৭৭৩ সালের ৩৫ আইনের ৩ ধারার লিখিত প্রতিফলের যোগ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ২ধারা রদ হওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে যেং হুকুম লেখা যায় তাহা রদ হইল ও তাহার বদলে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

কলিকাতার টাক্শালে জরবহওয়া টাকাসেওয়ায় যত টাকা কি রূপা জরবের নিমিত্তে ঐ টাক্শালেতে দাখিল হয় তাহার উপর শতকরা ২ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে যত রূপা ও কলিকাতার টাক্শালে জরব হওয়া টাকা সেওয়ায় যত টাকা জরব হইবার নিমিত্তে ঐ টাক্শালেতে দাখিল হয় তাহার উপর এই হারে মাসুল লওয়া যাইবেক এতাবতা ঐ রূপাওগয়রহের বদলে ঐ পরখ ও ওজনে যত টাকা মালিকের পাওনা হয় তাহার উপর শতকরা ২ দুই টাকা হিসাবে মাসুল কাটিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

রেজকী জরব্ করাইতে হইলে শতকরা ঐ মাসুলের উপর এক টাকা করিয়া বেশী মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি টাক্শালেতে রূপাওগয়রহ্ দাখিল করিয়া তাহার বদলে টাকার রেজকী অর্থাৎ আধুলী কিম্বা সুকী জরব করাইয়া লইতে চাহে তবে সে ব্যক্তি উপরের মোকররী মাসুলের উপর শতকরা একটাকা বেশী দিয়া ঐ রেজকী পাইবেক ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।

রেজকী জরব্ করাইবার নিমিত্তে কলিকাতার সিক্কা টাকা দাখিল হইলে শতকরা কেবল ১ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন ব্যক্তি কলিকাতার সাবেক কিম্বা হালের ওজনের সিক্কা টাকা তাহার বদলে টাকার রেজকী জরব্ করাইয়া লইবার নিমিত্তে ঐ টাকশালেতে দাখিল করে তাহার স্থানে এই ধারার ৩ প্রকরণের লিখনমতে কেবল শত করা ১ একটাকা মাসুল লওয়া যাইবেক ও এই ধারার ২ প্রকরণের লিখনমতে অন্য নানা প্রকার টাকার এবং রূপার জরবেতে যে মাসুল লাগে তাহা সে ব্যক্তির স্থানে লওয়া যাইবেক না ইতি।

রূপাদির মালিকদিগকে তাহার রসীদ ওসর্টিফিকট্ দেওয়া যাইবার ও তাহারদিগের টাকা পাওনের মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে সময়ে রূপা কিম্বা তাহার সিক্কা কলিকাতার টাকশালেতে দাখিল হয় সেই সময়ে তাহার মালিককে টাকশালের সাহেবের তরফহইতে তাহার এক রসীদ দেওয়া যাইবেক যে ঐ মালিক তাহার দ্বারা পরখাইয়ের সাহেবের তরফহইতে এক সর্টিফিকট অর্থাৎ দস্তাবেজ এই মজমুনে পায় যে অমুক আপন দাখিলকরা রূপা কি তাহার সিক্কার বদলে কলিকাতার সিক্কা এত টাকা সমুদয়ে পাইতে পারে ও তাহার সংখ্যা নিরূপণ এই আইনের ধারার নীচের লিখিতব্য ১ প্রথম নম্বরের নকশামতে করা যাইবেক ও যদি মালিকের ঐ রূপাওগয়রহের বদলে টাকা পাওয়া হয় তবে সর্টিফিকটের তারিখহইতে দশ দিনের পর ও যদি টাকার রেজকী পাওনা হয় তবে ঐ তারিখহইতে বিশ দিনের পর কলিকাতার জেনরল ত্রেজরীর ঘরেতে পাইবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে টাকার রেজকী পাওনা হইলে এই আইনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত মাসুল মালিকের পাওনা টাকাহইতে কাটিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

এই আইনের মতে জরব্ হওয়া টাকা ও আধুলী ও সুকীর সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ৩ ধারা সম্পর্ক রাখিবার কথা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুম এই আইনের লিখনানুসারে জররহওয়া টাকা ও আধুলী ও সুকীর সহিত সম্পর্করাখিবেক ও একং টাকা কিম্বা তাহার রেজকী আলাহিদাং তৌলকরাতে কলিকাতার সিক্কার মোকররী ওজনহইতে ফি টাকা দুইপাইহইতে কিম্বা এক গ্রেন্ ত্রয়ওয়েট্ নয়শত নিরানব্বই ডেসিমলহইতে অধিক ওজনে কমী না হইলে ঐ সকল টাকা ও তাহার রেজকী সরকারের ও সমস্ত লোকের কার্য্যকর্ম্মেতে চলিবার যোগ্য বোধ হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ৩ ও ৪ প্রকরণ রদ হওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ৩ ও ৪ প্রকরণেতে যেং হুকুম লেখা যায় তাহা রদ হইল ও তাহার বদলে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

এই আইনানুসারে আশ্রফীর নিমিত্তে নিরূপণ হওয়া পরখসহী কি তাহা

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে আশরফীর নিমিত্তে যে পরখ মোকরর্ হইয়াছে সেই পরখসহী সোণা কি তাহার সিক্কা কিম্বা তাহাহইতে উত্তম পরখের সোণা কিম্বা তাহার সিক্কা জরব্ করাইবার নিমিত্তে কলিকাতার টাকশালেতে

দাখিল

দাখিল করে তবে সে ব্যক্তি তাহার বদলে ঐ সোণাতে যত হইতে পারে তত নূতন রকম আশ্‌রফী কিম্বা তাহার রেজকী ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণেতে যেমত লেখা আছে সেইমত শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকা হিসাবে মামুলবাদে পাইবেক ইতি।

হইতে উত্তম পরখের সোণাদির বদলে মালিকের যত পাওনা হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত পরখহইতে মন্দ পরখের যত সোণা কি তাহার সিক্কা কলিকাতার টাকৃশালেতে দাখিল হয় কর্ত্তব্য যে তাহা গলাইয়া ঐ সিক্কার সোণার পরখসহী করা যায় অতএব তাহা গলাইতে ও সিক্কার পরখসহী করিতে সরকারের যে ক্ষতি ও খরচখরচা হয় তাহা পোষাইবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকা মাসুল ও পূর্ব্বহইতে পরখের ঘাট্‌তী বাবৎ যে বাদ হইয়া আসিতেছে তাহা সেওয়ায় আর খরচা ২ নম্বরের নক্‌শার লিখনক্রমে পরখসহীকরণের খরচারূপে মালিকের লাগিবেক ইতি।

কম পরখের সোণা ও তাহার সিক্কার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

৭ ধারা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ও ১৮১২ সালের ২ আইনের লিখিত যে সকল হুকুম এই আইনানুসারে রদ না হইল তাহা বহাল ও স্থির বোধ হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনের ও ১৮১২ সালের ২ আইনের কোন২ হুকুম বহাল থাকিবার কথা।

VOL. VI. 405.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

১ প্রথম নম্বর।

প্রথম নম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১ জানআরিহইতে কলিকাতার টাকশালে দাখিল হওয়া যত রূপায় যত টাকা হইবেক তাহার হিসাবের নক্শা।

নূতন পরখ।	কলিকাতার টাকশালের সিক্কার রূপার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী ডেসিমালের হিসাবে বেশী কি কমীর পরিমাণ।	গলাইতে ও পরখ সহী করিতে জলতাই ত্যাদি কমতী বাদ।	মিনাহ এ কুন।	সিক্কা টাকার ওজনে রূপার পরিমাণ।	টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	জরবের মাসুল শতকরা দুই টাকা।	মালিকের পাওনা বেবাক টাকার সংখ্যা।
২০পেনীও য়েটবেশী	৯—০৯১	০	০	১০৯—০৯১	১০২—১২৮	২—০৪৩	১০০—০৮৫
১৯৷৷০বেশী	৮—৮৬৪	০	০	১০৮—৮৬৪	১০১—৯১৫	২—০৩৮	৯৯—৮৭৭
১৯	৮—৬৩৬	০	০	১০৮—৬৩৬	১০১—৭০২	২—০৩৪	৯৯—৬৬৮
১৮৷৷০	৮—৪০৯	০	০	১০৮—৪০৯	১০১—৪৮৯	২—০৩০	৯৯—৪৫৯
১৮	৮—১৮২	০	০	১০৮—১৮২	১০১—২৭৭	২—০২৬	৯৯—২৫১
১৭৷৷০	৭—৯৫৫	০	০	১০৭—৯৫৫	১০১—০৬৪	২—০২১	৯৯—০৪৩
১৭	৭—৭২৭	০	০	১০৭—৭২৭	১০০—৮৫১	২—০১৭	৯৮—৮৩৪
১৬৷৷০	৭—৫০০	০	০	১০৭—৫০০	১০০—৬৩৮	২—০১৩	৯৮—৬২৫
১৬	৭—২৭৩	০	০	১০৭—২৭৩	১০০—৪২৬	২—০০৮	৯৮—৪১৮
১৫৷৷০	৭—০৪৫	০	০	১০৭—০৪৫	১০০—২১২	২—০০৪	৯৮—২০৮
১৫	৬—৮১৮	০	০	১০৬—৮১৮	১০০—০০০	২—০০০	৯৮—০০০
১৪৷৷০	৬—৫৯১	০	০	১০৬—৫৯১	৯৯—৭৮৭	১—৯৯৬	৯৭—৭৯১
১৪	৬—৩৬৪	০	০	১০৬—৩৬৪	৯৯—৫৭৫	১—৯৯১	৯৭—৫৮৪
১৩৷৷০	৬—১৩৬	০	০	১০৬—১৩৬	৯৯—৩৬১	১—৯৮৭	৯৭—৩৭৪
১৩	৫—৯০৯	০	০	১০৫—৯০৯	৯৯—১৪৯	১—৯৮৩	৯৭—১৬৬
১২৷৷০	৫—৬৮২	০	০	১০৫—৬৮২	৯৮—৯৩৬	১—৯৭৯	৯৬—৯৫৭
১২	৫—৪৫৫	০	০	১০৫—৪৫৫	৯৮—৭২৪	১—৯৭৪	৯৬—৭৫০

নূতন পরখ।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার রূপার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী ডেসিমালের হিসাবে বেশী কি কমীর পরিমাণ।	গলাইতে ও পরখ সহী করিতে জলতীই ত্যাদি কয়তী বাদ।	মিনাহ একুন।	সিক্কা টাকার ওজনে রূপার পরিমাণ।	টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	জরবের মাসুল শতকরা দুই টাকা।	মালিকের পাওনা বেবাক টাকার সংখ্যা।
১১৷৷০	৫—২২৭	০	০	১০৫—২২৭	৯৮—৫১০	১—৯৭০	৯৬—৫৪০
১১	৫—০০০	০	০	১০৫—০০০	৯৮—২৯৮	১—৯৬৬	৯৬—৩৩২
১০৷৷০	৪—৭৭৩	০	০	১০৪—৭৭৩	৯৮—০৮৫	১—৯৬২	৯৬—১২৩
১০	৪—৫৪৫	০	০	১০৪—৫৪৫	৯৭—৮৭২	১—৯৫৭	৯৫—৯১৫
৯৷৷০	৪—৩১৮	০	০	১০৪—৩১৮	৯৭—৬৫৯	১—৯৫৩	৯৫—৭০৬
৯	৪—০৯১	০	০	১০৪—০৯১	৯৭—৪৪৭	১—৯৪৯	৯৫—৪৯৮
৮৷৷০	৩—৮৬৪	০	০	১০৩—৮৬৪	৯৭—২৩৪	১—৯৪৫	৯৫—২৮৯
৮	৩—৬৩৬	০	০	১০৩—৬৩৬	৯৭—০২১	১—৯৪০	৯৫—০৮১
৭৷৷০	৩—৪০৯	০	০	১০৩—৪০৯	৯৬—৮০৮	১—৯৩৬	৯৪—৮৭২
৭	৩—১৮২	০	০	১০৩—১৮২	৯৬—৫৯৬	১—৯৩১	৯৪—৬৬৫
৬৷৷০	২—৯৫৫	০	০	১০২—৯৫৫	৯৬—৩৮৩	১—৯২৮	৯৪—৪৫৫
৬	২—৭২৭	০	০	১০২—৭২৭	৯৬—১৭০	১—৯২৩	৯৪—২৪৭
৫৷৷০	২—৫০০	০	০	১০২—৫০০	৯৫—৯৫৭	১—৯১৯	৯৪—০৩৮
৫	২—২৭৩	০	০	১০২—২৭৩	৯৫—৭৪৫	১—৯১৫	৯৩—৮৩০
৪৷৷০	২—০৪৫	০	০	১০২—০৪৫	৯৫—৫৩১	১—৯১১	৯৩—৬২০
৪	১—৮১৮	০	০	১০১—৮১৮	৯৫—৩১৯	১—৯০৬	৯৩—৪১৩
৩৷৷০	১—৫৯১	০	০	১০১—৫৯১	৯৫—১০৬	১—৯০২	৯৩—২০৪
৩	১—৩৬৪	০	০	১০১—৩৬৪	৯৪—৮৯৪	১—৮৯৮	৯২—৯৯৬
২৷৷০	১—১৩৬	০	০	১০১—১৩৬	৯৪—৬৮০	১—৮৯৪	৯২—৭৮৬
২ ইং পরখ	—৯০৯	০	০	১০০—৯০৯	৯৪—৪৬৮	১—৮৮৯	৯২—৫৭৯

নূতন পরখ।	কলিকাতার টাকশালের সিক্কার রূপার পরখের খুঁট মিলানে ফিশতভরী ডেসিমালের হিসাবে বেশী কি কমীর পরিমাণ।	গলাইতে ও পরখ সহী করিতে জলতীইত্যাদি কম্তী বাদ।	মিনাহএ কুন।	সিক্কা টাকার ওজনে রূপার পরিমাণ।	টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	জরবের মাসুল শতকরা দুই টাকা।	মালিকের পাওনা বেবাক টাকার সংখ্যা।
১৷৷০	—৬৮২	০	০	১০০—৬৮২	৯৪—২৫৫	১—৮৮৫	৯২—৩৭০
১	—৪৫৫	০	০	১০০—৪৫৫	৯৪—০৪৩	১—৮৮১	৯২—১৬২
৷৷০	—২২৭	০	০	১০০—২২৭	৯৩—৮৩০	১—৮৭৭	৯১—৯৫৩
সিক্কার পরখ সহী	—০০০	০	০	১০০—০০০	৯৩—৬১৭	১—৮৭২	৯১—৭৪৫
৷৷০ কম	—২২৭	০	—২২৭	৯৯—৭৭৩	৯৩—৪০৪	১—৮৬৮	৯১—৫৩৬
১ কম	—৪৫৫	০	—৪৫৫	৯৯—৫৪৫	৯৩—১৯১	১—৮৬৪	৯১—৩২৭
১৷৷০	—৬৮২	০	—৬৮২	৯৯—৩১৮	৯২—৯৭৯	১—৮৬০	৯১—১১৯
২	—৯০৯	০	—৯০৯	৯৯—০৯১	৯২—৭৬৬	১—৮৫৫	৯০—৯১১
২৷৷০	১—১৩৬	০	১—১৩৬	৯৮—৮৬৪	৯২—৫৫৪	১—৮৫১	৯০—৭০৩
৩	১—৩৬৪	০	১—৩৬৪	৯৮—৬৩৬	৯২—৩৪১	১—৮৪৭	৯০—৪৯৪
৩৷৷০	১—৫৯১	০	১—৫৯১	৯৮—৪০৯	৯২—১২৮	১—৮৪৩	৯০—২৮৫
৪	১—৮১৮	০	১—৮১৮	৯৮—১৮২	৯১—৯১৫	১—৮৩৮	৯০—০৭৭
৪৷৷০	২—০৪৫	০	২—০৪৫	৯৭—৯৫৫	৯১—৭০৩	১—৮৩৪	৮৯—৮৬৯
৫	২—২৭৩	০	২—২৭৩	৯৭—৭২৭	৯১—৪৮৯	১—৮৩০	৮৯—৬৫৯
৫৷৷০	২—৫০০	০	২—৫০০	৯৭—৫০০	৯১—২৭৭	১—৮২৬	৮৯—৪৫১
৬	২—৭২৭	০	২—৭২৭	৯৭—২৭৩	৯১—০৬৪	১—৮২১	৮৯—২৪৩
৬৷৷০	২—৯৫৫	—২৯৭	৩—২৫২	৯৬—৭৪৮	৯০—৫৭৩	১—৮১১	৮৮—৭৬২
৭	৩—১৮২	—৪৪৫	৩—৬২৭	৯৬—৩৭৩	৯০—২২২	১—৮০৪	৮৮—৪১৮
৭৷৷০	৩—৪০৯	—৫৯২	৪—০০১	৯৫—৯৯৯	৮৯—৮৭১	১—৭৯৭	৮৮—০৭৪

নূতন পরখ।	কলিকাত্তার টাকশালের সিক্কার রূপার পরখের খুট মিলানে ফিশত ভরী ডেসিমালের হিসাবে বেশী কি কমীর পরিমাণ।	গলাইতে ও পরখ সহী করিতে জলন্তী ইত্যাদি কমতী বাদ।	মিনাহ একুন।	সিক্কা টাকার ওজনে রূপার পরিমাণ।	টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	জরবের মাসুল শতকরা দুইটাকা।	মালিকের পাওনা বেবাক টাকার সংখ্যা।
৮	৩—৬৩৬	—৭৪৪	৪—৩৮০	৯৫—৬২০	৮৯—৫১৭	১—৭৯০	৮৭—৭২৭
৮।।০	৩—৮৬৪	—৯০১	৪—৭৬৫	৯৫—২৩৫	৮৯—১৫৬	১—৭৮৩	৮৭—৩৭৩
৯	৪—০৯১	১—০৫৮	৫—১৪৯	৯৪—৮৫১	৮৮—৭৯৭	১—৭৭৬	৮৭—০২১
৯।।০	৪—৩১৮	১—০৬৪	৫—৩৮২	৯৪—৬১৮	৮৮—৫৭৯	১—৭৭১	৮৬—৮০৮
১০	৪—৫৪৫	১—০৭২	৫—৬১৭	৯৪—৩৮৩	৮৮—৩৫৯	১—৭৬৭	৮৬—৫৯২
১০।।০	৪—৭৭৩	১—০৭৮	৫—৮৫১	৯৪—১৪৯	৮৮—১৩৯	১—৭৬৩	৮৬—৩৭৬
১১	৫—০০০	১—০৮৮	৬—০৮৮	৯৩—৯১২	৮৭—৯১৮	১—৭৫৮	৮৬ ১৬০
১১।।০	৫—২২৭	১—১০০	৬—৩২৭	৯৩—৬৭৩	৮৭—৬৯৪	১—৭৫৪	৮৫—৯৪০
১২	৫—৪৫৫	১—১১২	৬—৫৬৭	৯৩—৪৩৩	৮৭—৪৬৯	১—৭৪৯	৮৫—৭২০
১২।।০	৫—৬৮২	১—১২৫	৬—৮০৭	৯৩—১৯৩	৮৭—২৪৪	১—৭৪৫	৮৫—৪৯৯
১৩	৫—৯০৯	১—১৩৮	৭—০৪৭	৯২—৯৫৩	৮৭—০২০	১—৭৪০	৮৫—২৮০
১৩।।০	৬—১৩৬	১—১৫০	৭—২৮৬	৯২—৭১৪	৮৬—৭৯৬	১—৭৩৬	৮৫—০৬০
১৪	৬—৩৬৪	১—১৬১	৭—৫২৫	৯২—৪৭৫	৮৬—৫৭২	১—৭৩১	৮৪—৮৪১
১৪।।০	৬—৫৯১	১—১৭৩	৭—৭৬৪	৯২—২৩৬	৮৬—৩৪৯	১—৭২৭	৮৪—৬২২
১৫	৬—৮১৮	১—১৮৬	৮—০০৪	৯১—৯৯৬	৮৬—১২৪	১—৭২২	৮৪—৪০২
১৫।।০	৭—০৪৫	১—১৯৬	৮—২৪১	৯১—৭৫৯	৮৫—৯০২	১—৭১৮	৮৪—১৮৪
১৬	৭—২৭৩	১—২০৮	৮—৪৮১	৯১—৫১৯	৮৫—৬৭৭	১—৭১৩	৮৩—৯৬৪
১৬।।০	৭—৫০০	১—২২০	৮—৭২০	৯১—২৮০	৮৫—৪৫৪	১—৭০৯	৮৩—৭৪৫

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

নূতন পরখ।	কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার রূপার পরখের খুঁট মিলানে ফিশতভরী ডেসিমালের হিসাবে বেশী কি কমীর পরিমাণ।	গলাইতে ও পরখ সহী করিতে জলতীইত্যাদি কম্তী বাদ।	মিনাহ একুন।	সিক্কা টাকার ওজনে রূপার পরিমাণ।	টাকা যত হই বেক তাহার পরিমাণ।	জরবের মাসুল শতকরা দুই টাকা।	মালিকের পাওনা বেবাক টাকার সংখ্যা।
১৭	৭—৭২৭	১—২৩৩	৮—৯৬০	৯১—০৪০	৮৫—২২৯	১—৭০৪	৮৩—৫২৫
১৭॥০	৭—৯৫৫	১—২৫০	৯—২০৫	৯০—৭৯৫	৮৫—০০০	১—৭০০	৮৩—৩০০
১৮	৮—১৮২	১—২৬৮	৯—৪৫০	৯০—৫৫০	৮৪—৭৭০	১—৬৯৫	৮৩—০৭৫
১৮॥০	৮—৪০৯	১—২৮৭	৯—৬৯৬	৯০—৩০৪	৮৪—৫৪০	১—৬৯১	৮২—৮৪৯
১৯	৮—৬৩৬	১—৩০৫	৯—৯৪১	৯০—০৫৯	৮৪—৩১১	১—৬৮৬	৮২—৬২৫
১৯॥০	৮—৮৬৪	৭—৩২১	১০-১৮৫	৮৯—৮১৫	৮৪—০৮২	১—৬৮২	৮২—৪০০
২০	৯—০৯১	১—৩৩৯	১০-৪৩০	৮৯—৫৭০	৮৩—৮৫৩	১—৬৭৭	৮২—১৭৬
২০॥০	৯—৩১৮	১—৩৫৭	১০-৬৭৫	৮৯—৩২৫	৮৩—৬২৩	১—৬৭২	৮১—৯৫১
২১	৯—৫৪৫	১—৩৭৩	১০-৯১৮	৮৯—০৮২	৮৩—৩৯৬	১—৬৬৮	৮১—৭২৮
২১॥০	৯—৭৭৩	১—৪০৪	১১-১৭৭	৮৮—৮২৩	৮৩—১৫৩	১—৬৬৩	৮১—৪৯০
২২	১০—০০০	১—৪৩৪	১১-৪৩৪	৮৮—৫৬৬	৮২—৯১৩	১—৬৫৮	৮১—২৫৫
২২॥০	১০—২২৭	১—৪৬৬	১১-৬৯৩	৮৮—৩০৭	৮২—৬৭০	১—৬৫৩	৮১—০১৭
২৩	১০—৪৫৫	১—৪৯৬	১১-৯৫১	৮৮—০৪৯	৮২—৪২৯	১—৬৪৮	৮০—৭৮১
২৩॥০	১০—৬৮২	১—৫২৬	১২-২০৮	৮৭—৭৯২	৮২—১৮৮	১—৬৪৪	৮০—৫৪৪
২৪	১০—৯০৯	১—৫৫৫	১২-৪৬৪	৮৭—৫৩৬	৮১—৯৪৯	১—৬৩৯	৮০—৩১০
২৪॥০	১১—১৩৬	১—৫৮৫	১২-৭২১	৮৭—২৭৯	৮১—৭০৮	১—৬৩৪	৮০—০৭৪
২৫	১১—৩৬৪	১—৬১৫	১২-৯৭৯	৮৭—০২১	৮১—৪৬৩	১—৬২৯	৭৯—৮৩৭
২৫॥০	১১—৫৯১	১—৬৪৯	১৩-২৪০	৮৬—৭৬০	৮১—২২২	১—৬২৪	৭৯—৫৯৮
২৬	১১—৮১৮	১—৬৮৩	১৩-৫০১	৮৬—৪৯৯	৮০—৯৭৮	১—৬২০	৭৯—৩৫৮
২৬॥০	১২—০৪৫	১—৭১৭	১৩-৭৬২	৮৬—২৩৮	৮০—৭৩৩	১—৬১৪	৭৯—১১৯

নূতন পরখ।	কলিকাতার টাকশালের সিক্কার রূপার পরখের খুঁট মিলানে ফিণ্ড ভরী ডেসিমালের হিসাবে বেশী কি কমীর পরিমাণ।	গলাইতে ও পরখ সহী করিতে জলতী ইত্যাদি কমতী বাদ।	মিনাহ এ কুন।	সিক্কা টাকার ওজনে রূপার পরিমাণ।	টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	জরবের মামুল শতকরা দুইটাকা।	মালিকের পাওনা বেবাক টাকার সংখ্যা।
২৭	১২—২৭৩	১—৭৫১	১৪-০২৪	৮৫—৯৭৬	৮০—৪৮৮	১—৬১০	৭৮—৮৭৮
২৭॥০	১২—৫০০	১—৮০০	১৪-৩০০	৮৫—৭০০	৮০—২৩০	১—৬০৫	৭৮—৬২৫
২৮	১২—৭২৭	১—৮৫০	১৪-৫৭৭	৮৫—৪২৩	৭৯—৯৭০	১—৫৯৯	৭৮—৩৭১
২৮॥০	১২—৯৫৫	১—৯০০	১৪-৮৫৫	৮৫—১৪৫	৭৯—৭১০	১—৫৯৪	৭৮—১১৬
২৯	১৩—১৮২	১—৯৫০	১৫-১৩২	৮৪—৮৬৮	৭৯—৪৫১	১—৫৮৯	৭৭—৮৬২
২৯॥০	১৩—৪০৯	২—০১০	১৫-৪১৯	৮৪—৫৮১	৭৯—১৮২	১—৫৮৪	৭৭—৫৯৮
৩০	১৩—৬৩৬	২—০৬৮	১৫-৭০৪	৮৪—২৯৬	৭৮—৯১৫	১—৫৭৮	৭৭—৩৩৭
৩০॥০	১৩—৮৬৪	২—১২৮	১৫-৯৯২	৮৪—০০৮	৭৮—৬৪৬	১—৫৭৩	৭৭—০৭৩
৩১	১৪—০৯১	২—১৮৩	১৬-২৭৪	৮৩—৭২৬	৭৮—৩৮২	১—৫৬৮	৭৬—৮১৪
৩১॥০	১৪—৩১৮	২—২৪০	১৬-৫৫৮	৮৩—৪৪২	৭৮—১১৬	১—৫৬২	৭৬—৫৫৪
৩২	১৪—৫৪৫	২—২৯৬	১৬-৮৪১	৮৩—১৫৯	৭৭—৮৫১	১—৫৫৭	৭৬—২৯৪
৩২॥০	১৪—৭৭৩	২—৩৪৯	১৭-১২২	৮২—৮৭৮	৭৭—৫৮৮	১—৫৫২	৭৬—০৩৬
৩৩	১৫—০০০	২—৩৯৮	১৭-৩৯৮	৮২—৬০২	৭৭—৩৩০	১—৫৪৭	৭৫—৭৮৩
৩৩॥০	১৫—২২৭	২—৪৪৪	১৭-৬৭১	৮২—৩২৯	৭৭—০৭৪	১—৫৪১	৭৫—৫৩৩
৩৪	১৫—৪৫৫	২—৪৮৫	১৭-৯৪০	৮২—০৬০	৭৬—৮২২	১—৫৩৬	৭৫—২৮৬
৩৪॥০	১৫—৬৮২	২—৫১১	১৮-১৯৩	৮১—৮০৭	৭৬—৫৮৫	১—৫৩২	৭৫—০৫৩
৩৫	১৫—৯০৯	২—৫৩৬	১৮-৪৪৫	৮১—৫৫৫	৭৬—৩৪৯	১—৫২৭	৭৪—৮২২

২ দ্বিতীয় নম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১ জানুআরিহইতে কলিকাতার টাক্‌শালে দাখিল হওয়া যত সোণায় যত আশরফী হইবেক তাহার হিসাবের নকশা।

নূতন পরখ।			কলিকাতার টাক্‌শালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী ডেসিমালের হিসাবে বেশী কি কমীর পরিমাণ।	গলাইতে ও পরখ সহী করিতে জলভাই ত্যাদি কম্তী বাদ।	মিনাহ এ কুন।	সিক্কা আসরফীর ওজনে সোণার পরিমাণ।	আসরফী যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	জরবের মামুল ফি শত অর্থাৎ টাকার শতকরা দুই টাকা।	মালিকের পাওনা বেবাক আসরফীর সংখ্যা।
করট	গ্রেন্	গ্রেনের চতুর্থাংশ							
২	০	বেশী	৯—০৯০৯১	০	০	১০৯—০৯০৯১	৯৫—৭৪৪৮৫	২--৩৯৩৬২	৯৩—৩৫১২৩
১	৩	৸ বেশী	৮—৮০৬৮২	০	০	১০৮—৮০৬৮২	৯৫—৪৯৫৫১	২—৩৮৭৩৯	৯৩—১০৮১২
১	৩	।।০	৮—৫২২৭৩	০	০	১০৮—৫২২৭৩	৯৫—২৪৬১৮	২—৩৮১১৫	৯২—৮৬৫০৩
১	৩	।০	৮—২৩৮৬৪	০	০	১০৮—২৩৮৬৪	৯৪—৯৯৬৮৪	২—৩৭৪৯২	৯২—৬২১৯২
১	৩	০	৭—৯৫৪৫৫	০	০	১০৭—৯৫৪৫৫	৯৪—৭৪৭৫১	২—৩৬৮৬৯	৯২—৩৭৮৮২
১	২	৸	৭—৬৭০৪৬	০	০	১০৭—৬৭০৪৬	৯৪—৪৯৮১৭	২—৩৬২৪৫	৯২—১৩৫৭২
১	২	।।০	৭—৩৮৬৩৬	০	০	১০৭—৩৮৬৩৬	৯৪—২৪৮৮৩	২—৩৫৬২২	৯১—৮৯২৬১
১	২	।০	৭—১০২২৭	০	০	১০৭—১০২২৭	৯৩—৯৯৯৪৯	২—৩৪৯৯৯	৯১--৬৪৯৫০
১	২	০	৬—৮১৮১৮	০	০	১০৬—৮১৮১৮	৯৩—৭৫০১৬	২—৩৪৩৭৫	৯১—৪০৬৪১
১	১	৸	৬—৫৩৪০৯	০	০	১০৬—৫৩৪০৯	৯৩—৫০০৮২	২—৩৩৭৫২	৯১—১৬৩৩০
১	১	।।০	৬—২৫০০০	০	০	১০৬—২৫০০০	৯৩—২৫১৪৯	২—৩৩১২৯	৯০—৯২০২০
১	১	।০	৫—৯৬৫৯১	০	০	১০৫—৯৬৫৯১	৯৩—০০২১৬	২—৩২৫০৫	৯০—৬৭৭১১
১	১	০	৫—৬৮১৮২	০	০	১০৫—৬৮১৮২	৯২—৭৫২৮২	২—৩১৮৮২	৯০—৪৩৪০০
১	০	৸	৫—৩৯৭৭৩	০	০	১০৫—৩৯৭৭৩	৯২—৫০৩৪৯	২—৩১২৫৯	৯০—১৯০৯০
১	০	।।০	৫—১১৩৬৪	০	০	১০৫—১১৩৬৪	৯২—২৫৪১৬	২—৩০৬৩৫	৮৯—৯৪৭৮১
১	০	।০	৪—৮২৯৫৬	০	০	১০৪—৮২৯৩৬	৯২—০০৪৮৩	২—৩০০১২	৮৯—৭০৪৭১
১	০	০	৪—৫৪৫৪৫	০	০	১০৪—৫৪৫৪৫	৯১—৭৫৫৪৭	২—২৯৩৮৯	৮৯—৪৬১৫৮
০	৩	৸	৪—২৬১৩৬	০	০	১০৪—২৬১৩৬	৯১—৫০৬১৪	২—২৮৭৬৫	৮৯—২১৮৪৯

নূতন পরখ।			কলিকাতার টাকশালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে কিম্বা ভরী ডেসিমালের হিসাবে বেশী কি কমীর পরিমাণ।	গলাইতে ও পরখ সহী করিতে জলতাইত্যাদি কমতী বাদ।	মিনাহ একুন।	সিক্কা আসরফীর ওজনে সোনার পরিমাণ।	আসরফী যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	জরবের মাসুল ফি শত অর্থাৎ টাকার শতকরা দুই টাকা।	মালিকের পাওনা বেবাক আসরফীর সংখ্যা।
করট	গ্রেন	গ্রেনের চতুর্থাংশ							
০	৩	।।০	৩—৯৭৭২৭	০	০	১০৩—৯৭৭২৭	৯১—২৫৬৮০	২—২৮১৪২	৮৮—৯৭৫৩৮
০	৩	।০	৩—৬৯৩১৮	০	০	১০৩—৬৯৩১৮	৯১—০০৭৪৭	২—২৭৫১৯	৮৮—৭৩২২৮
০	৩	০	৩—৪০৯০৯	০	০	১০৩—৪০৯০৯	৯০—৭৫৮১৩	২—২৬৮৯৫	৮৮—৪৮৯১৮
০	২	৸০	৩—১২৫০০	০	০	১০৩—১২৫০০	৯০—৫০৮৮০	২—২৬২৭২	৮৮—২৪৬০৮
০	২	।।০	২—৮৪০৯১	০	০	১০২—৮৪০৯১	৯০—২৫৯৪৬	২—২৫৬৪৯	৮৮—০০২৯৭
০	২	।০	২—৫৫৬৮২	০	০	১০২—৫৫৬৮২	৯০—০১০১৩	২—২৫০২৫	৮৩—৭৫৯৮৮
০	২	০	২—২৭২৭৩	০	০	১০২—২৭২৭৩	৮৯—৭৬০৭৯	২—২৪৪০২	৮৭—৫১৬৭৭
০	১	৸০	১—৯৮৮৬৪	০	০	১০১—৯৮৮৬৪	৮৯—৫১১৪৬	২—২৩৭৭৯	৮৭—২৭৩৬৭
০	১	।।০	১—৭০৪৫৫	০	০	১০১—৭০৪৫৫	৮৯—২৬২১৩	২—২৩১৫৫	৮৭—০৩০৫৮
০	১	।০	১—৪২০৪৫	০	০	১০১—৪২০৪৫	৮৯—০১২৭৮	২—২২৫৩২	৮৬—৭৮৭৪৬
০	১	০	১—১৩৬৩৬	০	০	১০১—১৩৬৩৬	৮৮—৭৬৩৪৫	২—২১৯০৯	৮৬—৫৪৪৩৬
০	০	৸০	—৮৫২২৭	০	০	১০০—৮৫২২৭	৮৮—৫১৪১১	২—২১২৮৫	৮৬—৩০১২৬
০	০	।।০	—৫৬৮১৮	০	০	১০০—৫৬৮১৮	৮৮—২৬৪৭৮	২—২০৬৬২	৮৬—০৫৮১৬
০	০	।০	—২৮৪০৯	০	০	১০০—২৮৪০৯	৮৮—০১৫৪৪	২—২০০৩৯	৮৫—৮১৫০৫
সিক্কার পরখসহী			—০০০০০	০	০	১০০—০০০০০	৮৭—৭৬৬১১	২—১৯৪১৫	৮৫—৫৭১৯৬
০	০	।০ কম	—২৮৪০৯	-৫০০০০	—৭৮৪০৯	৯৯—২১৫৯১	৮৭—০৭৭৯৪	২—১৭৬৯৫	৮৪—৯০০৯৯
০	০	।।০	—৫৬৮১৮	-৫০০০০	১—০৬৮১৮	৯৮—৯৩১৮২	৮৬—৮২৮৬১	২—১৭০৭২	৮৪—৬৫৭৮৯
০	০	৸০	—৮৫২২৭	-৫০০০০	১—৩৫২২৭	৯৮—৬৪৭৭৩	৮৬—৫৭৯২৭	২—১৬৪৪৮	৮৪—৪১৪৭৯
০	১	০	১—১৩৬৩৬	-৫০০০০	১—৬৩৬৩৬	৯৮—৩৬৩৬৪	৮৬—৩২৯৯৪	২—১৫৮২৫	৮৪—১৭১৬৯
০	১	।০	১—৪২০৪৫	-৫০০০০	১—৯২০৪৫	৯৮—০৭৯৫৫	৮৬—০৮০৬০	২—১৫২০২	৮৩—৯২৮৫৮
০	১	।।০	১—৭০৪৫৫	-৫০০০০	২—২০৪৫৫	৯৭—৭৯৫৪৫	৮৫—৮৩১২৬	২—১৪৫৭৮	৮৩—৬৮৫৪৮

নুতন পরখ।			কলিকাতার টাকশালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে ফি শত ভরী ডেসিমালের হিসাবে বেশী কি কমীর পরিমাণ।	গলাইতে ও পরখ সহী করিতে জলতীইত্যাদি কম্তী বাদ।	মিনাহ একুন।	সিক্কা আসরফী ওজনে সোণার পরিমাণ।	আসরফী যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	জরবের মাসুল ফি শত অর্থাৎ টাকার শতকরা দুই টাকা আট আনা।	মালিকের পাওনা বেবাক আশরফী সংখ্যা।
করট	গ্রেন	গ্রেনের চতুর্থাংশ							
০	১	৸০	১—৯৮৮৬৪	—৫০০০০	২—৪৮৮৬৪	৯৭—৫১১৩৬	৮৫—৫৮১৯৩	২—১৩৯৫৫	৮৩—৪৪২৩৮
০	২	০	২—২৭২৭৩	—৫০০০০	২—৭৭২৭৩	৯৭—২২৭২৭	৮৫—৩৩২৫৯	২—১৩৩৩১	৮৩—১৯৯২৮
০	২	।০	২—৫৫৬৮২	—৫০০০০	৩—০৫৬৮২	৯৬—৯৪৩১৮	৮৫—০৮৩২৬	২—১২৭০৮	৮২—৯৫৬১৮
০	২	॥০	২—৮৪০৯১	—৫০০০০	৩—৩৪০৯১	৯৬—৬৫৯০৯	৮৪—৮৩৩৯২	২—১২০৮৫	৮২—৭১৩০৭
০	২	৸০	৩—১২৫০০	—৫০০০০	৩—৬২৫০০	৯৬—৩৭৫০০	৮৪—৫৮৪৫৯	২—১১৪৬১	৮২—৪৬৯৯৮
০	৩	০	৩—৪০৯০৯	—৫০০০০	৩—৯০৯০৯	৯৬—০৯০৯১	৮৪—৩৩৫২৫	২—১০৮৩৮	৮২—২২৬৮৭
০	৩	।০	৩—৬৯৩১৮	—৫০০০০	৪—১৯৩১৮	৯৫—৮০৬৮২	৮৪—০৮৫৯২	২—১০২১৫	৮১—৯৮৩৭৭
০	৩	॥০	৩—৯৭৭২৭	—৫০০০০	৪—৪৭৭২৭	৯৫—৫২২৭৩	৮৩—৮৩৬৫৯	২—০৯৫৯১	৮১—৭৪০৬৮
০	৩	৸০	৪—২৬১৩৬	—৫০০০০	৪—৭৬১৩৬	৯৫—২৩৮৬৪	৮৩—৫৮৭২৫	২—০৮৯৬৮	৮১—৪৯৭৫৭
১	০	০	৪—৫৪৫৪৫	—৫০০০০	৫—০৪৫৪৫	৯৪—৯৫৪৫৫	৮৩—৩৩৭৯১	২—০৮৩৪৫	৮১—২৫৪৪৬
১	০	।০	৪—৮২৯৫৫	—৫০০০০	৫—৩২৯৫৫	৯৪—৬৭০৪৫	৮৩—০৮৮৫৭	২—০৭৭২১	৮১—০১১৩৬
১	০	॥০	৫—১১৩৬৪	—৫০০০০	৫—৬১৩৬৪	৯৪—৩৮৬৩৬	৮২—৮৩৯২৩	২—০৭০৯৮	৮০—৭৬৮২৫
১	০	৸০	৫—৩৯৭৭৩	—৫০০০০	৫—৮৯৭৭৩	৯৪—১০২২৭	৮২—৫৮৯৯০	২—০৬৪৭৫	৮০—৫২৫১৫
১	১	০	৫—৬৮১৮২	—৫০০০০	৬—১৮১৮২	৯৩—৮১৮১৮	৮২—৩৪০৫৭	২—০৫৮৫১	৮০—২৮২০৬
১	১	।০	৫—৯৬৫৯১	১-০০০০০	৬—৯৬৫৯১	৯৩—০৩৪০৯	৮১—৬৫২৪০	২—০৪১৩১	৭৯—৬১১০৯
১	১	॥০	৬—২৫০০০	১-০০০০০	৭—২৫০০০	৯২—৭৫০০০	৮১—৪০৩০৭	২—০৩৫০৮	৭৯—৩৬৭৯৯
১	১	৸০	৬—৫৩৪০৯	১-০০০০০	৭—৫৩৪০৯	৯২—৪৬৫৯১	৮১—১৫৩৭৩	২—০২৮৮৪	৭৯—১২৪৮৯
১	২	০	৬—৮১৮১৮	১-০০০০০	৭—৮১৮১৮	৯২—১৮১৮২	৮০—৯০৪৪০	২—০২২৬১	৭৮—৮৮১৭৯
১	২	।০	৭—১০২২৭	১-০০০০০	৮—১০২২৭	৯১—৮৯৭৭৩	৮০—৬৫৫০৬	২—০১৬৩৮	৭৮—৬৩৮৬৮
১	২	॥০	৭—৩৮৬৩৬	১-০০০০০	৮—৩৮৬৩৬	৯১—৬১৩৬৪	৮০—৪০৫৭৩	২—০১০১৪	৭৮—৩৯৫৫৯

নূতন পরখ।			কলিকাতার টাকশালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী ডেসিমালের হিসাবে বেশী কি কমীর পরিমাণ।	গলাইতে ও পরখ সহী করিতে জলতীই ত্যাদি কম্তী বাদ।	মিনাহ একুন।	সিক্কা আসরফীর ওজনে সোণার পরিমাণ।	আসরফী যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	জরবের মাসুল ফি শত অর্থাৎ টাকার শতকরা দুই টাকা আট আনা।	মালিকের পাওনা বেবাক আসরফীর সংখ্যা।
করট	গ্রেন্	গ্রেনের চতুর্থাংশ							
১	২	৸০	৭—৬৭০৪৫	১-০০০০০	৮—৬৭০৪৫	৯১—৩২৯৫৫	৮০—১৫৬৩৯	২—০০৩৯১	৭৮—১৫২৪৮
১	৩	০	৭—৯৫৪৫৫	১-০০০০০	৮—৯৫৪৫৫	৯১—০৪৫৪৫	৭৯—৯০৭০৫	১—৯৯৭৬৮	৭৭—৯০৯৩৭
১	৩	।০	৮—২৩৮৬৪	১-০০০০০	৯—২৩৮৬৪	৯০—৭৬১৩৬	৭৯—৬৫৭৭১	১—৯৯১১৪	৭৭—৬৬৬২৭
১	৩	।।০	৮—৫২২৭৩	১-০০০০০	৯—৫২২৭৩	৯০—৪৭৭২৭	৭৯—৪০৮৩৮	১—৯৮৫২১	৭৭—৪২৩১৭
১	৩	৸০	৮—৮০৬৮২	১-০০০০০	৯—৮০৬৮২	৯০—১৯৩১৮	৭৯—১৫৯০৪	১—৯৭৮৯৮	৭৭—১৮০০৬
২	০	০	৯—০৯০৯১	১-০০০০০	১০—০৯০৯১	৮৯—৯০৯০৯	৭৮—৯০৯৭১	১—৯৭২৭৪	৭৬—৯৩৬৯৭
২	০	।০	৯—৩৭৫০০	১-০০০০০	১০—৩৭৫০০	৮৯—৬২৫০০	৭৮—৬৬০৩৭	১—৯৬৬৫১	৭৬—৬৯৩৮৬
২	০	।।০	৯—৬৫৯০৯	১-০০০০০	১০—৬৫৯০৯	৮৯—৩৪০৯১	৭৮—৪১১০৪	১—৯৬০২৮	৭৬—৪৫০৭৬
২	০	৸০	৯—৯৪৩১৮	১-০০০০০	১০—৯৪৩১৮	৮৯—০৫৬৮২	৭৮—১৬১৭০	১—৯৫৪০৪	৭৬—২০৭৬৬
২	১	০	১০—২২৭২৭	১-০০০০০	১১—২২৭২৭	৮৮—৭৭২৭৩	৭৭—৯১২৩৭	১—৯৪৭৮১	৭৫—৯৬৪৫৬
২	১	।০	১০—৫১১৩৬	১-০০০০০	১১—৫১১৩৬	৮৮—৪৮৮৬৪	৭৭—৬৬৩০৪	১—৯৪১৫৮	৭৫—৭২১৪৬
২	১	।।০	১০—৭৯৫৪৫	১-০০০০০	১১—৭৯৫৪৫	৮৮—২০৪৫৫	৭৭—৪১৩৭০	১—৯৩৫৩৪	৭৫—৪৭৮৩৬
২	১	৸০	১১—০৭৯৫৫	১-০০০০০	১২—০৭৯৫৫	৮৭—৯২০৪৫	৭৭—১৬৪৩৬	১—৯২৯১১	৭৫—২৩৫২৫
২	২	০	১১—৩৬৩৬৪	১-০০০০০	১২—৩৬৩৬৪	৮৭—৬৩৬৩৬	৭৬—৯১৫০২	১—৯২২৮৮	৭৪—৯৯২১৪
২	২	।০	১১—৬৪৭৭৩	১-৫০০০০	১৩—১৪৭৭৩	৮৬—৮৫২২৭	৭৬—২২৬৮৬	১—৯০৫৬৭	৭৪—৩২১১৯
২	২	।।০	১১—৯৩১৮২	১-৫০০০০	১৩—৪৩১৮২	৮৬—৫৬৮১৮	৭৫—৯৭৭৫২	১—৮৯৯৪৪	৭৪—০৭৮০৮
২	২	৸০	১২—২১৫৯১	১-৫০০০০	১৩—৭১৫৯১	৮৬—২৮৪০৯	৭৫—৭২৮১৯	১—৮৯৩২০	৭৩—৮৩৪৯৯
২	৩	০	১২—৫০০০০	১-৫০০০০	১৪—০০০০০	৮৬—০০০০০	৭৫—৪৭৮৮৫	১—৮৮৬৯৭	৭৩—৫৯১৮৮
২	৩	।০	১২—৭৮৪০৯	১-৫০০০০	১৪—২৮৪০৯	৮৫—৭১৫৯১	৭৫—২২৯৫২	১—৮৮০৭৪	৭৩—৩৪৮৭৮
২	৩	।।০	১৩—০৬৮১৮	১-৫০০০০	১৪—৫৬৮৮১	৮৫—৪৩১৮২	৭৪—৯৮০১৮	১—৮৭৪৫০	৭৩—১০৫৬৮
২	৩	৸০	১৩—৩৫২২৭	১-৫০০০০	১৪—৮৫২২৭	৮৫—১৪৭৭৩	৭৪—৭৩০৮৫	১—৮৬৮২৭	৭২—৮৬২৫৮

নূতন পরখ।			কলিকাতার টাক্শালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী ডেসিমালের হিসাবে বেশী কি কমীর পরিমাণ।	গলাইতে ও পরখ সহী করিতে জলতী ইত্যাদি কমতী বাদ।	মিনাহ এ কুন।	সিক্কা আসরফীর ওজনে সোণার পরিমাণ।	আসরফী যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	জরবের মাসুল ফি শত অর্থাৎ টাকার শতকরা দুই টাকা আট আনা।	মালিকের পাওনা বেবাক আসরফীর সংখ্যা।
করট	গ্রেন্	গ্রেনের চতুর্থাংশ							
৩	০	০	১৩—৬৩৬৩৬	১-৫০০০০	১৫—১৩৬৩৬	৮৪—৮৬৩৬৪	৭৪—৪৮১৫১	১—৮৬২০৪	৭২—৬১৯৪৭
৩	০	।০	১৩—৯২০৪৫	১-৫০০০০	১৫—৪২০৪৫	৮৪—৫৭৯৫৫	৭৪—২৩২১৮	১—৮৫৫৮০	৭২—৩৭৬৩৮
৩	০	॥০	১৪—২০৪৫৫	১-৫০০০০	১৫—৭০৪৫৫	৮৪—২৯৫৪৫	৭৩—৯৮২৮৪	১—৮৪৯৫৭	৭২—১৩৩২৭
৩	০	৸০	১৪—৪৮৮৬৪	১-৫০০০০	১৫—৯৮৮৬৪	৮৪—০১১৩৬	৭৩—৭৩৩৩০	১—৮৪৩৩৪	৭১—৮৯০১৬
৩	১	০	১৪—৭৭২৭৩	১-৫০০০০	১৬—২৭২৭৩	৮৩—৭২৭২৭	৭৩—৪৮৪১৭	১—৮৩৭১০	৭১—৬৪৭০৭
৩	১	।০	১৫—০৫৬৮২	১-৫০০০০	১৬—৫৫৬৮২	৮৩—৪৪৩১৮	৭৩—২৩৪৮৩	১—৮৩০৮৭	৭১—৪০৩৯৬
৩	১	॥০	১৫—৩৪০৯১	১-৫০০০০	১৬—৮৪০৯১	৮৩—১৫৯০৯	৭২—৯৮৫৫০	১—৮২৪৬৪	৭১—১৬০৮৬
৩	১	৸০	১৫—৬২৫০০	১-৫০০০০	১৭—১২৫০০	৮২—৮৭৫০০	৭২—৭৩৬১৬	১—৮১৮৪০	৭০—৯১৭৭৬
৩	২	০	১৫—৯০৯০৯	১-৫০০০০	১৭—৪০৯০৯	৮২—৫৯০৯১	৭৩—৪৮৬৮৩	১—৮১২১৭	৭০—৬৭৪৬৬
৩	২	।০	১৬—১৯৩১৮	১-৫০০০০	১৭—৬৯৩১৮	৮২—৩০৬৮২	৭২—২৩৭৪৯	১—৮০৫৯৪	৭০—৪৩১৫৫
৩	২	॥০	১৬—৪৭৭২৭	১-৫০০০০	১৭—৯৭৭২৭	৮২—০২২৭৩	৭১—৯৮৮১৬	১—৭৯৯৭০	৭০—১৮৮৪৬
৩	২	৸০	১৬—৭৬১৩৬	১-৫০০০০	১৮—২৬১৩৬	৮১—৭৩৮৬৪	৭১—৭৩৮৮২	১—৭৯৩৪৭	৬৯—৯৪৫৩৩
৩	৩	০	১৭—০৪৫৪৫	১-৫০০০০	১৮—৫৪৫৪৫	৮১—৪৫৪৫৫	৭১—৪৮৯৪৯	১—৭৮৭২৪	৬৯—৭০২২৫
৩	৩	।০	১৭—৩২৯৫৫	২-০০০০০	১৯—৩২৯৫৫	৮০—৬৭০৪৫	৭০—৮০১৩১	১—৭৭০০৩	৬৯—০৩১২৮
৩	৩	॥০	১৭—৬১৩৬৪	২-০০০০০	১৯—৬১৩৬৪	৮০—৩৮৬৩৬	৭০—৫৫১৯৮	১—৭৬৩৮০	৬৮—৭৮৮১৮
৩	৩	৸০	১৭—৮৯৭৭৩	২-০০০০০	১৯—৮৯৭৭৩	৮০—১০২২৭	৭০—৩০২৬৪	১—৭৫৭৫৭	৬৮—৫৪৫০৭
৪	০	০	১৮—১৮১৮২	২-০০০০০	২০—১৮১৮২	৭৯—৮১৮১৮	৭০—০৫৩৩১	১—৭৫১৩৩	৬৮—৩০১৯৮
৪	০	।০	১৮—৪৬৫৯১	২-০০০০০	২০—৪৬৫৯১	৭৯—৫৩৪০৯	৬৯—৮০৩৯৮	১—৭৪৫১০	৬৮—০৫৮৮৮
৪	০	॥০	১৮—৭৫০০০	২-০০০০০	২০—৭৫০০০	৭৯—২৫০০০	৬৯—৫৫৪৬৪	১—৭৩৮৮৭	৬৭—৮১৫৭৭
৪	০	৸০	১৯—০৩৪০৯	২-০০০০০	২১—০৩৪০৯	৭৮—৯৬৫৯১	৬৯—৩০৫৩১	১—৭৩২৬৩	৬৭—৫৭২৬৮

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

নূতন পরখ।			কলিকাতার টাঁকশালের সিক্কার সোণার পরখের খুঁট মিলানে ফিশত ভরী ডেসিমালের হিসাবে বেশী কি কমীর পরিমাণ।	গলাইতে ও পরখ সহী করিতে জলতীইত্যাদি কমতী বাদ।	মিনাহ এবুন।	সিক্কা আসরফীর ওজনে সোণার পরিমাণ।	আসরফী যত হইবেক তাহার পরিমাণ।	জরবের মাসুল ফি শত অর্থাৎ টাকার শতকরা দুই টাকা আট আনা।	মালিকের পাওনা বেবাক আসরফীর সংখ্যা।
করট	গ্রেন	গ্রেনের চতুর্থাংশ							
৪	১	০	১৯—৩১৮১৮	২-০০০০০	২১—৩১৮১৮	৭৮—৬৮১৮২	৬৯—০৫৫৯৭	১—৭২৬৪০	৬৭—৩২৯৫৭
৪	১	।০	১৯—৬০২২৭	২-০০০০০	২১—৬০২২৭	৭৮—৩৯৭৭৩	৬৮—৮০৬৬৪	১—৭২০১৭	৬৭—০৮৬৪৭
৪	১	৷৷০	১৯—৮৮৬৩৬	২-০০০০০	২১—৮৮৬৩৬	৭৮—১১৩৬৪	৬৮—৫৫৭৩০	১—৭১৩৯৩	৬৬—৮৪৩৩৭
৪	১	৸০	২০—১৭০৪৫	২-০০০০০	২২—১৭০৪৫	৭৭—৮২৯৫৫	৬৮—৩০৭৯৭	১—৭০৭৭০	৬৬—৬০০২৭
৪	২	০	২০—৪৫৪৫৫	২-০০০০০	২২—৪৫৪৫৫	৭৭—৫৪৫৪৫	৬৮—০৫৮৬২	১—৭০১৪৭	৬৬—৩৩৭১৫
৪	২	।০	২০—৭৩৮৬৪	২-০০০০০	২২—৭৩৮৬৪	৭৭—২৬১৩৬	৬৭—৮০৯২৯	১—৬৯৫২৩	৬৬—১১৪০৬
৪	২	৷৷০	২১—০২২৭৩	২-০০০০০	২৩—০২২৭৩	৭৬—৯৭৭২৭	৬৭—৫৫৯৯৫	১—৬৮৯০০	৬৫—৮৭০৯৫
৪	২	৸০	২১—৩০৬৮২	২-০০০০০	২৩—৩০৬৮২	৭৬—৬৯৩১৮	৬৭—৩১০৬২	১—৬৮২৭৭	৬৫—৬২৭৮৫
৪	৩	০	২১—৫৯০৯১	২-০০০০০	২৩—৫৯০৯১	৭৬—৪০৯০৯	৬৭—০৬১২৮	১—৬৭৬৫৩	৬৫—৩৮৪৭৫
৪	৩	।০	২১—৮৭৫০০	২-০০০০০	২৩—৮৭৫০০	৭৬—১২৫০০	৬৬—৮১১৯৫	১—৬৭০৩০	৬৫—১৪১৬৫
৪	৩	৷৷০	২২—১৫৯০৯	২-০০০০০	২৪—১৫৯০৯	৭৫—৮৪০৯১	৬৬—৫৬২৬১	১—৬৬৪০৭	৬৪—৮৯৮৫৪
৪	৩	৸০	২২—৪৪৩১৮	২-০০০০০	২৪—৪৪৩১৮	৭৫—৫৫৬৮২	৬৬—৩১৩২৮	১—৬৫৭৮৩	৬৪—৬৫৫৪৫
৫	০	০	২২—৭২৭২৭	২-০০০০০	২৪—৭২৭২৭	৭৫—২৭২৭৩	৬৬- ০৬৩৯৪	১—৬৫১৬০	৬৪—৪১২৩৪

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল
হইতে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের যে২ তারিখে যে২
বিষয়ের যে২ আইন জারী হয় তাহার
মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা
তরজমা হইল তাহার
ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ৫ ফেব্রুআরি।

জিলা দিনাজপুর ও জিলা রঙ্গপুরের সরকারী খাজানার মোতালক সমস্ত কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ পুনরায় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে হইবার ও জিলা গোরক্ষপুর সুবে বেহার ও বারাণসদেশের বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে হইবার এবং সুবে বাঙ্গালার মধ্যে নূতন করিয়া কানুনগো মোকরর্ করিবার ও ঐ সুবাতে পাটওয়ারীগিরী কর্ম্মের দুরস্তীর নিমিত্তে এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত কোনং কথা বিবরিয়া ও শুধরিয়া লিখিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ১২ ফেব্রুআরি।

গরমাতবর ও বাতিল সনদের অনুসারে যেং ভূমি লোকদিগের ভোগদখলে আছে তাহার খাজানা বাজেয়াপ্তহওনের অর্থে এক্ষণে যেং আইন চলন আছে তাহার কথা শুধরিবার ও যেং ভূমির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহার সীমাসরহদ্দের শামিল নহে যে সকল ভূমি তাহার উপর খাজানা মোকরর্ করিয়া সরকারের্ হক্ অর্থাৎ স্বত্ব নিরূপণ করিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ১৬ আপ্রিল।

ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ১০ ধারার লিখিত কথা ডাকাইতভিন্ন রাহাজন অর্থাৎ বাটপাড়দিগের মোকদ্দমারো সহিত সম্পর্ক রাখিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ২২ আপ্রিল।

পঞ্চোত্তরা ও পরমিট ও আফীন ও নিমক মহালের মোতালক কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে বোর্ডের এক আলাহিদা সিরিশ্তা মোকরর্ করণের।

৫ পঞ্চম আইন। ২৫ জুন।

কলিকাতার হুকুমের তাবে টাকশালের মোতালক কর্ম্মকার্য্যের বিষয়ে এক্ষণে যেং আইন চলন আছে তাহার লিখিত কোনং কথা শুধরিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ২৫ জুন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ১৯ আইন রদ করিবার ও তাহার পরিবর্ত্তে অন্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার।

৭ সপ্তম

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

৭ সপ্তম আইন। ৯ জুলাই।

কোন২ কসুর ও ত্রুটির তজবীজ ফৌজদারী আদালতেতে হইবার ও ঐ সকল কসুর করণিয়ারা যে শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক তাহা নিরূপণ করিবার।

৮ অষ্টম আইন। ৩ সেপ্তম্বর।

কোন২ অধিকার সিদ্ধহওন ও তৎসম্পর্কীয় করারদাদ সঙ্গতহওনের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখনের ও জমীদারদিগের ও পত্তনী তালুকদারওগয়রহের পরস্পর স্বত্বের বিবরণের ও জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলামহওনের নকশা নির্দ্দিষ্টকরণের ও তাহার প্রকার ও নিয়মের বিবরণের ও বাঙ্গালা দেশের জমীদারদিগের ও তালুকদারদিগের তহসীলের দাঁড়ার মধ্যে পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত কোন২ দাঁড়ার তাৎপর্য্য স্পষ্টকরণের ও তাহার কোন২ দাঁড়া শুধরণের।

৯ নবম আইন। ২৯ অক্তোবর।

খাস আপীলের মোকদ্দমা মঞ্জুরকরণের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল দাঁড়া চলন আছে তাহা শুধরিবার ও কোন২ প্রকারেতে কলিকাতা শহরনিবাসি লোকদিগের স্থানে তাহারদিগের শিরে আদালতের যে খরচা দেনা হইবেক তাহা আদায়ের অর্থে জামিনী তলব করিবার ও জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবদিগের ও কোর্ট আপীল আদালতের রেজিষ্টর সাহেবদিগের পাওয়া ক্ষমতা বাড়াইবার।

১০ দশম আইন। ৭ দিসেম্বর।

এক্ষণকার চলিত যে সকল দাঁড়া নিমক প্রস্তুত ও মিশ্রিত ও আমদানী ও রফ্তানী ও বিক্রয়হওনের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল দাঁড়া শুধরিয়া ও পরিবর্ত্ত করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
P. M. WYNCH,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সাল ১ প্রথম আইন।

জিলা দিনাজপুর ও জিলা রঙ্গপুরের সরকারী খাজানার মোতালক সমস্ত কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ পুনরায় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে হইবার ও জিলা গোরক্ষপুর সুবে বেহার ও বারাণস দেশের বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে হইবার এবং সুবে বাঙ্গালার মধ্যে নূতন করিয়া কানুনগো মোকরর্ করিবার ও ঐ সুবাতে পাটওয়ারীগিরী কর্ম্মের দুরস্তীর নিমিত্তে এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত কোন২ কথা বিবরিয়া ও শুধরিয়া লিখিবার অর্থে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেবী ১৮১৯ সালের তারিখ ৫ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৫ সালের ২৪ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৬ সালের ২৫ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৬ সালের ২৫ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৫ সালের ১১ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৪ সালের ৯ শহর রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক কার্য্যের দ্বারা ইহা জানা গেল যে জিলা দিনাজপুর ও জিলা রঙ্গপুরের সরকারী খাজানা অর্থাৎ রাজস্বের মোতালক কর্ম্মকার্য্য পুনরায় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে হইলে তাহা সুবে বেহার ও বারাণসদেশের বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের তাবে থাকনাপেক্ষা ঐ সকল কর্ম্মের নির্ব্বাহ সুন্দররূপে হইতে পারিবেক ও জিলা গোরক্ষপুরের গতিক ও স্থানের দৃষ্টে তাহার সরকারী খাজানার মোতালক কার্য্য কর্ম্ম ঐ বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে করা উপযুক্ত বোধ হইল ও সুবে বাঙ্গালার মধ্যের জিলাতে নূতন করিয়া কানুনগোয়ী সিরিশ্তা মোকরর্করা ও পাটওয়ারীগিরী কর্ম্মের দুরস্তী ও বন্দোবস্তের নিমিত্তে ঐ কর্ম্মের বাবৎ ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত হুকুম ঐ সকল জিলাতে চলনহওয়া উচিত ও বিহিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের মার্চ মাসের ১ পহিলা তারিখহইতে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

জিলা দিনাজপুর ও

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সলের ২৪ আইনের ৩ ধারা রদ হইল ও ঐ

আইন

রঙ্গপুরের সরকারী খাজানার মোতালক সমস্ত কর্ম্ম পুনরায় বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতার অধীন হইবার কথা।

আইন নির্দ্দিষ্টহওনের পুর্ব্বে যেমত জিলা দিনাজপুর ও জিলা রঙ্গপুরের সরকারী খাজানার মোতালক সমস্ত কর্ম্মকার্য্য বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতার তাবে ছিল সেই মত পুনরায় ঐ২ কর্ম্মকার্য্য ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতার অধীন হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

জিলা গোরক্ষপুরের সরকারী খাজানার সমস্ত কর্ম্ম সুবে বেহার ও বারাণসদেশের কমিস্যনরসাহেবদিগের ক্ষমতার অধীন হইবার কথা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যেমত দত্ত ও জয়করা দেশের বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা জিলা গোরক্ষপুরে সেখানকার সরকারী খাজানা অর্থাৎ রাজস্বের মোতালক কর্ম্মকার্য্যেতে আপনারদিগের পাওয়া ক্ষমতার কার্য্য করেন্ সেই মত সুবে বেহার ও বারাণসদেশের বোর্ড কমিস্যরসাহেবেরা ঐ জিলাতে উপরের লিখিত ক্ষমতার কার্য্য করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

সুবে বাঙ্গালার মধ্যে কানুনগোরা ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৫ আইনের প্রস্তাবিত কর্ম্মের নির্ব্বাহার্থে মোকরর্ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৫ আইনের লিখিত হুকুমের অনুসারে ঐ আইনের নিরূপণ করিয়া লেখা কর্ম্মকার্য্যের আঞ্জাম করিবার কারণ যেমতে কটক জিলাতে ও পরগনা পটাসপুরে ও তাহার মোতালক মহালেতে কানুনগোরা মোকরর্ হইতেছে সেই মতে ঐ কর্ম্মের আঞ্জাম করিবার নিমিত্তে ইহার পর সুবে বাঙ্গালার মধ্যের সকল জিলাতে কানুনগোরা মোকরর্ হইবেক ও এই প্রকরণানুসারে সুবে বাঙ্গালাতে ঐ আইনের লিখিত সমস্ত হুকুম চলন হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত হুকুম সুবে বাঙ্গালার জিলাতে জারী হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২ আইনের লিখিত হুকুম সুবে বাঙ্গালার যে সকল জিলাতে এখনপর্য্যন্ত জারী ও চলন হয় নাহি এই প্রকরণানুসারে সে সকল জিলাতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেতে কানুনগোরা বাচনী ও মোকরর্ করিবার কর্ত্তৃত্ব থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল প্রকারে কোন হেতুতে কোন জিলার কালেক্টরসাহেবকে কানুনগোয়ী কর্ম্মের আঞ্জাম করিবার কারণ লোক ঠাহরাইবার ও তাহাকে ঐ কর্ম্মে মোকরর্ করিবার ক্ষমতা দেওয়া উপযুক্ত বোধ না হয় তাহাতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলেতে অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবকে উপযুক্ত বোধ হয় তাঁহাকে কেবল ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে মোকরর্ করিতে পারিবেন ও ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ৫ আইনের ও ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত হুকুমের মতে সরকারের খাজানা তহসীলের কালেক্টরসাহেবদিগের যে২ ক্ষমতা হইয়াছে ঐ কার্য্যকারক সাহেব ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে যে মিয়াদে মোকরর্ হন সেই মিয়াদপর্য্যন্ত সেই২ ক্ষমতার কার্য্য করিবেন কিন্তু উপরের লিখিত হুকুমেতে এমত বোধ না হয় যে ঐ জিলাতে কালেক্টরী কর্ম্মে যে সাহেব মোকরর্ থাকেন্ চলিত আইনের লিখিত হুকুম ও কথাসকলের অনুসারে যে২ কর্ম্মকার্য্যের আঞ্জাম তাঁহার করিতে হয় তাহা করিতে পারিবেন না ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন মহালেতে উপরের হুকুমের লিখনমত কানুনগো কি পাটওয়ারী মোকররকরা অনুপযুক্ত বোধ হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলহইতে এমত মহাল এই আইনের কি কানুনগো ও পাটওয়ারী লোক মোকরর্ হওনের বাবৎ সাবেক আইনের লিখিত হুকুম জারী হওন হইতে খারিজ রাখিতেও পারিবেন ইতি।

কোন২ মহাল এই আইনের লিখিত কানুনগো কি পাটওয়ারী মোকররকরণের বাবৎ সাবেক আইনের লিখিত হুকুম জারী হওন হইতে খারিজ করিতে ঐ শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেতে কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা অন্য যে সাহেবদিগকে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তাঁহারা ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালে ৪ আইনের ৭ ধারার লিখিত হুকুম কি তাহার মত অন্য আইনের লিখিত অন্য কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোন জিলার বিশেষ গতিক ও প্রকারের দৃষ্টে কানুনগোলোকের কর্ত্তব্য নিরূপিত কার্য্যকর্ম্মের মধ্যে যে কিছু ফেরফারকরা আবশ্যক বুঝেন্ তাহা করিতেও পারিবেন ইতি।

কোন জিলার বিশেষ গতিক ও প্রকারের দৃষ্টে কানুনগোদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মকার্য্যের ফেরফার করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ দ্বাদশ আইনের ৩ ও ১৮ ও ৩৩ ধারানুসারে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতাক্রমে যাবৎ এবিষয়ের নিরূপণ না হয় যে কত জন পাটওয়ারী মোকররকরা কিম্বা বহাল রাখা যাইবেক ও তাহারা যে প্রকারে আপন২ কর্ম্মের মেহনতানা পাইবেক ও যে২ মহাল ঐ আইনের লিখিত হুকুম জারী হওয়াহইতে সর্ব্বকাল খারিজ থাকিবেক সেইকালপর্য্যন্ত ইশ্তিহারনামা জারীকরণানুসারে জিলা চট্টগ্রাম ও শিলহট্ ও সুবে বাঙ্গালার মধ্যে আর যে২ স্থানেতে অনেক খোরদা জমীদার আছে সে২ স্থান ঐ আইনের লিখিত হুকুম জারী হওনহইতে খারিজ রাখেন্ ইতি।

কোন২ জিলা কি অন্য২ স্থানে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের লিখিত হুকুম জারী হওন হইতে খারিজ রাখিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৫ধারা।

জানান যাইতেছে যে সকল প্রকারেতে যে কোন গ্রাম কি কোন২ গ্রাম কিম্বা মোটে কোন ভূমি সরকারের সহিত আলাহিদা করা করারদাদ মতে দুই জনের ভোগদখলে থাকে ও তাহার মোতালক হিসাবী কাগজপত্র কেবল এক জন পাটওয়ারীর সহিত এলাকা রাখে সে সকল প্রকারেতে কালেক্টরসাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা যে সাহেবদিগেরে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতার্পণ হইয়া থাকে তাঁহারদিগের অনুমতিক্রমে ভূমির অধিকারির নিকটে উপস্থিতকরণবিনা এমত পাটওয়ারী ঠাহরাইতে ও ঐ কর্ম্মে তাহাকে মোকরর্ করিতে পারিবেন কিন্তু এমত২ প্রকারেতে কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে সাধ্যপক্ষে প্রত্যেক স্থানের রীতির অন্যমত না করেন্ ও ঐ মহালের মোতালক সমস্ত লোকের সম্মতি ও মত হওনে ও তাহারদিগের হক্ ও মুনাফা বহাল রাখণেতে পুরা মনোযোগ রাখেন্ ইতি।

কোন২ প্রকারেতে কালেক্টরসাহেব পাটওয়ারী বাচনী ও মোকরর্ করিতে পারিবার কথা।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২ ধারার লিখিত কথার বয়ানের নিমিত্তে

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সা

এই

লের ১২ আইনের ২ ধারার বিবরণের কথা।

এই ধারানুসারে এমত হুকুম হইল যে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার কালেক্টরসাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক ঐ সাহেবের ক্ষমতা রাখেন্ তিনি তলব করণমতে ঐ আইনের ৪ ধারার লিখিত ইসমনবিসীর ফর্দ্দ ঐ আইনের নিরূপিত মিয়াদের কিম্বা অন্য মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে না চাহে কিম্বা যদি ঐ ব্যক্তি ঐ ইসমনবিসী দাখিল করিতে কসুর করে তবে কালেক্টরসাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারককে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা দেওয়া গিয়া থাকে তিনি বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবদিগকে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতার্পণ হইয়া থাকে তাঁহারদিগের অনুমতিক্রমে ঐ জমীদার কি ইজারদারের স্থানে যাবৎ সে ঐ ইসমনবিসী দাখিল না করে তাবৎ দররোজা যত টাকা জরীমানা মোকদ্দমার ভাব ও তাহার শক্তি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত বোধ হয় তত টাকা করিয়া লইতে পারিবেন ইতি।

৭ ধারা।

যাহারা আবশ্যকী অনুমতি লওনবিনা কোন পাটওয়ারীকে তাহার কর্ম্মহইতে তগীর করে কি তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণের বাধা জন্মায় তাহারদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ১৩ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে জমীদার কি ভূমির অন্য মালিকের কি ইজারদারের উপর কোন পাটওয়ারীকে তাহার কর্ম্মহইতে কালেক্টরসাহেবের অনুমতি লওনবিনা তগীরকরণহেতুক যে দণ্ড হয় সেই দণ্ড যেং ব্যক্তিরা আবশ্যকী অনুমতি লওনবিনা যে কোন পাটওয়ারী আইনের লিখিত হুকুমমতে মোকরর্ হইয়া আপন কর্ম্মেতে দখল পাইয়া থাকে তাহাকে তগীর করে কিম্বা ঐ পাটওয়ারীকে ঐ কর্ম্মে মোকররকরণের বাধা জন্মায় কি তাহার ভারের কর্ত্তব্য কর্ম্মকার্য্যকরণের কি ঐ পাটওয়ারী মোকররহওনের পর তাহার কর্ম্মেতে দখল পাওনেতে বাগড়া দেয় তাহারদিগেরো হইবেক ইতি।

VOL. VI. 422.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,

P. M. WYNCH,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

গরমাতবর ও বাতিল সনদের অনুসারে যেং ভূমি লোকদিগের ভোগদখলে আছে তাহার খাজানা বাজেয়াফ্তহওনের অর্থে এক্ষণে যেং আইন চলন আছে তাহার কথা শুধরিবার ও যেং ভূমির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহার সীমাসরহদ্দের শামিল নহে যে সকল ভূমি তাহার উপর খাজানা মোকররু করিয়া সরকারের হক্ অর্থাৎ স্বত্ব নিরূপণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের তারিখ ১২ ফিব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৫ সালের২ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৬ সালের ২ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৬ সালের ৩ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৫ সালের ২ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৩৪ সালের ১৬ শহর রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যে সকল ভূমি গরমাতবর ও বাতিল সনদের অনুসারে লোকদিগের ভোগদখলে আছে তাহার খাজানা বাজেয়াফ্তের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনে যেং দাঁড়া লেখা যায় এবং তাহার পর সনসকলেতে তাহার মতানুযায়ী অন্য যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইং দাঁড়া যদি তাহার কোনং দাঁড়া কখনং রদ করা ও শুধরা গিয়াছে তথাপি সরকারের ওয়াজিবী হক্ বজায় রাখণ ও রক্ষা পাওনের অর্থে অনুপযুক্ত বোধ হইল কিন্তু ঐং দাঁড়া এখনো কলিকাতার হুকুমের তাবে কএক জিলাতে জারী ও চলন আছে ও আরং জিলাতে তাহার বদলে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কোনং প্রকারে অনুপযুক্ত বোধ হইল ও সরকারের কার্য্যকারক লোকদিগের ও লোকসকলের তাৎপর্য্যার্থের অন্যমত বোধ না হয় এনিমিত্তে দশসালা বন্দোবস্তের কালে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত যে সকল ভূমির বাবৎ বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার সীমাসরহদ্দের শামিল যে ভূমি হয় নাহি এবং উপরের লিখিত সময়ের পরে যে সকল ভূমির আলাহিদা বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার মধ্যেও নহে এবং যে সকল ভূমি মাতবর ও সঙ্গত সনদের অনুসারে লোকদিগের ভোগদখলে আছে তাহারো মধ্যে নহে সে সমস্ত ভূমিতে রাজস্ব মোকররুকরণে সরকারের হক্ ও অধিকার থাকনের বয়ানকরা আবশ্যক হইল এবং যে সকল ভূমির বাবৎ ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হইয়াছে ঐ ইস্তমরারী বন্দোবস্তহইতে সাফ ও স্পষ্ট

খারিজ

খারিজখাকা মহাল সেওয়ায় সে সকল ভূমির উপর তাহার বাবৎ ঐ বন্দোবস্ত হওনের সময়ে চাতুরী কি ভুলচুক হইয়া থাকনহেতুক অথবা অন্যহেতুপ্রযুক্ত বেশী খাজানার দাওয়া করণহইতে সরকার ক্ষান্ত হইলেন ইহা বিবরণ করিয়া লেখা এবং লোকদিগের কিছুমাত্র স্বত্ব লোপ না হয় অথচ সরকারের মালওয়াজিবী বজায় থাকে ও রক্ষা পায় এই অর্থে সমান ও সামঞ্জস উপায় খাজানা মোকররকরণের যোগ্য ভূমিসকলেতে তাহা মোকরর করিবার উপযুক্ত দাঁড়া সম্বলিত নিরূপণ ও নির্দ্দিষ্টকরা উচিত বোধ হইল এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

কোন২ আইন রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ৮ আইন ও ১৮১৩ সালের ৫ আইন ও ১৮১৭ সালের ১১ আইন ও ২৩ আইন রদ হইল ইতি।

সাবেক আইনের কোন২ কথা রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৬ ও ১৯ ধারার ও ১৭৯৩ সালের ৩৭ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১১ ও ১৪ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ৪১ আইনের ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৬ ও ১৯ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ৪২ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১১ ও ১৪ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৩১ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১১ ও ১৪ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৩৬ আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১১ ও ১৪ ধারার লিখিত কথাএই প্রকরণানুসারে রদ হইল ইতি।

৩ ধারা।

যেভূমি দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে কোন পরগনা কি মৌজা কি ভূমির কিস্মতের সরহদ্দের শামিল হয় নাহি তাহাতে সরকারের রাজস্ব মোকরর হইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে সকল ভূমি দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত যে কোন পরগনার কি মৌজার কিম্বা ভূমির অন্য কিস্মতের বাবৎ দশসালা বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার সীমাসরহদ্দের শামিল হয় নাহি এবং উপরের লিখিত সময়হইতে যে সকল ভূমির আলাহিদা বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহারো শামিল নহে এবং যে সকল ভূমি সময়ের কর্ত্তা ব্যক্তির মঞ্জুরকরা দানক্রমে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনের ও তাহার মতানুযায়ী অন্য যেং আইন পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার নিরূপণ করিয়া লেখা সঙ্গত ও মাতবর সনদের অনুসারে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্করররূপে লোকদিগের ভোগ দখলে আছে তাহার মধ্যেও নহে সে সমস্ত ভূমি যে সকল মহালের বাবৎ কোন

বন্দোবস্ত

বন্দোবস্ত সরকারের সহিত হয় নাহি সেই সকল মহালের মত খাজানা মোকররকরণের যোগ্য হইবেক ও এমত২ ভূমিতে তাহা ১০০ একশত বিঘাহইতে বেশী কি কমী বা হউক যে খাজানা মোকরর হইবেক তাহা সরকারের রাজস্ব বোধ হইবে কিন্তু উপরের লিখিত দাঁড়া যে জমীদার কি তালুকদার কিম্বা ভূমির অন্য অধিকারিদিগের সহিত ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহারদিগের জমীদারী ও তালুকের মধ্যের সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে হইলে ১০০ একশত বিঘাপর্য্যন্ত ও বারাণসদেশেতে হইলে ৫০ পঞ্চাশ বিঘাপর্য্যন্ত লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্করভূমির উপর যে খাজানা মোকরর হয় তাহা ঐ ভূমি তাহারা অসঙ্গত সনদের অনুসারে নিজ দখলে রাখিয়া থাকিলেও তাহারাই পাইতে পারিবার যে নিয়ম হইয়াছে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

উপরের লিখিত হুকুম দ্বীপ ও চর ও সিকস্তী পয়ওস্তী ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুম সুন্দর বনের যে সকল ভূমি উপরের লিখিত প্রকারেতে আবাদ হইয়াছে তাহার ও দশসালা বন্দোবস্তের সময়হইতে নদ কি নদীতে যে সকল দ্বীপ ও চর পড়িয়াছে তাহার ও মোটে যে সকল ভূমি উপরের লিখিত সময়হইতে সিকস্তী পয়ওস্তীতে এতাবতা সমুদ্রের জল সরিয়া যাওয়াতে কিম্বা নদ কি নদী একদিগহইতে অন্য দিগ্ দিয়া বহিবাতে অথবা নদ কি নদীর কিনারার জমী ক্রমে২ ভরাট পুরাট্ হওয়াতে হইয়া থাকে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

উপরের লিখিত হুকুম মোকররী বন্দোবস্তের সময়ে রাজস্ব মোকরর না হওয়া যে সকল ভূমি কালেক্টরসাহেবের দত্ত বিশেষ পাট্টার অনুসারে লোকদিগের ভোগদখলে আছে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুম যে সকল ভূমি মোকররী বন্দোবস্তের সময়ে কালেক্টরসাহেবের হুজুরহইতে পাওয়া বিশেষ পাট্টার অনুসারে জিলা চব্বিশ পরগনা ও যশোহরের মধ্যের পতিত আবাদী ও জঙ্গলবুরী নামে খ্যাত ও উপরের লিখিত সময়ে মালগুজারী মোকরর না হওয়া তালুকের মত যে সকল তালুক লোকদিগের ভোগদখলে আছে তাহার সরহদ্দের শামিল হইয়াছে সে সকল ভূমিরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ সকল ভূমি আসল পাট্টাদারের কি তাহার ওয়ারিসের দখল কবজে থাকিলে ঐ পাট্টার লিখিত সরহদ্দের শামিল হওয়া ভূমির মোকররী খাজানার বিষয়ে যে সকল নিয়ম পাট্টাতে লেখা থাকে তাহা বহাল ও বরকরার থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

মোকররী পাট্টামতে কি অন্য প্রকারে ভূমিরা

এই ধারানুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনের নিরূপিত ও ১৭৯৫ সালের ৪১ ও ৪২ আইনের ও ১৮০৩ সালের ৩১ ও ৩৬ আইনের ও ১৮০৫ সালের

খণের নিমিত্তে দেওয়া সকলের বিষয়ের একক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবার কথা।

সালের ৮ ও ১২ আইনের লিখিত দাঁড়া লাখেরাজরূপে ভূমি রাখণের অর্থে হওয়া দানের কি মোকররী মতে কিম্বা অন্য যে প্রকারেতে সরকারের ওয়াজিবী রাজস্ব তলবের বাধা থাকে সে প্রকারেতে ভূমিরাখণের অর্থে দেওয়া সকলের মাতবরীর নিরূপণের বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু উপরের লিখিত হুকুমেতে এমত বোধ না হয় যে উপরের লিখনমত মাতবর দানক্রমে কি ইজারামতে লোকদিগের দখলে যে সকল ভূমি আছে তাহার রাজস্বের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনেতে যেং দাঁড়া লেখা গিয়াছে তাহার কিছু ফেরফার হইল এবং ইহাও বোধ না হয় যে উপরের লিখিত হুকুমানুসারে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ১ আইনের লিখিত যে সকল কথা ও হুকুম মতে ঐ সকল ভূমিতে গ্রহীতার মরণের পরে খাজানা মোকরর হইতে পারে তাহার কিছু ফেরফার হইল ইতি।

৫ ধারা।

ভূমি রাজস্ব মোকররের যোগ্য হওনের বিচারের পূর্ব্বে যে উপায় করা যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সরকারের মালগুজারীর কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবকে ঐ কালেক্টরসহেবের ক্ষমতার্পণ হইয়া থাকে সেই সাহেব তাঁহার ক্ষমতার তাবে এলাকা অর্থাৎ অধিকারের কোনং ভূমি তাহা অসঙ্গত ও গরমাতবর সনদের অনুসারে কিম্বা গরওয়াজিবী জমাতে লোকদিগের দখলে থাকনহেতুক এই আইনের ৩ ধারার বিবরিয়া লেখা দাঁড়ার দৃষ্টে খাজানা মোকররকরণের যোগ্য জানিলে তাঁহার কর্ত্তব্য যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা অন্য যে সাহেবদিগকে অর্পণ হইয়া থাকে তাঁহারদিগের হজুরে এবিষয়ের এত্তেলা দেন ও যদি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের এ বিষয়ের তহকীক ও তন্কী করা বিহিত বোধ হয় তবে তাঁহারদিগের আবশ্যক যে কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে নীচের লিখিতব্য প্রকারেতে তাহার তহকীক করিবার হুকুম দেন ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত ব্যক্তির নিকটে যে এয়ালামনামা পাঠান যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুম পাইলে পর কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে যে ব্যক্তির দখলে উপরের লিখিত ভূমি থাকে তাহাকে এয়ালামনামার দ্বারা আপন হজুরে তলব করেন্ ও ঐ এয়ালামনামাতে ঐ ভূমিতে সরকারের দাওয়ার কথা ও ঐ ব্যক্তি স্বয়ং কি তাহার উকীল এক মাস মিয়াদের মধ্যে কালেক্টরসাহেবের হজুরে হাজির হইবার ও যে সকল সনদ কি অন্যং দস্তাবেজের অনুসারে ঐ ভূমি নিষ্কররূপে তাহার ভোগদখলে আছে কি তাহা লাখেরাজ হওনের দাওয়া কি মোকররী জমায় তাহাতে হক্ রাখণের দাওয়া হইয়াছে কি হইতে পারে সে সমস্ত সনদ ও দস্তাবেজ দরপেশ করিবার হুকুম লেখা যাইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি ঐ ব্যক্তির মোখ্তারনামার অনুসারে তাহার কর্ম্মের আঞ্জাম করিবার নিমিত্তে হওয়া মোখ্তারকার সদর মোকামে হাজির থাকে তবে ঐ মোখ্তারকারের স্থানে ঐ এয়ালামনামা তাহার লিখিত মজমুন আপন মওক্কেলকে জানাইবার নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক ও সেই মোখ্তারকার ঐ রসীদ ঐ এয়ালামনামা কালেক্টরীর নাজিরের চাপরাসী কি পেয়াদার মারফৎ তাহার মওক্কেলের উপর জারীহওনের মতে দিতে চাহিলে ঐ মোখ্তারকার ঐ এয়ালামনামার পিঠে তাহার রসীদ আপন দস্তখৎ সহিত তাহা জারীহওনের প্রমাণ থাকিবার নিমিত্তে লিখিয়া দিবেক ইতি।

ঐ ব্যক্তির মোখ্তার সদর মোকামে থাকিলে তাহাকে ঐ এয়ালামনামা দিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি ঐ ব্যক্তির এমত মোখ্তারকার সদর মোকামে হাজির না থাকে কিম্বা হাজির থাকিয়া এয়ালামনামার মজমুন আপন মওক্কেলকে জানাইবার নিমিত্তে তাহা লইতে না চাহে ও ঐ ব্যক্তি কালেক্টরসাহেবের এলাকা অর্থাৎ অধিকারেতে বাস করিতে থাকে তবে ঐ এয়ালামনামা কালেক্টরসাহেবের নাজিরের মারফতে এক জন চাপরাসী কি পেয়াদাকে দিয়া তাহার নিকটে পঁহুছাইয়া দেওয়া যাইবেক ও ঐ পেয়াদার ঐ ব্যক্তির স্থানে তাহা পাওনের রসীদ তলব করিতে হইবেক ও যদি ঐ ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে তবে তাহার মোখ্তার কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি সে উপস্থিত না থাকনের সময়ে কর্ম্মের আঞ্জাম করে তাহার স্থানে রসীদ তলব করা যাইবেক ও যদি ঐ ব্যক্তিঅন্য অধিকারের কালেক্টরসাহেবের অধিকারে এতাবতা যে অধিকারেতে তাহার যে ভূমিতে সরকারের খাজানা মোকরর্ হইতে পারে তাহা না থাকে তথায় বাস করিতে থাকে তবে ঐ এয়ালামনামা ঐ ব্যক্তি যে জিলাতে বাস করিতে থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে তাহা উপরের লিখনমতে জারী হইবার নিমিত্তে পাঠান যাইবেক ও যদি ঐ ব্যক্তি ঐ ভূমি যে কালেক্টরসাহেবের অধিকারে থাকে তাঁহার অধিকারে এবং ভিন্ন অধিকারের কালেক্টরসাহেবের অধিকারেও না থাকে তবে ঐ এয়ালামনামা তাহার যে কার্য্যকারক কি সরবরাহকারের প্রতি ঐ ভূমির কার্য্যের ভার থাকে তাহার উপর জারী হইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবের নাজিরের এক জন চাপরাসীর মারফতে এয়ালামনামা জারী হইবার কথা।

ঐ ব্যক্তি অন্য কালেক্টরসাহেবের অধিকারে থাকিলে তাহার প্রতি যে রূপে এয়ালামনামা জারী হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি কোন ব্যক্তি কি তাহার যে কার্য্যকারকের প্রতি ঐ ভূমির কর্ম্মনির্ব্বাহের ভার থাকে সে উপরের লিখিত প্রকারেতে পেয়াদা তাহার নিকটে এয়ালামনামা লইয়া গেলে তাহার রসীদ দিতে না চাহে তবে ঐ এয়ালামনামা ঐ ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার কার্য্যকারককে দেওয়াই তাহা জারীহওনের উপযুক্ত প্রমাণ বোধ হইবেক কিন্তু এমতে ঐ ভূমির কি তাহার নিকটবর্ত্তি গ্রামের বাশিন্দা দুই জনের সাক্ষ্য দ্বারা এয়ালামনামা পঁহুছাইয়া দেওন সাবুদ করিতে হইবেক ইতি।

যদি কোন ব্যক্তি কি তাহার কর্ম্মকর্ত্তা ঐ এয়ালামনামা পাওয়ায় অস্বীকৃত হয় তবে এয়ালামনামা তাহাকে দেওয়াই তাহা পঁহুছনের উপযুক্ত দলীল বোধ হইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে উপরের লিখিত হুকুমানুসারে কোন ব্যক্তিকে তলব করিতে হইলে ঐ এয়ালামনামাতে এ কথা লেখাইবেন যে যদি ঐ ব্যক্তি এই ধারার ২ প্রকরণের লিখিত প্রকার কোন সনদ কিম্বা দস্তাবেজ নিরূপিত মিয়াদের

এয়ালামনামার মজমুনের কথা।

দের মধ্যে দরপেশ না করে তবে তাহা উত্তরকালে হাজির হইয়া তাহা দরপেশ না করিবার বিশিষ্টহেতু জাহিরকরণব্যতিরেকে লওয়া যাইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

ইশ্‌তিহারনামা জারী হওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি উপরের লিখিত ভূমিরাখণিয়া যে ব্যক্তির প্রতি উপরের উক্ত ধারার লিখিতমতে এয়ালামনামা জারী হইয়া থাকে সে রূপোশ হয় কিম্বা অনেক তালাশ করিয়া না পাওয়া যায় অথবা আপনার বাটীর মধ্যে কিম্বা অন্যের বাটীর ভিতরে লুকাইয়া থাকে কি কোন স্থানে পলাইয়া যায় যাহাতে এয়ালামনামা জারী না হইতে পারে তবে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি ঐ সাহেবের ভার থাকে তাঁহার আবশ্যক যে নাজিরের উপরের লিখিত কথাসম্বলিত রিটর্ণ পাইলে পর ইশ্‌তিহারনামা আপন কাছারীর মধ্যে লোকদিগের দৃষ্টিহওনের স্থানেতে লট্‌কাইয়া দেওয়ান্‌ ও ঐ ইশ্‌তিহারনামা সুবে বাঙ্গালা ও কটক জিলা সহিত সুবে উড়িষ্যাতে পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষাতে ও সুবে বেহার ও বারাণসদেশে ও দত্ত ও জয়করা দেশেতে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষাতে লেখা যাইবেক ও ঐ ইশ্‌তিহারনামাতে পূর্ব্বের এয়ালামনামার হুবহু মজমুন এবং এ কথা লেখা যাইবেক যে যদি ঐ ব্যক্তি ইশ্‌তিহারনামা জারীহওনের তারিখহইতে ১৫ পনেরো দিবসের মধ্যে হাজির না হয় তবে কালেক্টরসাহেব পুনরায় খবর দেওন ও তাহার হাজিরহওন ও জওয়াব দিহীকরণবিনা ভূমির এক তরফী তজবীজ ও তহকীক করিবেন ও কালেক্টরসাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকে তাঁহার আবশ্যক যে ঐ ভূমিরাখণিয়া ব্যক্তির বাসকরণের বাটীর সদর দরওয়াজাতে কিম্বা ঐ ভূমির আশপাশের সদর গ্রামের মধ্যে লোকসকলের দৃষ্টিহওনের স্থানে ঐ ইশ্‌তিহারনামার নকল চপটাইয়া দিবার অর্থে নাজিরের নামে হুকুমনামা দেন্‌ ইতি।

তাহার নকল লট্‌কাইয়া দিবার কথা।

ঐ নাজির হুকুমনামার লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করিয়া তাহা লট্‌কাইবার সময় ও স্থান ঐ হুকুমনামার পৃষ্ঠে লিখিয়া পুনর্ব্বার দাখিল করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ নাজিরের কর্ত্তব্য যে কালেটরসাহেবের হুকুমনামামতে কার্য্য করিয়া ঐ হুকুমনামার পিঠে ঐ ইশ্‌তিহারনামা কোন্‌ সময়ে কোন্‌ স্থানে লট্‌কান গিয়াছে তাহা লিখিয়া ঐ হুকুমনামা ফিরিয়া সিরিশ্‌তাতে দাখিল করে ও কর্ত্তব্য যে ঐ হুকুমনামা তাহার পিঠের লেখা কথাসুদ্ধা কালেক্টরসাহেবের ঐ ভূমির করা তহকীকের রোয়দাদের শামিলে রাখা যায় যদি ঐ ব্যক্তি কি অন্য যে ব্যক্তির উপর এয়ালামনামা হইয়া থাকে সে নিরূপিত দিনে হাজির না হয় কি হাজির হইয়া জওয়াব দিতে না চাহে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে ব্যক্তি হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে ও দস্তাবেজ দরপেশ করিলে যেমত মোকদ্দমার তহকীক করিতেন সেইমত এপ্রকারে মোকদ্দমার তহকীক করেন ইতি।

কালেক্টরসাহেব ভূমিরাখণিয়া হাজির না হইলে ও জওয়াব দিতে না চাহিলে মোকদ্দমার তহকীক যে প্রকারে করিবেন তাহার কথা।

৭ ধারা।

ভূমির প্রকারের তহকীক করিবার কথা।

যেং প্রকারেতে এই আইনের ৩ ধারার লিখিতমতে কোন ভূমি সরকারের খাজানা মোকররকরণের যোগ্য বোধ হয় সেং প্রকারেতে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা অন্য যে

কার্য্যকারকসাহেব

কার্য্যকারকসাহেব ঐ সাহেবের ক্ষমতা রাখেন তাঁহার আবশ্যক যে দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে ঐ ভূমি কিপ্রকারে ছিল ইহার পুরা তহকীক ও তনকী করেন ও সিকস্তী পয়ওস্তি মত হইলে তাহা সিকস্তও পয়ওস্তহওনের তারিখের নিরূপণ করেন ইতি।

৮ ধারা।

কালেক্টরসাহেব ভূমি জরীব করিবার কথা।

কালেক্টরসাহেব বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের হজুরহইতে উপরের লিখিত ভূমির তহকীক করিবার অনুমতি পাইলে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে ঐ ভূমি এবং ঐ ভূমি যে জমীদারীর মোতালক হয় সে জমীদারী জরীব ও মাপ করেন ইতি।

৯ ধারা।

কালেক্টরসাহেব হিসাবী কাগজ জ্ঞাতহওনের নিমিত্তে পাটওয়ারী কি গোমাস্তা কি অন্য ব্যক্তিকে তলব করিতে পারিবার কথা।

উপরের লিখিত প্রকারেতে কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি আছে যে এমত ভূমির মোতালক কিম্বা ঐ ভূমি যে জমীদারীর শামিল হয় সে জমীদারীর মোতালক হিসাবী কাগজপত্র যে পাটওয়ারী কি গোমাস্তা কি অন্য ব্যক্তির স্থানে থাকে তাহাকে আপন হজুরে তলব করিয়া ঐ ভূমির কি জমীদারীর মোতালক হিসাবী কাগজপত্র আনিয়া দিবার হুকুম দিতে ও এমত হিসাবী কাগজপত্রের কিম্বা ঐ হিসাবী কাগজপত্রের মোতালক কি ভূমির কিম্বা জমীদারীর মোতালক অন্য২ বিষয়ের সত্যতার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার নিরূপিত মতে হলফ করাইয়া তাহার জোবানবন্দী করিয়া লইতে পারিবেন ইতি।

১০ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের ভূমির অধিকারিদিগকে হিসাবী কাগজ মৌজুদ করিয়া দিবার নিমিত্তে তলব করিতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

এবং কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে উপরের লিখিত প্রকারেতে বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের মঞ্জুরীতে যে ব্যক্তি আপনাকে খাজানা মোকররৃ করিতে হইবার ভূমির মালিক কি ইজারদার কহে কিম্বা যে ব্যক্তি আপনাকে ঐ ভূমি যে জমীদারীর শামিল সেই জমীদারীর মালিক কি ইজারদার কহে সেই ব্যক্তির স্বয়ং কি তাহার মোখ্তারকারের ঐ ভূমির কিম্বা জমীদারীর হিসাবী কাগজপত্রসমেত এক হপ্তাহইতে কম না হয় এমত উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে হাজির হইবার হুকুম দেন ইতি।

১১ ধারা।

প্রয়োজনহওয়া লোকদিগের নামে এয়ালামনামা জারী করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কালেক্টরসাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা রাখেন তিনি উপরের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত আপন নিকটে কোন ভূমির মালিক কি তাহার ইজারদার কিম্বা কোন পাটওয়ারী কি গোমাস্তা অথবা অন্য

 ব্যক্তির

ব্যক্তির হাজির হওয়া উচিত জানেন তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে মতলবের নিমিত্তে তাহার হাজির হওয়া আবশ্যক তাহার কথা লিখিয়া দস্তখৎ ও মোহরযুক্তে এক এয়ালাম নামা তাহারদিগের উপর জারী করেন্ ও ঐ এয়ালামনামাতে ইহাও লিখিতে হইবেক যে এমত মিয়াদের মধ্যে অমুক২ কাগজসমেত আপনি হাজির হয় ইতি।

হুকুমনামা জারীকরণের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মালগুজারীর বাকী টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে হুকুমনামা জারীকরণের মতের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারাতে যে২ হুকুম লেখা আছে এই আইনের ৯ ও ১০ ধারামতে কালেক্টরসাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা রাখেন তিনি যে সকল হুকুমনামা পাঠান্ তাহা জারীহওনেতে সেই২ হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু যে পেয়াদার মারফতে যাহার উপর হুকুমনামা জারী হয় তাহার স্থানে সেই পেয়াদা রোজ পাইবার অর্থে উপরের লিখিত আইনের ৩ ধারাতে যে হুকুম লেখা যায় তাহা সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

১২ ধারা।

পাটওয়ারীপ্রভৃতিরা হিসাবী কাগজ দাখিল করিতে কি তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে কসুর করিলে যে শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

যে কোন পাটওয়ারী কি গোমাস্তা কি অন্য ব্যক্তির স্থানে ভূমির মোতালক হিসাবী কাগজ থাকে এই আইনের ৯ ও ১১ ধারার লিখিতমতে কালেক্টরসাহেবের হজুরে তাহার তলবহইয়া ভুলক্রমে কি ইচ্ছাক্রমে তলবহওনমতে আপন আসল হিসাবীকাগজ ঐ সাহেবের হজুরে দরপেশ না করে কিম্বা উপরের লিখিত যদিসে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি কালেক্টরসাহেবের হজুরে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে তলব হইলে হাজির হইয়া হলফকরিয়া ভূমির হিসাবী কাগজের বিষয়ে সাক্ষ্যদেওনেতে গরজের নিমিত্তে ও জানিয়া শুনিয়া যথার্থের অন্যমত কহে কিম্বা ঐ ভূমির মোতালক কি ঐ ভূমি যে জমীদারীর শামিল হয় সেই জমীদারীর মোতালক হিসাবী কাগজ ফেরফার করে কিম্বা গরজের নিমিত্তে আপন তরফহইতে তাহাতে কিছু বানায় অথবা যথার্থের অন্যমত কি কিছু কমী ও বেশী করিয়া লিখে তবে তাহার প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৩ ও ২৬ ও ২৭ ধারার প্রত্যেক ধারাতে যে শাস্তি ও দণ্ড নিরূপণ হইয়াছে সে সেই শাস্তি ও দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

ভূমিদখলকরণিয়া হিসাবী কাগজ দরপেশ করিতে না চাহিলে তাহার ভূমি ক্রোক হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের হজুরহইতে কোন কালেক্টরসাহেবের নামে যে কোন ভূমির এই আইনের ৭ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা বিষয়ের তহকীক করিবার হুকুমনামা হয় সেই ভূমি দখলকরণিয়া ব্যক্তি যদি তাহার মোতালক হিসাবী কাগজ কালেক্টরসাহেবের হুকুমনামার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দরপেশ না করে কি তাহা দরপেশ করিতে না চাহে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা অন্য যে সাহেবেরা ঐ সা

সাহেবদিগের

সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারা ঐ ভূমি ক্রোক্ করিবার ও সরকারের স্বত্বাধিকারে থাকা অন্য২ ভূমির তহসীল যে মতে হয় সেই মতে সরকারের তরফহইতে তাহার তহসীলের নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে মোকরর্ করিবার হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত প্রকারেতে কালেক্টরসাহেবের ইহাও আবশ্যক যে ঐ ভূমি দখলকরণিয়ার তাহা ভোগ দখলকরণের সত্ত্বের পুরা তহকীক করিয়া ঐ বিষয়ে আপন করা রুবকারীর সমস্ত কাগজ ঐ সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ ঐ সাহেবেরা ঐ ভূমি সরকারের খাজানা মোকররূহওনের যোগ্যহওয়া কি না হওয়ার বিষয়ে তজবীজ ও তহকীক করিয়া যে হয় হুকুম দিবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেব ভূমি দখলকরণিয়ার ভোগদখলের তহকীক করিয়া তাহার রুবকারী বোর্ডের সাহেবদিগের নিকট পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে কোন ভূমিতে খাজানা অর্থাৎ রাজস্ব মোকরর্ হয় তাহার দখীলকার যদি মালগুজারীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তির দোষ গুণ জানিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া কালেক্টরসাহেবের হুজুরে দাখিলকরা হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ সেওয়ায় কোন হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দাখিল করে তবে তাহা প্রমাণের ন্যায় বোধ হইবেক না এবং ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে তাহার কিছু মাতবরী হইবেক না কিন্তু যদি ঐ দখীলকার তাহা দরপেশ না করিবার বিশিষ্ট হেতু বিবরিয়া কহে কি কালেক্টরসাহেবের তলবের জওয়াবেতে ঐ হেতু লেখাইয়া দেওয়া সাবুদ করে তবে হইবেক ইতি।

কোন ভূমি দখলকরণিয়া কালেক্টরসাহেবের হুজুরে দরপেশকরা দস্তাবেজ সেওয়ায় কোন দস্তাবেজ আদালতে দাখিল করিলে তাহার বিষয়ে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে যদি কোন ভূমির অধিকারী কি ইজারদার কালেক্টরসাহেবের কিম্বা কমিস্যনর সাহেবের হুজুরে আপনি হাজির হইতে গাফিলী কি অস্বীকার করে কিম্বা ঐ২ সাহেবের করা হুকুমনামার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপন তরফহইতে সরবরাহকার কি মোখ্তারকার হাজির করিতে অথবা তলবহওয়া হিসাবী কাগজ কি দস্তাবেজ দরপেশ করিতে কসুর কি অস্বীকার করে ও এমত গাফিলী কি অস্বীকারকরণের বিশিষ্ট হেতু বলিতে না পারে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যাবৎ তাহারা কালেক্টরসাহেবের হুকুম আমলে না আনে তাবৎ মোকদ্দমার ভাব ও তাহারদিগের পদ ও শক্তির দৃষ্টে দররোজ যত জরীমানা উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা দিবার হুকুম তাহারদিগের উপর দিয়া তাহার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে লিখিয়া পাঠান ও ঐ শ্রীযুতের হুজুরে ঐ জরীমানা মঞ্জুর হইলে সরকারের বাকী টাকা উসুলকরণের মতে ঐ জরীমানা উসুল করা যাইবেক ইতি।

ভূমির অধিকারী কি ইজারদারেরা আপনারা হাজির হইতে কি হিসাবী কাগজ দরপেশ করিতে কসুর করিলে দিন২ জরীমানাহওনের যোগ্য হইবার কথা।

১৪ ধারা।

যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের হুজুরহইতে এই আইনানুসারে তাঁহারদিগের হওয়া ক্ষমতাক্রমে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা কমিস্যনরসাহেবের নামে কোন ভূমি ক্রোক্ কি মাপ করিবার হুকুমনামা

জমীদারপ্রভৃতিরা ভূমি ক্রোক্ অথবা জরীবকরণের সময়ে কোন বাধা

জন্মাইলে জরীমানার যোগ্য হইবার কথা।

হুকুমনামা যায় ও ঐ ভূমির অধিকারী কি অন্য ব্যক্তি তাহা ক্রোক্ কি মাপকরণেতে কিছু প্রতিবন্ধকতা করায় কি করে কিম্বা এই আইনের ৯ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা কোন হিসাব দরপেশ করিবার কি সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে কোন পাটওয়ারী কি গোমাস্তা কি অন্য ব্যক্তির হাজির হওনের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা কমিস্যনরসাহেবের করা হুকুমনামা মত কার্য্যকরণেতে নিজে দুঁদ্যামী করে কি অন্যের দ্বারা করায় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেরদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের আবশ্যক যে ঐ কসুর সাবুদ হইলে জমীদার কি অন্য ব্যক্তির উপর তাহার কসুরের ভাব ও তাহার পদের ও শক্তির দৃষ্টে যত টাকা জরীমানা উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা দিবার হুকুম দেন্ ও তাহা সরকারের বাকী টাকা উসুলকরণের মতে উসুল করান্ ও যদি জরীমানার টাকার সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক হয় তবে বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইবেন ও ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে যাবৎ ঐ জরীমানার টাকা উসুল করিবার কিছু অনুমতি না আইসে তাবৎ তাহা উসুলকরণের কিছু তদবীর না করেন ইতি।

জরীমানার টাকা পাঁচ শতের অধিক হইলে তাহার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

১৫ ধারা।

এই ধারার লিখিত কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকটে হাজির হইয়া আপন দস্তাবেজ দাখিল করিলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

যে ব্যক্তির ভূমিতে খাজানা অর্থাৎ রাজস্ব মোকররকরা মনস্থ হয় সে যদি এয়ালামনামা কি সমনের লিখিত হুকুমমতে কালেক্টরসাহেবের হজুরে হাজির হইয়া আপন দস্তাবেজ ও পাট্টা দরপেশ করে তবে কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে তাহা লইয়া তাহা পাওনের কথাসম্বলিত রসীদ তাহাকে দেন্ ও তাহা দৃষ্টিকরণের পরে সেই ব্যক্তিকে তাহার ভূমি যেং হেতুতে খাজানা মোকররহওনের যোগ্য বোধ হয় তাহা সম্বলিত এক কৈফিয়ৎ তাঁহার মতে যেং দস্তাবেজ তাহার হেতু হয় সাদা কাগজে সে সমস্ত দস্তাবেজের করা নকল সহিত দেন ও ঐ ব্যক্তিকে হুকুম দিবেন যে সাত দিনের মধ্যে তাহার জওয়াব লিখিয়া দাখিল করে ইতি।

১৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের এই ধারার লিখিত ভূমির দখীলকার জমীদার কি অন্য ব্যক্তির দাখিলকরা সমুদয় দস্তাবেজে নিশানী ও আপন দস্তখৎ করিতে হইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে সাহেব ঐ সাহেবের ক্ষমতা রাখেন তাহার আবশ্যক যে উপরের লিখিত ভূমি ভোগ দখলকরণিয়া কোন জমীদার অথবা অন্য ব্যক্তির তরফ হইতে ঐ ভূমি তাহার লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্করুরূপে রাখণের দাওয়া সাবুদ করিবার কিম্বা যে জমীদারীর বাবৎ মোকররী বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই জমীদারীর শামিল ঐ ভূমি ইহা সাবুদ করিবার নিমিত্তে যে সকল দস্তাবেজ দরপেশ হয় তাহার প্রত্যেক দস্তাবেজেতে নম্বর ও নিশানী ও তাহা দরপেশহওনের তারিখের দরজ ও আপনং দস্তখৎ করেন্ ও ঐ সকল দস্তাবেজ তাঁহার হজুরে দরপেশ হইয়াছিল কি না এই সন্দেহ না থাকিবার নিমিত্তে প্রত্যেক দস্তাবেজের নম্বর ও দরপেশহওনের তারিখ আপনকরা রুবকারীতে লিখিবেন

লিখিবেন ও ঐ সাহেবের ইহাও আবশ্যক যে নিষ্পত্তির কোন হুকুমদেওনের পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে ইহা জ্ঞাত করান যে যদি কোন হিসাবী কাগজ কি অন্য কোন প্রকারে দস্তাবেজ তাঁহার হুজুরে দরপেশ না করিয়া থাকে ও তাহা দরপেশ না করিবার মাতবর হেতু বয়ান করিতে না পারে তবে উত্তরকালে তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুজুরে কি আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে মঞ্জুরকরণের যোগ্য হইবেক না ও এ বিষয়ের জিগির আপন রুবকারীতেও লেখেন ইতি।

১৭ ধারা।

সরকারের হক্ এবং ঐ ব্যক্তির হক্ সাবুদ হইবার সাক্ষিদিগের নামে সপীনা জারী হওনের কথা।

ঐ ব্যক্তির জওয়াব দাখিল হইলে পর কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে তাহার ভূমিতে খাজানা অর্থাৎ রাজস্ব মোকররকরণের বিষয়ে সরকারের হক্ সাবুদ হইবার নিমিত্তে যে২ সাক্ষির সাক্ষ্যের আবশ্যক জানেন তাহারদিগের নামে এবং ঐ ব্যক্তি আপন হকের বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে যে২ সাক্ষির হাজির হওনের বাসনা রাখে তাহারদিগেরো নামে সপীনা জারী করেন্ ও ঐ সকল সাক্ষিরা হাজির হইলে পর তাহারদিগের জোবানবন্দী যে মতে আদালতেতে করিয়া লওয়া যায় সেই মতেও ঐ ব্যক্তির কি তাহার মোখ্তারকারের সাক্ষাৎ করিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের ভূমি রাখণিয়ার দাখিলকরা দস্তাবেজ দৃষ্টি করিতে ও তাহাকে দস্তাবেজ দেখাইতে হইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে ঐ ব্যক্তির দাখিলকরা সমস্ত দস্তাবেজ বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখেন ও তাঁহার বিবেচনায় যে সকল দস্তাবেজের অনুসারে ঐ ভূমি রাজস্ব মোকররহওনের যোগ্য হয় সে সমস্ত দস্তাবেজো দেখিতেঐ ব্যক্তিকে অনুমতি করেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের সাক্ষিরদিগকে হলফ্ করাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে এই প্রকরণানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগকে কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা তাঁহারদিগের হুজুরে দরপেশ হয় সে সমস্ত মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার ও ১৮০৩ সালের ১ আইনের ২ ধারার লিখিত যে হুকুমের মতানুযায়ী দখল ও জয়করা দেশের বাবৎ ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৮ আইনের ২৫ ধারার ৬ প্রকরণের লিখিত হুকুম সে সকল হুকুমমতে সাক্ষিদিগের নামে সপীনা জারী করিতে ও তাহারদিগকে হলফ্ করাইতে কি হলফের বদলে তাহারদিগের স্থানে হলফনামা লেখাইয়া লইতে পারিবেন ও যদি কোন সাক্ষী হলফ করিতে না চাহে তবে তাহাকে এমত২ প্রকারেতে এক্ষণে যে২ আইন চলন আছে তাহার

যে সাক্ষিরা হলফ্ করিতে না চাহে তাহারদিগের

লিখিত

দিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের কালেক্টরসাহেবের রুবকারী দেখিয়া আর যে২ সাক্ষির সাক্ষ্য আবশ্যক হয় তাহা দৃষ্টি ও বিবেচনাকরণের পরে আবশ্যক হইবেক যে কাছারীতে লটকান যাওয়া এয়ালামনামার নিরূপিত দিবসে ও কালেক্টরসাহেবেরা আপনং করা রুবকারীর নকল ভূমিরাখণিয়াকে দেওনের তারিখহইতে ছয় হপ্তার মধ্যে ও আপন২ হক্‌সাবুদ করিবার নিমিত্তে যাহা২ জাহির করিতে চাহে সে সকল ইজহার শুনিয়া পরে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির হুকুম দেন্ ও পারসী ভাষায় আপন করা রুবকারীতে আপন২ মতের কথা লিখেন ও ঐ ভূমিরাখণিয়া যদি ঐ রুবকারীর নকল লইতে চাহে তবে তাহাকে তাহার নকল দেন্ ইতি।

রুবকারী পাওনের ও অন্য সাক্ষ্য লওনের পরে বোর্ড রেবিনিউর সাহেব দিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল রুবকারী লিখিতে উপরেতে কালেক্টরসাহেবদিগের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি হুকুম লেখা গেল সে সকল রুবকারীতে প্রত্যেক মোকদ্দমার আলাহিদা২ কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা ও যে২ হেতুপ্রযুক্ত হুকুম হয় তাহার জিগির ও যে২ সাক্ষির জোবানবন্দী করিয়া লওয়া গিয়া থাকে তাহারদিগের নাম ও প্রত্যেক মোকদ্দমার তজবীজের কালে যে সকল দস্তাবেজ পড়া গিয়া থাকে তাহার প্রত্যেক দস্তাবেজের জিগির লেখা যাইবেক ইতি।

উপরের লিখিত রুবকারীর মজমুনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের হজুরহইতে ভূমি সরকারের খাজানা মোকররূকরণের যোগ্য না হওনের হুকুম হয় তবে সেই হুকুম চূড়ান্ত বোধ হইবেক কিন্তু যদি আদালতের জজসাহেব এমত বুঝেন্ যে প্রথমতঃ যে তহকীক হইয়াছিল তাহাতে কিছু সাজস ও কারসাজী হইয়াছে তবে হইবেক না ইতি।

যেমতেতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য সাহেবদিগের হুকুম চূড়ান্ত বোধ হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি ঐ সাহেবদিগের হজুরহইতে ঐ ভূমি সরকারের রাজস্ব মোকররূকরণের যোগ্য হওনের হুকুম হয় তবে কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে যে ব্যক্তির ভূমির বিষয়ে এমত হুকুম হয় তাহাকে কি তাহার উকীলকে ঐ হুকুম জানান ও সেই ভূমির সীমা নিরূপণ করিয়া এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়ার দৃষ্টে তাহার উপর রাজস্বের সংখ্যা মোকররূ করেন ও ঐ ভূমির বাবৎ যে২ বেওরা পাওয়া যায় তাহার তহকীক করেন ইতি।

বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরহইতে ভূমি সরকারের রাজস্ব মোকররূ করণের যোগ্য হওনের হুকুম হইলে কালেক্টরসাহেবের যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

২২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি ঐ ভূমিরাখণিয়া ব্যক্তি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম জ্ঞাতহওনের তারিখহইতে পনেরো দিবস মিয়াদের মধ্যে কালেক্টরসাহেবের হজুরে তাহার ভূমিতে শেষে যত টাকা জমা মোকররূ হয় তাহা ঐ তারিখহইতে সালিয়ানা শতকরা ১২ বার টাকার হিসাবে সুদসমেত দিবার অর্থে মাতবর জামিনী দেয় এবং জামিনীনামা দাখিলকরণের তারিখহইতে দশ দিনের মধ্যে যে আদালতে তাহার তজবীজ হইতে পারে সেই আদালতে ও যদি আদালত বন্দ থাকে ও ঐ মিয়াদের মধ্যে

ভূমিরাখণিয়ার তাহা দখলকরণের আটক না হইবার মতের কথা।

না

দিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের কালেক্টরসাহেবের রুবকারী দেখিয়া আর যেং সা ক্ষির সাক্ষ্য আবশ্যক হয় তাহা দৃষ্টি ও বিবেচনাকরণের পরে আবশ্যক হইবেক যে রুবকারীতে লট্‌কান যাওয়া এয়ালামনামার নিরূপিত দিবসে ও কালেক্টরসাহেবেরা আপনং করা রুবকারীর নকল ভূমিরাখণিয়াকে দেওনের তারিখহইতে ছয় হপ্তার মধ্যে ও আপনং হক্‌সাবুদ করিবার নিমিত্তে যাহাং জাহির করিতে চাহে সে সকল ইজহার শুনিয়া পরে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির হুকুম দেন্ ও পারসী ভাষায় আপন করা রুবকারীতে আপনং মতের কথা লিখেন ও ঐ ভূমিরাখণিয়া যদি ঐ রুবকারীর নকল লইতে চাহে তবে তাহাকে তাহার নকল দেন্ ইতি।

রুবকারী পাওনের ও অন্য সাক্ষ্য লওনের পরে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল রুবকারী লিখিতে উপরেতে কালেক্টরসাহেবদিগের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি হুকুম লেখা গেল সে সকল রুবকারীতে প্রত্যেক মোকদ্দমার আলাহিদাং কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা ও যেং হেতুপ্রযুক্ত হুকুম হয় তাহার জিগির ও যেং সাক্ষির জোবানবন্দী করিয়া লওয়া গিয়া থাকে তাহারদিগের নাম ও প্রত্যেক মোকদ্দমার তজবীজের কালে যে সকল দস্তাবেজ পড়া গিয়া থাকে তাহার প্রত্যেক দস্তাবেজের জিগির লেখা যাইবেক ইতি।

উপরের লিখিত রুবকারীর মজমুনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের হুজুরহইতে ভূমি সরকারের খাজানা মোকররূ করণের যোগ্য না হওনের হুকুম হয় তবে সেই হুকুম চূড়ান্ত বোধ হইবেক কিন্তু যদি আদালতের জজসাহেব এমত বুঝেন্ যে প্রথমতঃ যে তহকীক হইয়াছিল তাহাতে কিছু সাজস ও কারসাজী হইয়াছে তবে হইবেক না ইতি।

যেমতেতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য সাহেবদিগের হুকুম চূড়ান্ত বোধ হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি ঐ সাহেবদিগের হুজুরহইতে ঐ ভূমি সরকারের রাজস্ব মোকররূকরণের যোগ্য হওনের হুকুম হয় তবে কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে যে ব্যক্তির ভূমির বিষয়ে এমত হুকুম হয় তাহাকে কি তাহার উকীলকে ঐ হুকুম জানান ও সেই ভূমির সীমা নিরূপণ করিয়া এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়ার দৃষ্টে তাহার উপর রাজস্বের সংখ্যা মোকররূ করেন ও ঐ ভূমির বাবৎ যেং বেওরা পাওয়া যায় তাহার তহকীক করেন ইতি।

বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরহইতে ভূমি সরকারের রাজস্ব মোকররূ করণের যোগ্য হওনের হুকুম হইলে কালেক্টরসাহেবের যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

২২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি ঐ ভূমিরাখণিয়া ব্যক্তি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম জ্ঞাতহওনের তারিখহইতে পনেরো দিবস মিয়াদের মধ্যে কালেক্টরসাহেবের হুজুরে তাহার ভূমিতে শেষে যত টাকা জমা মোকররূ হয় তাহা ঐ তারিখহইতে সালিয়ানা শতকরা ১২ বার টাকার হিসাবে সুদসমেত দিবার অর্থে মাতবর জামিনী দেয় এবং জামিনীনামা দাখিলকরণের তারিখহইতে দশ দিনের মধ্যে যে আদালতে তাহার তজবীজ হইতে পারে সেই আদালতে ও যদি আদালত বন্ধ থাকে ও ঐ মিয়াদের মধ্যে

ভূমিরাখণিয়ার তাহা দখলকরণের আটক না হইবার মতের কথা।

না খোলে তবে তাহা খুলিলে পর তিন দিনের মধ্যে নালিশ করিবেক এমত করারদাদ করে তবে কালেক্টরসাহেব ঐ ভূমিরাখণিয়ার তাহা দখলকরণেতে কিছু বাধা জন্মাইবেন না ও এবিষয়ের এস্তেলা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হজুরে দিবেন ও ঐ জামিনী কত টাকার হইবেক ইহা জানা যাইবার নিমিত্তে এমত২ প্রকারেতে ঐ ভূমিরাখণিয়ার কর্ত্তব্য যে তহসীলের হিসাবী সমস্ত কাগজ কালেক্টরসাহেবের হজুরে দরপেশ করে ইতি।

ভূমিরাখণিয়া সম্যক জমার নিমিত্তে মাতবর জামীন না দিলে যে মতাচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি ঐ ভূমিরাখণিয়া ব্যক্তি তাহার ভূমিতে উত্তর কালে যত টাকা জমা মোকরর্ হয় তাহার কতক দিবার নিমিত্তে জামিনী দিতে রাজী হয় তবে সে এমত জামিনী উপরের লিখিত নিয়মমতে কার্য্যকরণের করারে দিতে পারিবেক ও এমত প্রকারেতে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের দেওয়া হুকুমমতে ঐ ভূমি খাসতহসীলেতে রাখেন কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হজুরহইতে যে মিয়াদ মোকরর্ হয় সেই মিয়াদেতে ইজারা দেন্ ও ঐ ভূমিরাখণিয়াকে সে যে আন্দাজের নিমিত্তে মাতবর জামিন দিতে রাজী হইয়া থাকে সেই আন্দাজ টাকা ঐ ভূমির তহসীলকরা টাকাহইতে দেন্ ইতি।

ভূমিরাখণিয়া যে জামিনী দিতে রাজী হয় তাহা মঞ্জুর করিতে কালেক্টরসাহেবের নামে হুকুম দিতে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে যদি কালেক্টরসাহেব ভূমিরাখণিয়া যে জামিনী দিতে রাজী হয় তাহা মঞ্জুর না করেন ও তাহা কার্য্যের উপযুক্তহওনের বিষয়ে আদালতের জজসাহেবের খাতিরজমা হয় তবে সেই আদালতের জজসাহেব ঐ জামিনী মঞ্জুর করিবার অর্থে কালেক্টরসাহেবের নামে হুকুমনামা দিতে পারিবেন কিন্তু জামিনের শিরে যাহা দেওনের জওয়াব দিবার দায় থাকিবেক তাহার সংখ্যা নিরূপণ কেবল কালেক্টরসাহেবের হজুরহইতে বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্বক্রমে হইবেক ইতি।

জামিনীর টাকার সংখ্যা নিরূপণের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে ঐ ভূমিরাখণিয়ার স্থানে যে জামিনীনামা লইতে হয় তাহাতে টাকার যে সংখ্যা লেখা যাইবেক তাহা ঐ ভূমিতে সালিয়ানা যত জমা মোকরর্ হইতে পারে তাহাহইতে কিম্বা তাহা রাখণিয়া এক বৎসরেতে যত টাকা পাইয়া থাকে তাহার সুদসমেত সংখ্যাহইতে অধিক হইবেক না কিন্তু যদি ভূমিরাখণিয়ার আদালতে করা নালিশ তাহার বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম জানানের তারিখ হইতে এক বৎসর পুরা হওনের পরেও উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি না পায় তবে কালেক্টরসাহেব ভূমিরাখণিয়ার স্থানে ঐ আন্দাজ টাকার নিমিত্তে অন্য জামিনী তলব করিতে পারিবেন ইতি।

মোকররী ভূমির বিষয়ের জামিনীর সংখ্যার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—মোকররীরূপে লোকদিগের ভোগদখলে থাকা ভূমির নিমিত্তে যাহারা জামিন দিয়া আদালতেতে নালিশ করিবার মনস্থ রাখে তাহারা মোকররী জমা যত টাকা হয় তাহাই ক্রমিক দিবেক ও আর যত টাকা রাজস্ব উত্তর কালে ঐ ভূমিতে মোকরর্ হইবেক তাহার নিমিত্তে জামিন দিবেক ইতি।

২৩ ধারা।

যদি ভূমিরাখণিয়া তলবহওয়া জামিনী না দেয় কিম্বা তাহা দেওনের পরে নালিশ না করে তবে কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে আর বিলম্ব না করিয়া ভূমিতে রাজস্ব মোকরর্ করেন ইতি।

যেমতেতে কালেক্টর সাহেব ভূমিতে রাজস্ব মোকরর্ করিবেন তাহার কথা।

২৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল ব্যক্তির ভূমিতে তাহারদিগের জামিন না দেওনহেতুক কিম্বা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে নালিশ না করণপ্রযুক্ত রাজস্ব মোকরর্ হয় তাহারা তথাপি তাহারদিগের বোর্ডের সাহেবদিগের নিষ্পত্তির হুকুম ওয়াকিফহওনের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে নালিশ উপস্থিত করিতে পারিবেক কিন্তু ঐ মিয়াদ গত হইয়া গেলে ঐ সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম চূড়ান্ত বোধহইবেক ও যদি তাহার দিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ মিয়াদের মধ্যে নালিশ না করিতে পারণের অল্পবয়স্কতা কি দেশে না থাকনাদি বিশিষ্ট হেতু জাহির করিতে পারে তবে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে যে কাল বিলম্ব অন্যং দাওয়া উপস্থিতহওনের প্রতিবন্ধক হয় তাহাব্যতিরিক্ত আর কোন কাল বিলম্ব উপরের লিখিত দাওয়া দরপেশহওনের প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।

নালিশ উপস্থিত করিবার সময় নিরূপণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যেং প্রকারেতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কিম্বা অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারা ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ৮ আইনের ও ১৮১৩ সালের ৫ আইনের ও ১৮১৭ সালের ১১ ও ২৩ আইনের অনুসারে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতাক্রমে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্তের হুকুম দিয়া থাকেন তাহাতে যাহারদিগের ভূমিতে খাজানা মোকরর্ হইয়া থাকে তাহারা যদি ঐ সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তির হুকুম যথার্থ কি অযথার্থ ইহা তজবীজের নিমিত্তে উপরের লিখিত আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে নালিশ না করণের বিশিষ্ট হেতু জনাইতে পারে তবে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে যে কাল বিলম্ব লোকদিগের পরস্পর দাওয়া দরপেশকরণের প্রতিবন্ধক হয় কেবল সেই কাল বিলম্ব উপরের লিখিতপ্রকারের দাওয়া দরপেশ করণেরো প্রতিবন্ধক হইবেক ইতি।

অন্য নিয়মের কথা।

২৫ ধারা।

যে ভূমিতে রাজস্ব মোকররকরা মনস্থ হয় তাহার সালিয়ানা উৎপন্ন যদি শতকরা ৫ পাঁচটাকা করিয়া সরবরাহকারীর খরচ ও বাকীর এগার হিস্যার এক হিস্যা মালিকানাবাদে মোকররীমতে লোকদিগের ভোগদখলে থাকা ভূমির ন্যায় যত টাকা রাজস্ব ভূমিরাখণিয়ার দিতে হইবেক তাহা সমেত ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় তবে তাহার

এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া নালিশ যেং আদালতে শুনা ও বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাইবেক তাহার কথা।

বাবৎ

বাবৎ যে নালিশ উপরের ধারার লিখনমতে হইতে পারে তাহা ঐ ভূমি যে জিলার অধিকারে থাকে সেই জিলার আদালতে শুনা ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাইবেক ও যদি মালিয়ানা উৎপন্ন উপরের লিখিত হিসাবে ৫০০ পাঁচশত টাকাহইতে অধিক হয় তবে যে নালিশ উপস্থিত হয় তাহা প্রথমেই ঐ ভূমির অধিকারের দৃষ্টে কোর্ট আপীল আদালতে শুনা ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতে হওয়া নিষ্পত্তির উপর কোর্ট আপীল আদালতে খাস আপীল হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জনান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুমমতে যে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে রেজিষ্টরসাহেবদিগেরে সোপর্দ্দ করা যাইবেক না কেবল জজসাহেবদিগের হুজুরে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক ও ঐ সকল মোকদ্দমাতে জজসাহেবদিগের করা নিষ্পত্তির উপর কোর্ট আপীল আদালতে কেবল তাহার খাস আপীল হইতে পারিবেক ও এমতৎ প্রকারেতে প্রথমতঃ কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের বিচারযোগ্য মোকদ্দমাতে তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তির উপর সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল হইতে পারিবেক কিন্তু উপরের লিখিত নিয়ম যে সকল মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা পাঁচ হাজার পৌণ্ডহইতে অধিক হওনপ্রযুক্ত তাহার সদর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

প্রথমে যে সকল মোকদ্দমার তজবীজ কোর্ট আপীলে হয় তাহার খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবার কথা।

উপরের লিখিত আপীলের সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লিখিত কথা সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লিখিত কথা উপরের লিখিত প্রকারের আপীলের মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না কিন্তু এই আইনের লিখিত দাঁড়ামতে খাস আপীলের যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে সদর দেওয়ানী অদোলতের সাহেবদিগের কিম্বা কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের আবশ্যক হইবেক যে যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় সেই নিষ্পত্তির দৃষ্টি ও বিবেচনাকরণের অতিরিক্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের করা চূড়ান্ত রুবকারী আপনারা দৃষ্টি ও বিবেচনা করে ও যদি ঐ সকল কাগজ বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখনের পর জিলার আদালতের নিষ্পত্তি কি কোর্ট আপীল আদালতের নিষ্পত্তি অন্যায় কি অযথার্থ কি সন্দেহযুক্ত বোধ হয় কিম্বা যদি রুবকারীতে এক্ষণকার চলিত আইনের অন্য মত কথা পাওয়া যায় অথবা মোকদ্দমার রোয়দাদ পুরা বোধ না হয় কিম্বা ডিক্রীর মজমুনের অনুসারে কি অন্য কোন মতে আপীলরূপে অন্য তজবীজ হইবার বিশিষ্ট হেতু পাওয়া যায় তবে ঐ সকল প্রকারেতে খাস আপীল মঞ্জুর হইতে পারিবেক ইতি।

২৭ ধারা।

যে ইষ্টাম্পকাগজ না

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন

তাঁহারদিগের

তাঁহারদিগের হুজুরহইতে যাহারদিগের ভূমিতে রাজস্ব মোকরর করিবার হুকুম হয় তাহারা যদি ঐ হুকুম যথার্থ কি অযথার্থ ইহার তজবীজহওনের নিমিত্তে এই আইনের ২২ ধারার লিখনমতে নালিশ করে তবে তাহারদিগের নালিশের আরজী ১ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ও যদি সরকারের হক হওনের ফয়সলা হয় তবে অন্য২ নালিশ উপস্থিতকরণের সময়ে এক্ষণকার চলিত দাঁড়ার মতে রসুমের বদলে ইষ্টাম্পকাগজের যত টাকা মূল্য দিতে হয় সেই মত তত টাকা ঐ সকল লোকের দিতে হইবেক কিন্তু আদালতের সাহেবেরা ঐ নালিশ উপস্থিত করিবার বিশিষ্ট হেতু থাকনের হুকুম দেওনমতে দিতে হইবেক না ইতি।

লিপী আরজী লেখা যাইবেক তাহার কথা।

২৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি কোন লেখা দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র তাহা দরপেশকরণিয়া দিল্লীর কোন বাদশাহের ফরমান কি পূর্ব্ব কালেতে এই রাজধানীর তাবে দেশ ও সুবার মধ্যের কোন স্থানেতে যে কোন উজীর কি নওয়াব কি রাজা কি সময়ের অধিপতি প্রভুত্ব ও হুকুম রাখিতেন তাঁহার দেওয়া সনদ কি পরওয়ানা কিম্বা দানের অন্য নিদর্শন পত্র বলিয়া দরপেশ করে তবে সরকারের মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত যে সাহেবদিগের এবং যেং আদালতের সাহেবদিগের হজুরে এমত দস্তাবেজ দরপেশ হয় তাঁহারদিগের আবশ্যক হইবেক যে সিরিশ্তাতে অনুসন্ধান ও জীবদ্দশাতে থাকা সাক্ষিদিগের স্থানে জিজ্ঞাসাকরণানুসারে তাহার সত্যতার তহকীক করেন্ যে তদ্দারা তাহার মাতবরী কি গরমাতবরী জানা যায় ও ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কোন প্রকারে ঐ সকল দস্তাবেজ তাহার উপরে করা থাকা মোহর ও অন্য চিহ্নেতে বিশ্বাস করিয়া তাহার মাতবরীর অন্য যেং প্রমাণ ও দলীলের নিরূপণ থাকে তাহা লওন বিনা মঞ্জুর না করেন্ ইতি।

যে সকল দস্তাবেজকে তাহা দরপেশকরণিয়া বাদশাহী ফরমান কি কোন উজীর কি নওয়াব কি সময়ের কর্ত্তা ব্যক্তির দত্ত সনদ কি পরওয়ানা কি দানের অন্য নিদর্শন বলে তাহার মাতবরীর যেং তহকীক করা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— উপরের লিখিত প্রকারের যে কোন দস্তাবেজ কোন আদালতে দরপেশ হয় তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ ও ৩৭ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ৪১ ও ৪২ আইনের ও ১৮০০ সালের ৮ আইনের ও ১৮০৩ সালের ৩১ ও ৩৬ আইনের ও ১৮০৮ সালের ৭ আইনের লিখিত দাঁড়ামতে তাহার রেজিষ্টরীহওয়া সাবুদ না হইলে ও রেজিষ্টরী না হইয়া থাকিলে তাহা না হওনের বিশিষ্ট হেতু জাহির না করিলে মঞ্জুর ও মোকদ্দমার রোয়দাদেতে দাখিল ও কিছু প্রত্যয়করণের যোগ্য হইবেক না ইতি।

রেজিষ্টরীহওয়া দস্তাবেজ মঞ্জুরকরণের কথা।

২৯ ধারা।

যদি কালেক্টরসাহেবের কি অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ সাহেবের ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহার যে কোন ব্যক্তির যে কোন ভূমির বদলে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ও ১৮১৭ সালের ৬ আইনের বিবরিয়া লেখা প্রকারের বৃত্তি মোকরর হইয়াছে সেই ব্যক্তির

যে ভূমির বদলে বৃত্তি মোকরর হইয়া থাকে তাহার দখলের মাতবরীতে কালেক্টর সাহেবদিগের

সন্দেহহওনের প্রকারের সহিত এই আইনের লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবার কথা।

ব্যক্তির ঐ ভূমির দখলের আমূলের মাতবরীতে সন্দেহ হয় তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের অনুমতি লইয়া এই আইনানুসারে যে মত লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমি দখলকরা সঙ্গত হওয়া না হওয়ার তহকীক করেন সেইমত এমত দখল সঙ্গত ও মাতবর হওয়া না হওয়ারো তহকীক করেন্ ও যদি বোর্ডের সাহেবদিগের বিবেচনাতে ঐ ভোগ দখল অসঙ্গত ঠাহরে তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ ভূমির বদলে যত টাকা বৃত্তি মোকরর হইয়া থাকে তাহা বাজেয়াফ্তহওনের হুকুম দেন কিন্তু যেমত লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমির উপর খাজানা অর্থাৎ রাজস্ব মোকরর করিবার নিমিত্তে ঐ সাহেবদিগের দেওয়া হুকুমের উপর আদালতে আপীল হইতে পারে সে মত ঐ সাহেবদিগের দেওয়া এমত২ হুকুমের উপর আপীল হইবেক কিন্তু সরকারের মালগুজারী তহসীলের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের কোন প্রকারে ক্ষমতা থাকিবেক না যে শ্রীযুক্ত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের দেওয়া হুকুমমতে উপরের লিখিত প্রকারের যে কোন বৃত্তি কোন ব্যক্তি ১২ দ্বাদশ বৎসর কি তাহাহইতে অধিক বৎসরহইতে বরাবর অর্থাৎ ক্রমিক পাইয়া আসিতেছে তাহা বাজেয়াফ্ত করেন্ ইতি।

৩০ ধারা।

আদালতেতে উপস্থিত হওয়া কোন২ মোকদ্দমা তজবীজের নিমিত্তে কালেকূটরসাহেবদিগ্‌কে সোপর্দ্দ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে আদালতেতে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর কোন ভূমির খাজানার দাওয়াতে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি তালুকদারদিগের তরফহইতে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে সমস্ত মোকদ্দমা এবং আর যে২ মোকদ্দমা লোকেরা লাখেরাজরূপে ভূমি রাখিবার দাওয়াতে দরপেশ করে সে সমস্ত মোকদ্দমা প্রথমরূপে উপস্থিত হইবামাত্র তজবীজ করিবার নিমিত্তে কালেকূটরসাহেবের কিম্বা অন্য যে সাহেব ঐ সাহেবের ক্ষমতা রাখেন তাঁহার নিকটে সোপর্দ্দ করা যাইবেক ও যে২ ভূম্যধিকারী ও ইজারদার কি তালুকদার আপন২ জমীদারী কি তালুক কি ইজারার সরহদ্দের মধ্যের লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর কোন ভূমির খাজানাপাওনের হকদার আপনারদিগ্‌কে বলে আর যে সকল লোক উপরের লিখিতমতে লাখেরাজরূপে ভূমি রাখিবার দাওয়া রাখে তাহারদিগের আপন২ দাওয়া প্রথমরূপে কালেকূটরসাহেবের হজুরে দরপেশ করিতে ক্ষমতা থাকিবেক ও এমত২ প্রকারেতে যে ফরিয়াদী আপন দাওয়া ঐ কালেকূটরসাহেবের হজুরে দরপেশ করিবেক তাহার আবশ্যক যে আপন আরজীতে আপন দাওয়ার তফসীল অর্থাৎ বেওরা ও যে২ হেতুতে দাওয়া করে তাহার কথা যেমত আদালতে দরপেশ করিতে হইবার নালিশের আরজীতে লেখা যায় সেইমতে লিখে ও ঐ আরজী আদালতেতে উপস্থিত করিবার মোকদ্দমার নালিশের আরজীর নিমিত্তে নিরূপণহওয়া মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

ফরিয়াদীরা প্রথমেতে কালেকূটরসাহেবের হজুরে নালিশ দরপেশ করিতে পারিবার কথা।

ঐ সকল মোকদ্দমা কা

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কালেকূটরসাহেবের হজুরে কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদারী কিম্বা

কিম্বা তালুকদারের তরফহইতে আপন জমীদারীর কি অধিকারের কোন লাখেরাজ ভূমির খাজানা পাওনের দাওয়াসম্বলিত উপরের লিখিত আরজী দাখিল হইলে কি আদালতের সাহেবের হজুরহইতে এমত আরজী কালেক্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ হইলে ঐ কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক যে আসামীর নামে ফরিয়াদীর দাওয়ার সংক্ষেপ বেওরা ও আসামীর স্বয়ং কি তাহার উকীল একমাস মিয়াদের মধ্যে হাজির হইবার এবং যে২ সনদ কি অন্য২ দস্তাবেজের অনুসারে লাখেরাজরূপে ভূমি তাহার ভোগদখলে থাকে কি ঐ রূপে তাহা রাখিবার দাওয়া রাখে কি রাখিয়া থাকে তাহা সমস্ত দরপেশ করিবার তাকীদসম্বলিত এয়ালামনামা পাঠান্ ইতি।

লেক্টরসাহেবদিগের হজুরে উপস্থিত হইলে কি তজবীজের নিমিত্তে তাঁহারদিগের নিকটে সোপর্দ্দ হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ঐ এয়ালামনামামতে আসামী হাজির হইয়া আপন দস্তাবেজ কালেক্টরসাহেবের হজুরে দরপেশ করিলে কালেক্টরসাহেব ফরিয়াদীকে তাহা দেখিতে অনুমতি করিয়া তাহাকে হুকুম দিবেন যে ঐ সকল দস্তাবেজদৃষ্টে আসামীর ভোগদখল সঙ্গত না হওনের ও সেহেতুক তাহার ভূমি খাজানা মোকরর্ করিবার যোগ্য বুঝা যাওনের শরেওয়ার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লিখিয়া তাহার ঐ ভূমির খাজানাপাওনের দাওয়ার বুনিয়াদ যে সকল দস্তাবেজ হয় সে সমস্ত দস্তাবেজসমেত সাত রোজের মধ্যে দাখিল করে ইতি।

ঐ কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— ফরিয়াদী আপন কৈফিয়ৎ ও দস্তাবেজ দাখিল করিলে কালেক্টরসাহেব মোকদ্দমার তজবীজ করিবেন ও ভূমির উপর খাজানা মোকরর্ করিবার অর্থে সরকারের তরফহইতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে যেমত আপন ক্ষমতার কার্য্য করেন্ সেইমত ঐ মোকদ্দমাতেও আপন পাওয়া ক্ষমতাক্রমে নিষ্পত্তির হুকুম দিবেন ও লেখাইবেন ইতি।

ঐ কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে জানান যাইতেছে যে জিলা ও শহরের আদালতেতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার তজবীজের কালে সাক্ষী তলবের নিমিত্তে ও দস্তাবেজ দাখিলকরণের সময়ে ইষ্টাম্পকাগজ দাখিলকরণের বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়ার মধ্যে যাহা সম্পর্ক রাখে তাহা ঐ সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদিদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজ দাখিলকরণের দাঁড়া এই প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমাতে খাটিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।— যে সকল মোকদ্দমাতে সরকার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী না থাকেন্ তাহা প্রথমরূপে কোন আদালতে উপস্থিত হইয়া কালেক্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ হইলে ঐ কালেক্টরসাহেব আপনার তহকীককরা সারা হইলে পর মোকদ্দমার রোয়দাদ তাহার মোতালক সমস্ত দস্তাবেজ ও আপন মতের কথাসম্বলিত রুবকারীসমেত এই আইনের ২০ ও ২১ ধারার লিখনমতে যে আদালতের সাহেব ঐ কালেক্টরসাহেবকে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিয়া থাকেন তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন ও আদালতের সাহেবের আবশ্যক হইবেক যে অন্য২ যে সাক্ষ্য কিম্বা দলীলের আবশ্যক বুঝেন্ তাহা লইয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ কিন্তু যে কোন সনদ কিম্বা হিসাবী কাগজ অথবা যে কোনপ্রকার দস্তা বেজ

কালেক্টরসাহেবের রুবকারী সহিত মোকদ্দমার রোয়দাদ আদালতের সাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

আদালতের সাহেবদিগের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হইবার কথা।

বেজ কালেক্টরসাহেবের হজুরে দরপেশ না হইয়া থাকে ও তাহা দরপেশ না করিবার বিশিষ্ট হেতু না জাহির করে আদালতের সাহেব তাহা মঞ্জুর করিবেন না ইতি।

প্রথমেতে কালেক্টর সাহেবের হজুরে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে জজসাহেবের হজুরে তাহার আপীল হইতে পারিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যে সকল মোকদ্দমার নালিশ প্রথমরূপে কালেক্টরসাহেবের হজুরে দরপেশ হয় তাহাতে যদি ফরিয়াদী আসামীর উভয় পক্ষের এক পক্ষ ঐ কালেক্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তিতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয় তবে সে এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা দরখাস্তের দ্বারা জিলা কি শহরের জজসাহেবের হজুরে মোকদ্দমার আপীল করিতে পারিবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে এমত আপীলের দরখাস্ত কালেক্টরসাহেবের নিষ্পত্তিকরণের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে দেওনবিনা কিম্বা তাহাতে বিলম্ব হইলে তাহার বিশিষ্ট হেতু বিবরিয়া কহন বিনা মঞ্জুর হইবেক না ইতি।

আদালতের সাহেবের হজুরে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—ঐ দরখাস্ত দাখিল হইলে পর জজসাহেবের আবশ্যক যে কালেক্টরসাহেবের নামে তাঁহার করা রুবকারী ও মোকদ্দমার রোয়দাদ তাহার মোতালক সমস্ত দস্তাবেজসমেত পাঠাইবার হুকুম করেন্ ও যেমত ঐ জজসাহেব প্রথমরূপে মোকদ্দমার নালিশ তাঁহার হজুরে দরপেশ হইয়া কালেক্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ হইলে পরে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন সেইমতে ঐ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

যে সকল প্রকারেতে কালেক্টরসাহেবের রুবকারী বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান যাইবেক তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—যে সকল মোকদ্দমাতে সরকার আসামী থাকেন্ কিম্বা যে ভূমির খাজানা অর্থাৎ রাজস্ব মোকরর্ করিবার নালিশ হইয়া থাকে তাহা গরইস্তমরারী ঠাহরিবার যোগ্য ভূমির মধ্যে হয় সে সকল মোকদ্দমাতে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপনার তহকীক করা সারা হইলে পর তাহার কথাসম্বলিত রুবকারী বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদিগের হজুরে ঐ সাহেবদিগের নিষ্পত্তির হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন্ ও এমত সমস্ত প্রকারেতে যদি মোকদ্দমা তজবীজ করিবার নিমিত্তে আদালতের সাহেবের হজুরহইতে কালেক্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ হয় তবে কালেক্টরসাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তির হুকুম যাবৎ না আইসে তাবৎ আপনার রিটর্ন আদালতের সাহেবের হজুরে পাঠানো মুলতবী রাখিতে পারিবেন ও যদি এমত মোকদ্দমার নালিশ প্রথমরূপে কালেক্টরসাহেবের হজুরে হইয়া থাকে তবে যাবৎ ঐ সাহেবদিগের নিষ্পত্তির হুকুম না আইসে তাবৎ আদালতের সাহেবেরা এমত মোকদ্দমাতে হাত দিতে পারিবেন না ও এমত সমস্ত প্রকারেতে বোর্ডের সাহেবদিগের করা হুকুম রুবকারীতে লেখা গিয়া কালেক্টরসাহেবের নিকটে ঐ সাহেব তাহা উভয় বিবাদিকে জ্ঞাত করাইবার নিমিত্তে পাঠান যাইবেক যে সকল প্রকারেতে মোকদ্দমার নালিশ প্রথমরূপে কালেক্টরসাহেবের হজুরে দরপেশ হইয়া থাকে তাহাতে উভয় পক্ষের যে পক্ষ বোর্ডের সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তির হুকুমেতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয় সে ঐ মোকদ্দমার তজবীজ যে আদালতের সাহেবের হজুরে হইতে

কালেক্টরসাহেব উভয় বিবাদিকে বোর্ডের সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তির হুকুম ওয়াকিফ করাইবার কথা।

উভয় পক্ষের কোন পক্ষ বোর্ডের সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তির হুকুম

হইতে পারে তথায় তাহার আপীল করিতে পারিবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে ঐ আপীলের দরখাস্ত আপেলাণ্ট কি তাহার উকীল বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম ওয়াকিফহওনের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে ও তাহার পর হাজির থাকনমতে যে তারিখে বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমসম্বলিত রুবকারী কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে রাখা যায় সেই তারিখহইতে তিন মাস মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

মেতে নারাজহইলে আদালতের সাহেবের হুজুরে মোকদ্দমার আপীল করিতে পারিবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।— যদি ঐ ব্যক্তি উপরের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীল না করে ও তাহা করিতে বিলম্বহওনের বিশিষ্ট হেতু না জাহির করে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি অন্য যে সাহেবেরা ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের করা হুকুম চূড়ান্ত বোধহইবেক ও যে ব্যক্তির হকহওনার্থে এমত হুকুম হয় সে ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে আদালতের সাহেবদিগর তাঁহারা যেমত আদালতের ডিক্রী জাবেতামতে জারী করেন সেইমত বোর্ডের সাহেবদিগের করা এমত হুকুম জারী করিতে হইবেক ইতি।

নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীল না করিলে বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম চূড়ান্ত হইবার কথা।

এমত২ হুকুম আদালতের সাহেবদিগের হুজুর হইতে জারী হইবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।— যে সকল মোকদ্দমাতে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের হজুরহইতে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমির খাজানা বাজেয়াপ্ত করিবার হকথাকনের হুকুম কিম্বা যে ভূমিতে পূর্ব্বে খাজানা মোকরর হইয়াছে তাহা লাখেরাজরূপে দখলপাওনের হুকুম হয় তাহাতে ঐ সকল হুকুমের উপর আপীল করিলে ও তাহা মঞ্জুর হইলেও আদালতের সাহেবদিগের ঐ২ হুকুম জারী করিতে হইবেক কিন্তু যদি আপেলাণ্ট বিবাদের ভূমির ওয়াসীলাতের টাকা দিবার মাতবর জামিনী দেয় তবে করিবেন না ইতি।

নিয়মের কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।— উপরের লিখিত প্রকারের যে কোন মোকদ্দমা প্রথমরূপে আদালতের সাহেবের হজুরে কি কালেক্টরসাহেবের হজুরেই বা দরপেশ হইয়া থাকে তাহা সরকারের মালগুজারী তহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের দেওয়া হুকুমের উপর আপীল হওন মতে আদালতের সাহেবের হজুরহইতে নিষ্পত্তির হুকুম হয় কেবল তাহার খাস আপীল কোর্ট আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা দাওয়ার সংখ্যার দৃষ্টে বিলাতে আপীলের যোগ্য হয় তাহা ছাড়া হইতে পারিবেক ও উপরের লিখিত প্রকার সমস্ত আপীলের সহিত এই আইনের ২৬ ধারার লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমাতে আদালতের সাহেবদিগের দেওয়া হুকুমের উপর খাস আপীল মঞ্জুর হইবার কথা।

৩১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে এই আইনের লিখিত কোন হুকুমের অনুসারে দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে যে সকল জমীদারীর মোকররী বন্দোবস্ত তাহার নির্দ্ধারিত সীমাসরহদ্দের শামিল সমস্ত জঙ্গলা ও পতিত জমীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরে ঐ সময়

মোকররী বন্দোবস্ত হওয়া জমীদারীর নিরূপিত

হইতে

সরহদ্দের মধ্যের পতিত ভূমির সহিত এই আইনের লিখিত হুকুম সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

হইতে সে সকল জমীন আবাদ হইয়াছে কি উত্তর কালে আবাদ হইবেক সে সকল জমীদারীর অধিকারিদিগের কিছুমাত্র স্বত্বলোপ ও নষ্ট হইবেক না ও যেহেতুক ঐ বন্দোবস্তের নিয়মের মধ্যে এমত নিয়ম হইয়াছে যে উপরের লিখিত ভূমি আবাদহওনেতে যাহা মুনাফা হয় তাহা অধিকারিরাই পাইবেক ও দাওয়া করা সমস্ত মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে এই আইনের লিখিত হুকুমের মতে যে সকল ভূমিতে খাজানা এতাবতা রাজস্ব মোকরর হয় সে সকল ভূমি দশসালা বন্দোবস্তহওনের সময়ে মোকররী ও ইস্তমরারীরূপে বন্দোবস্ত হওয়া ভূমির সীমা সরহদ্দের শামিল হইয়াছিল কি না ইহার তজবীজ করেন্‌ও তদ্ব্যতিরিক্ত ঐ সাহেবদিগকে এমত ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে যদি তাঁহারা তজবীজ করিয়া নিশ্চয় বুঝেন্ যে যথার্থই দাওয়ার ভূমি উপরের লিখিত সময়ে যে জমীদারীর মোকররী বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই জমীদারীর শামিল হইয়াছিল তথাপি এই আইনের লিখনমতে ঐ ভূমির উপর খাজানা এতাবতা রাজস্ব মোকরর হইয়াছে তবে মালগুজারীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের দেওয়া হুকুম রদ করিতে পারিবেন অতএব যদি সরকারের মালগুজারীর কর্ম্মকর্ত্তা কোন সাহেব মোকররী বন্দোবস্তের অনুসারে জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের যে সকল কায়েমী হক্ অর্থাৎ স্থায়ী স্বত্ব হইয়াছে তাহার অন্যমতাচরণ করেন্ কিম্বা ঐ সকল হকেতে হাত দেন তবে তাহারা তৎক্ষণাৎ দেওয়ানী আদালতেতে নালিশ করিয়া আপন২ হক্ বুঝিয়া লইতে পারিবেক ইতি।

ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হওয়া ভূমির উপর বেশী রাজস্ব মোকরর করণার্থে সরকারের মালগুজারীর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের দরপেশকরা দাওয়া অসঙ্গত ও বাতিল বুঝা যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই প্রকরণানুসারে এমত হুকুম হইল ও জানান যাইতেছে যে লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমি ও থানাদারীর ভূমির ন্যায় দশসালা বন্দোবস্ত হইতে খারিজথাকা ভূমি সেওয়ায় দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হওয়া ভূমির শামিল হওয়া ভূমির উপর বেশী খাজানা এতাবতা রাজস্ব মোকররকরণের অর্থে সরকারের মালগুজারীতহসীলের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের তরফহইতে যে সকল দাওয়া দরপেশ হয় তাহা ঐ বন্দোবস্তহওনের সময়ে কিছু চুক কি ভুল কিম্বা কারসাজী হইয়া থাকনের নিমিত্তে কি অন্য কোন জন্যে হইলেও অসঙ্গত ও বাতিল বোধ হইবেক ইতি।

VOL. VI. 444.

সমাপ্তঃ।

A TRUE TRANSLATION,
P. M. WYNCH,
Translator of Regulations